অদর্শনা

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্ সি সরকার এণ্ড্ সন্স

৯০।২এ, হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা

১।০

এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্,
৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
হইতে
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কার্ত্তিক প্রেস
২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

অগ্রজোপম

শ্রীযুক্ত হরিদাস সোম

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—

সুহৃদ্‌বর,

আমি যখন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল শয্যাগত ছিলাম ও প্রতিদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; যখন আমার বন্ধু বলিয়া পরিচিত প্রায় সকল লোকই আমাকে একবার দেখিতে পর্য্যন্ত আসিতেন না; সহানুভূতি ও মমতার অভাবে আমার মন যখন ব্যাকুল; তখন আপনি অতি সহজে ও অনায়াসে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদ অধিকার করিয়াছিলেন এবং আপনি ও আপনার স্ত্রী পুত্র পুত্রবধূ ও কন্যারা সকলেই আমাদের প্রতি অসামান্য আত্মীয়তা ও মমতা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়াছিলেন। আপনাদের মহৎ ও উচ্চ হৃদয়ের গভীর স্নেহের বিপুল ঋণ অপরিশোধ্য; তাহা আমার মুগ্ধজীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে আপনারই বাড়ীতে রোগশয্যায় শুইয়া মুখে বলিয়া অপরকে দিয়া এই বইখানি লেখাইয়াছিলাম। লোকসমাজে আপনার ও আপনার পরিবারের মহৎ ও উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রচার করিবার এই প্রথম সুযোগ পাইয়া আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এই বইখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া আমি ধন্য হইতেছি।

ঢাকা,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২

আপনার স্নেহবদ্ধ
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকের মতে ফরাসী ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে বাল্জাক্ সর্ব্বপ্রধান। ৩০ বৎসর বয়সে ১৮৩০ সালে তিনি পাকা ঔপন্যাসিক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

বাল্জাকের সময়ে ডাচেস্ দ্য দিনো নাম্নী এক মহিলার সখ ছিল নব-অভ্যুদিত গ্রন্থকারদিগকে নিজের বাড়ীতে উৎসবের মজ্‌লিসে নিমন্ত্রণ করা। তাঁহার প্রাসাদে যে-সব নবীন কবি ও লেখকেরা প্রসাদ লাভ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে আল্‌ফ্রে দ্য মুসে অধ্রজেন স্যু ও অনরে দ্য বাল্জাক্ প্রধান। বাল্জাক্ তাঁহার মহিলা বন্ধুর প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একখানি উপন্যাস লিখিয়া হাতের লেখা পাণ্ডুলিপিখানিকেই খুব দামী চামড়ায় বাঁধাইয়া ও প্রচুর স্বর্ণ-বিমণ্ডিত করিয়া মহিলা বন্ধুকে উপহার প্রদান করেন। ডাচেস্ দ্য দিনোর লাইব্রেরীতে অনেক খ্যাতনামা লেখকের প্রদত্ত পাণ্ডুলিপি উপহার এইরূপে স্থান লাভ করিয়াছিল। ১৮৫০ সালে বাল্জাকের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর ৬১ বৎসর পরে ১৯১১ সালে সেই পাণ্ডুলিপি প্রথম ছাপা হইয়া 'অঁ্যাক্রুদাঁস্ এ বন্‌এয়ার্' নামে প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাল্জাক্ ইহার নাম রাখিয়াছিলেন 'ল'আমুর্ মাস্ক্'। সেই দুর্লভ সুন্দর পুস্তকখানি অবলম্বন করিয়া ও স্থান কাল পাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আমি এই পুস্তক প্রণয়ন করিলাম।

৩৩, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩রা আষাঢ়, স্নানযাত্রা।
১৩৩১

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

অদর্শনা

— ১ —

রাত্রি দ্বিপ্রহর, কেল্লার পাহারাখানার পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল। সমস্ত আগ্রা-শহর উৎসবমত্ত ব্যস্ত চঞ্চল। রাজ-পথে লোকের ভিড় উৎসব-বেশে দলে দলে কাতারে কাতারে আনন্দ-মেলায় চলিয়াছে। আজ নওরোজের উৎসব-রাত্রি।

আগ্রার প্রধান আমীর সর্‌বুলন্দ্‌ খাঁর প্রাসাদে নাচ-গানের মজ্‌লিস্‌ বসিয়াছে। আগ্রা-দিল্লীর প্রসিদ্ধ বাইজীরা মুজ্‌রা করিতে আসিয়াছে। তাহাদের নাচ দেখিবার ও গান শুনিবার জন্য আগ্রার রইসেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ছিল শের আলী,—পাঁচ-হাজারী মন্‌সব্‌দার, সুশ্রী বলিষ্ঠ যুবা-পুরুষ। যে জনতা ক্রমাগত আগে পিছে চলা-ফেরা করিতে-ছিল, সেই ভিড়ের মধ্যে ঘণ্টাখানেক ইতস্ততঃ বিরক্ত-মনে বেড়াইয়া চেনা অচেনা বহু অভ্যাগতের অভিবাদন প্রত্যর্পণ করিতে করিতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। অবশেষে জনতার গরমে ও কোলাহলে এবং উজ্জ্বল-পরিচ্ছদধারী আমীর-ওমরাহদের

অঙ্গ-নিঃসৃত আতর-গোলাপের ঘন গন্ধে অভিভূত হইয়া শের আলী বাহির হইয়া যাইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

শের আলী বাহির হইয়া প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিল। সে একাকী আলোকমালায় সুসজ্জিত উদ্যানবীথিকায় ভ্রমণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছিল—এই যে নর-নারীর প্রমত্ত বিলাস, ইহাই কি আনন্দ? জীবনের সাধনা ইহাতে কি চরিতার্থতা লাভ করে?

শের আলী অগ্রসর হইতে হইতে উদ্যানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ এক বৃক্ষকুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া আসিল এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী।

শের আলী তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যাইতেছিল, সে মনে করিয়াছিল যে সে অন্যমনস্ক ভাবে হয়ত অন্তঃপুরিকাদের উদ্যানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে।

সেই অবগুণ্ঠনবতী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া একেবারে শের আলীর হাত ধরিয়া নিতান্ত পরিচিত আত্মীয়কে সম্বোধনের স্বরে বলিয়া উঠিল—আমি পথ হারাইয়াছি; আমাকে তুমি বাগান হইতে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পারো?

শের আলী সম্ভ্রমের সহিত সেলাম করিয়া বলিল—আপনার কোনো ভয় নাই, চলুন আপনাকে পথ দেখাইয়া দিতেছি।

শের আলী অগ্রসর হইতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই অবগুণ্ঠিতা অধিকতর আবেগে ও দৃঢ়তার সহিত তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না, তুমি আমার কাছে একটু থাকো, আমি এখনই যাইতে চাহি না। আমি যে শিশুর মতন সামান্য কারণে ভয় পাইয়াছিলাম তাহার জন্য এখন লজ্জা বোধ করিতেছি।

শের আলী বলিল—কিন্তু আপনার সেই ভয়কে আমার আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহার আবির্ভাব না হইলে আপনার সহিত আমার পরিচিত হইবার পরম সৌভাগ্য উপস্থিত হইত না।

অবগুণ্ঠিতা বলিল—আমি স্বীকার করিতেছি তুমিই আমার অকারণ ভয় দূর করিয়াছ। তোমাকে ধন্যবাদ। তোমাকে দেখিয়া আমার ভয় দূর হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত না আমার বাঁদী আমাকে লইয়া যাইতে আসিতেছে সে পর্য্যন্ত তুমি আমাকে একলা ফেলিয়া যাইও না।

শের আলী ভদ্রতা দেখাইবার জন্য কোমল স্বরে বলিল—ইহা ত আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লা করুন আপনার বাঁদী ফিরিয়া না আসে, তাহার আত্মাকে আল্লা বেহেস্তে হেফাজতে রাখুন।

অবগুণ্ঠিতা বলিল—আচ্ছা, তোমার খবরদারীর পুরস্কার স্বরূপ আর-কিছুক্ষণ তোমার কাছে থাকিব।

তাহারা দু'জনে হাত-ধরাধরি অগ্রসর হইয়া একটি মর্ম্মর

বেদিকার উপর পাশাপাশি উপবেশন করিল। অবগুণ্ঠিতা সরবতের মতন মিঠা, সেতারের ঝঙ্কারের মতন শ্রুতিমধুর, কল্লোলিনী নির্ঝরণীর ন্যায় প্রবহমান স্বরে লঘু স্বচ্ছন্দ গতিতে গল্প করিয়া চলিয়াছিল, তাহার স্বরের মূর্চ্ছনায় ও অঙ্গের প্রত্যেক গতি-ভঙ্গিতে আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছিল। শের আলী সেই আনন্দের নেশায় বিহ্বল হইয়া বসিয়া ছিল, সময় যে কখন কোথা দিয়া তাহার লঘু পক্ষ বিস্তার করিয়া কতদূরে উড়িয়া চলিয়াছে তাহার দিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না।

হঠাৎ অবগুণ্ঠিতা কথার মাঝখানে বলিয়া উঠিল—আমি যাই, অনেক দেরী হইয়া গেল। আমার লোকেরা হয়ত এতক্ষণ খুঁজিতেছে।

শের আলী জিজ্ঞাসা করিল—তোমার লোক? কে তাহারা? মা? বোন? খসম?

অবগুণ্ঠিতা ঝর্‌ণাঝরার শব্দকে লজ্জা দিয় হাসিয়া উঠিয়া বলিল—খসম? শুক্‌র্ খোদা! সে বালাই আমার নাই।

শের আলী জিজ্ঞাসা করিল—আপনার বিবাহ হয় নাই?

—হইয়াছিল।

—আপনি তবে বিধবা? এই বয়সে? আপনার জন্য আমার দুঃখ হইতেছে।

—কেন? তুমি কিসে জানিলে যে আমার বৈধব্য দুঃখ-জনক। আমাকে করুণা করিতে হইবে তোমাকে কে বলিল? সব স্বামীই কি ভালো লোক হয়? স্বামী হইলেই কি প্রিয়

হয়? সব পুরুষই কি স্ত্রীলোকের প্রতি সদয় কোমল ব্যবহার করে? সকলেরই জন্যই কি দুঃখ হয়?

শের আলী বলিল—অয়ি রহস্যময়ী! সেই পুরুষ সৌভাগ্যবান্ যাহার বিচ্ছেদ তোমার মনে দুঃখ বেদনা উদ্রেক করিতে সমর্থ হইবে।

অবগুণ্ঠিতা বলিয়া উঠিল—পুরুষের জন্য দুঃখ? ইয়াল্লা বিল্লা—ভগবান্ করুন সে দুর্দ্দৈব যেন আমার অদৃষ্টে না ঘটে!

—তাহা হইলে আপনি আপনার সকল পূজারীকেই ব্যর্থ-মনোরথ হতাশ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন?

—আমার পূজারী একজনও নাই। আমি বিদেশিনী, সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছি, এখানে কেহ আমায় দেখে নাই, কেহ আমায় জানে না।

শের আলী আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল—কেহ দেখে নাই? কেহ জানে না? তবে হে অবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ী সুন্দরি, আমি তোমার প্রথম পূজারী হইবার দাবী পেশ করিতেছি। তুমি দেখিতে পাইবে আমি তোমার পরম ভক্ত অনুগত একনিষ্ঠ…

অবগুণ্ঠিতা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—একনিষ্ঠ! ইয়া আল্লা! এই রকম মিথ্যা কথা যদি তুমি আমার কাছে বলিতে শুরু করো তাহা হইলে আমি এখনই তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইব।

শের আলী আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল—কেন? একনিষ্ঠতা কি…

অবগুণ্ঠিতা বলিল—একনিষ্ঠতা একটা শিকল যাহা আমরা নিজে পরিবার ছল করিয়া তাহা দিয়া অপরকে বন্দী করি। এখন আমি শৃঙ্খলমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্র, আমি চিরজীবন এইরূপই থাকিতে চাই। কোনো পুরুষই আমার এই সঙ্কল্প হইতে আমাকে টলাইতে পারিবে না।

শের আলী বলিল—আমি আজ আমার স্বাধীনতা হারাইলাম, কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষোভ নাই। আজ যে শৃঙ্খলে আমি বন্দী হইলাম তাহা আমার অলঙ্কার হইবে, তাহাই আমার একমাত্র ভূষণ হইবে। তোমাকে ভালোবাসার সুখ ও দুঃখ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে তুমি আর পারিবে না।

অবগুণ্ঠিতা বলিয়া উঠিল—না, না, না, সাহেব, আমি ভালোবাসা চাই না, অঙ্গীকার প্রতিজ্ঞা চাই না। আমার নিকট হইতে কেহ কোনো প্রতিদান প্রত্যাশা করে ইহাও আমি চাই না।

—কিন্তু ওগো নিষ্ঠুর রহস্যময়ী অবগুণ্ঠিতা, তবে তুমি কি চাও? অন্ততঃ তোমার একটু করুণা পাইবার জন্য কি করিতে হইবে বলো।

—আমার করুণা পাইতে হইলে অত্যুক্তির প্রলাপ বা মিথ্যা প্রবঞ্চনা চলিবে না; যে ভাবের সত্য-অনুভূতি না হইয়াছে তাহাকে কল্পনায় প্রবর্দ্ধিত করিয়া প্রকাশ করা চলিবে না; গুটি-কতক ভাব-মধুর উচ্ছ্বাসময় বাক্য ব্যয় করিয়া অথবা ভণ্ডতার আবরণে সত্যের অভিনয় করিয়া একজন বুদ্ধিমতী রমণীর

সুচিন্তিত সঙ্কল্প হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করা চলিবে না। আমার করুণা পাইতে হইলে পুরুষকে নম্র ধৈর্য্যশীল ও হিসাবী হুশিয়ার হইতে হইবে। আমাকে কিছুদিন সময় দিতে হইবে যাহার মধ্যে আমি আমার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতি স্থির করিয়া লইব। তখন হয়ত ···

শের আলী ব্যস্ত ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল—তখন হয়ত কি? হে সুন্দরী অবগুণ্ঠিতা, কথা কও ওগো কথা কও, তোমার কথা শেষ করো। আমার অদৃষ্ট ললাটলিপি আমাকে দেখিতে দাও!··· আমি তোমার বাধ্য অনুগত ভৃত্য হইব; বাচালতা অধীরতা কখনও প্রকাশ করিব না, আমি শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি। আমার ইমান তোমার নিকট বাঁধা রাখিতেছি।

কথা বলিতে বলিতে শের আলীর মুখ প্রণয়ে ও আশায় উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে আগ্রহভরে অবগুণ্ঠিতার মুখের দিকে চাহিল, সে কিছু না দেখিতে পাইলেও অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিল যে দুটি বড় কালো টানা চোখ ঘোম্‌টার তলে কোমল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং শান্ত ধীর নিপুণ বিচক্ষণতার সহিত তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

অবগুণ্ঠিতা রমণী শের আলীর প্রণয়ব্যগ্র কণ্ঠস্বরের অধীরতা উপেক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—তোমার জরীপোশাক দেখিতেছি। তুমি সেনাপতি? কয় হাজারী?

অপরিচিতা অবগুণ্ঠিতার ভাবলেশশূন্য আবেগহীন কণ্ঠস্বরে

অবান্তর বিষয়ের প্রশ্ন শুনিয়া শের আলী থতমত খাইয়া জবাব দিল—পাঁচ-হাজারী।

—তোমার ফৌজ কোথায়?

শের আলী ঈষৎ আহতস্বরে জবাব দিল—কাবুলে।

—তবে তুমি ছুটীতে আছ? তোমার আত্মীয় স্বজন এই শহরে থাকেন বুঝি?

—না। আমি বিদেশী। আমার ধনীবংশে জন্ম নয়, কিন্তু সে বংশ ইমান্‌দার ইজ্জৎওয়ালা সম্মানিত ভদ্র বংশ। আমাদের সিপাহ্‌শালার মহারাজা মানসিংহজীর অনুগ্রহে আমি সামান্য সিপাহী হইতে পাঁচহাজারী মন্‌সব্‌দারের সম্মানিত পদ লাভ করিয়াছি, এবং হে সুন্দরী অপরিচিতা অবগুণ্ঠিতা, তোমরই মতন আমিও এই শহরে অল্প কয়েক দিন হইল আসিয়াছি; তোমারই মতন এখানে আমি কাহাকেও চিনি না; তোমারই মতন আমি মুক্ত স্বাধীন স্বতন্ত্র, আমার কোথাও কোনো আকর্ষণ নাই, বন্ধন নাই, সংযোগ নাই। অদৃষ্ট আমাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে অদর্শনা অবগুণ্ঠিতা অপরিচিতা সুন্দরীর চরণকমলে আমার হৃদয় স্বাধীনতা মানসিক শান্তি সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া বলি দিবার জন্য!

অবগুণ্ঠিতা অনুচ্ছ্বসিত সহজ স্বরে বলিল—এইরূপ মামুলি কথা পুরুষ মাত্রেই রমণীর মনোরঞ্জনের জন্য বলিয়া থাকে। তোমার সর্ব্বস্ব যে-দেবতার পদতলে তুমি বলি দিতে উদ্যত হইয়াছ তাহাকে কঠিন পাষাণী হৃদয়হীনা নিষ্করুণা বলিয়া জানিয়ো। যাহাই হউক, দৈব অনেক সময় করুণা করিয়া

সুযোগ জুটাইয়া দেয় ; আমার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে যে আমাদের দুইজনকে একত্র আনিয়া জুটানোর সুযোগ সেই অদৃষ্টেরই দুর্লভ করুণার পরিচয় ; সেই সুযোগ ও করুণা আমি অবহেলা করিব না ; হয়ত আমার জীবনের একটি মহৎ অভাব পরিপূরণের এই সুযোগ দেওয়ার জন্য অদৃষ্টের নিকটে আমি চিরঋণী চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব।

শের আলী অপরিচিতার কথার প্রথমাংশ শুনিয়া যেমন আহত ব্যথিত হইয়াছিল, শেষাংশ শুনিয়া তেমনই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—ওগো আমার বন্দিতা রহস্য-ময়ী মহীয়সী, তুমি যে মনের কথা প্রকাশ করিয়া এই না-কস অকিঞ্চনকে এমন সৌভাগ্যশালী করিয়া দিলে তাহার জন্য মনে হইতেছে তোমার পায়ে পড়িয়া তোমার নফর শের আলী তাহার কৃতজ্ঞতা আর আনুগত্য প্রকাশ করে!

সেই রমণী বলিয়া উঠিল—ওর নাম হইল আমার মনের কথা প্রকাশ! ওকে মন খোলা বলে? এইসব পুরুষগুলার দুরাশার আস্পর্দ্ধার শেষ নাই!

শের আলী ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—যে মূঢ় আশা মনকে প্রলুব্ধ করিতেছে তাহারই অনুকূল কিছু বিশ্বাস না করিয়াই বা কেমন করিয়া থাকা যায়? এই যে কৌতুকময়ী যাদুগরী আমাকে দুঃখ দিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে সে যে কে তাহা জানিবার সৌভাগ্য কি আমার হইবে না? এই অবগুণ্ঠন তাহার যে মুখ……

রমণী বলিয়া উঠিল—দেখিতে নেহাৎ মন্দ নয়।

—দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে তাহা যদি আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও দেখিতে পাইতাম তবে বুঝিতে পারিতাম…

—যে আহাম্মক সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারে না সে, কেবল মুখ দেখিয়া কি বুঝিবে?

শের আলী কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া উত্তর করিল—মুখ যে অন্তরের দর্পণ, মুখের হাসি যে অন্তরের মুখর বাচাল দূত, চোখ যে হৃদয়ের অভিসার-প্রদীপ।

অবগুণ্ঠিতা রমণী আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অনুচ্ছ্বসিত গম্ভীরস্বরে বলিল—না, তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পাইবে না, কখনও আমার পরিচয় পাইবে না, কখনও আমার সম্বন্ধে এতটুকুও তথ্য জানিতে পারিবে না। আমি চিরকাল তোমার কাছে অবগুণ্ঠিতা অপরিচিতা রহস্যময়ী থাকিব।

শের আলী স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল যেন সে পাষাণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—এমন সৃষ্টিছাড়া ধারণাতীত খেয়াল কেহ কোথাও দেখে নাই, শুনে নাই। বিবি-সাহেবা, অধিক সাধ্য-সাধনা করিয়া আপনাকে বিরক্ত করা অনর্থক পণ্ডশ্রম বুঝিতে পারিতেছি। আপনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন—আপনার বাঁদী বা বান্দার নাম বলিলে আমি খুঁজিয়া আনিতে পারি।

রমণী শের আলীর অবরুদ্ধ ক্রোধ অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—তোমার নাম শের আলী ? কাবুলী ফৌজের পাঁচ-হাজারী মনসবদার ? তুমি কি এই শহরে আরও কিছু-দিন আছ ?

শের আলী রুদ্ধ স্বরে বলিল—এই-সব প্রশ্নের উত্তর লইয়া কি হইবে নিষ্ঠুর নির্মম, যখন আমার সহিত আর কখনও সাক্ষাৎ না করাই তোমার দৃঢ় সঙ্কল্প !

রমণী বলিল—তোমাকে কে বলিল যে আমি তোমার সহিত আর কখনও সাক্ষাৎ করিব না সঙ্কল্প করিয়াছি ? এই-সব হুশিয়ার লোকের আক্কেলের পুঁজি এতই বেশী যে একটুতেই সব উবিয়া মগজ একেবারে খালি হইয়া যায়। তোমার সঙ্গে কখনও দেখা না করার সঙ্কল্প ত দূরে থাক, বরং আমি তোমার সহিত আবার শীঘ্র সাক্ষাৎ করিবার জন্য এমন দৃঢ়সঙ্কল্প ও ব্যগ্র হইয়াছি যে·····

—ইয়া আল্লা ! বিবি-সাহেবা !—উহাদের পশ্চাৎ হইতে একটি রমণীকণ্ঠের বিস্ময় অকস্মাৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।—বিবি-সাহেবা, আপনার কি হইয়াছে ? ঝাড়া দুই ঘড়ি আপনাকে খুঁজিয়া ঢুঁড়িয়া তালাস করিয়া আমরা হয়রান হইয়া হালাক হইয়া গিয়াছি। এখন মেহেরবানী করিয়া বাড়ী ফিরিয়া চলুন, রাত যে কাবার হইয়া আসিল।

অবগুণ্ঠিতা রমণী বলিল—চলো যাইতেছি, আর বিলম্ব করিবার কোনো কারণ নাই।

শের আলী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—এত শীঘ্রই ? অন্ততঃ দয়া করিয়া সেই যে মধুর কথা বলিতে বলিতে বাধা পাইয়া থামিয়া গিয়াছ সেই সুদুর্লভ উক্তিটি শেষ করিয়া শুনাইয়া যাও। আমাদের পুনর্মিলনের সুখবার্ত্তা অরসিকের আগমনে বাধা পাইয়া অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। সেই শুভ-মিলন ঘটিবে কখন, কোথায়, আর কেমন করিয়া ? ওগো অদর্শনা, অপরিচিতা, আর মুহূর্ত্ত পরেই কেবল তোমার স্মৃতিটুকু ছাড়া আর সকলই ত আমার কাছে হারাইয়া যাইবে ; সেই স্মৃতির বেশী একটু আশা কি তুমি আমায় দিয়া যাইবে না ?

রমণী কৌতুকভরা শ্লেষের স্বরে বলিয়া উঠিল—হাঁ, জঙ্গী মেজাজ মোলায়েম নরম হইয়াছে দেখিতেছি !

শের আলী মিনতিব্যগ্র করুণস্বরে বলিল—আমার এই সর্ব্বনাশের সন্ধিক্ষণে হিংস্র পশুর ন্যায় শীকার লইয়া খেলা করিও না……আমি তোমাকে চিরদিনের মতন হারাইতে বসিয়াছি……আমি কেমন করিয়া তোমাকে……

—সম্ভাবনা যে একেবারে নাই এমন নয়, খুশ্‌রোজের রাত্রে এই বাড়ীতে জল্‌সার নিমন্ত্রণ তোমারও আছে আশা করি।

—তিন তিন হপ্তার সুদুঃসহ প্রতীক্ষা ! আয় খোদা, সে যে তিন শতাব্দী !

রমণী ধীর স্বরে বলিল—হ্যাঁ, হয়ত তিন হপ্তা, আর হয়ত বা কখনও না।

শের আলী কাতরস্বরে বলিল—ততদিনে ত আমি মরিয়া যাইব ; অনিশ্চয়তা আর অধীরতার উৎপীড়নে আমি মরিয়া যাইব।

রমণী ধীর স্বরে বলিল—তাহা হইলে আমার মৎলবের সমস্ত বন্দোবস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে।

শের আলী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার মৎলবের বন্দোবস্ত ?

একজন হাব্সী খোজা আসিয়া সেলাম করিয়া সংবাদ দিল—বিবি-সাহেবার শিবিকা বাগানের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

রমণী চলিয়া যায় দেখিয়া শের আলী ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল—যাইবার আগে তুমি অন্ততঃ এইটুকু বলিয়া যাও যে আমার এই সুদুঃসহ যন্ত্রণার জন্য তোমার মনে একটু করুণার উদ্রেক হইবে।

রমণী উদাসীন স্বরে বলিল—হ্যাঁ, আমার মনে হয় তোমার চিন্তায় আমার মন ভরিয়া থাকিবে।

এই কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রমণী পাল্কীর মধ্যে গিয়া বসিল। হাব্সী খোজা পাল্কীর কপাট টানিয়া দিল, উপরের রেশমী কাপড়ের ঘেরাটোপ ঝুলাইয়া দিল, এবং বেহারারা পাল্কী কাঁধে তুলিয়া হুহুঙ্কারে শের আলীর অর্দ্ধোচ্চারিত আর-একটা কি প্রশ্ন ডুবাইয়া ভাসাইয়া দিয়া ছুটিয়া অন্ধকারে গাড়ী-পাল্কীর ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শের আলী প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া যে দিকে পাল্কী তাহার অপরিচিতা হৃদয়-হরণীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। নওরজের উৎসব সমস্ত সৌন্দর্য্য হারাইয়া তাহার নিকট ম্লান বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, উৎসবমত্ত নরনারীর নৃত্যগীত কোলাহল তাহার নিকট বাতুলের কাণ্ড বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে উৎসবক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহাভিমুখে চলিল, তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হৃদয় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। আজিকার এই অসম্ভাব্য অবিশ্বাস্য আকস্মিক ব্যাপারে তাহার মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অপরিচিতা অদর্শনা তাহার হৃদয় হরণ করিয়া তাহার নিকট যে রহস্যাবৃত অপরিচিতই থাকিয়া গেল, সে তাহার কোনও পরিচয় পাইতে পারিল না, ইহাতে সে নিজেরই উপর বিরক্ত ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল। সে নিজেকে শত প্রশ্নে উদ্বেজিত করিতে লাগিল—সে কে, এমন মনোহরণ অথচ এমন অদ্ভুত? সে কি কোনও নগর-নটী? অসম্ভব। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালনে মহিমা বিচ্ছুরিত, তাহার ব্যবহার ক্ষণে নম্র ক্ষণে গর্ব্বিত, সে ভব্যতার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু সে কি চায়, তাহার উদ্দেশ্য কি? কেন সে একবার আমাকে আকর্ষণ করিয়া পরক্ষণেই আবার আমাকে প্রত্যাখ্যান পরিহার করিতেছিল? সে তাহার কি এক মৎলবের বন্দোবস্তের কথা বলিতেছিল এবং আমার সম্বন্ধে সমস্ত খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান করিতেছিল। তাহার কথার আভাসে বুঝিলাম আমার সহিত মিলন তাহার আকাঙ্ক্ষিত,

আমাদের মিলনে তাহার ভাবী আনন্দ নির্ভর করিতেছে......
কিন্তু তথাপি আমি তাহাকে কখনও আর দেখিতে পাইব না এবং কখনও তাহার পরিচয় পাইব না! সে কি শুধু আমাকে লইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেছিল? আমি কি শেষে একজন রমণীর ক্রীড়নক হইব? যদি তাহার এই মৎলব হয়, তাহা হইলে আমাকেও প্রতিহিংসা লইতে হইবে। কিন্তু কাহার উপর, কেমন করিয়া? সে হয়ত আগামী উৎসবের নিমন্ত্রণে এ বাড়ীতে আসিবেই না, আমি চিরকালের জন্য তাহার সন্ধান হারাইব......তাহা হইলে আমার দুঃখের সীমা থাকিবে না। কারণ আমি বুঝিতেছি সেই রমণী রমণীয় সুন্দরী। তাহার সুন্দর কমনীয় নমনীয় তনুলতায় কী কোমল মাদকতা! তাহার মধুর কণ্ঠস্বরে কী অপরূপ ভাব-বিকাশ! তাহার বাক্যে কী বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা! তাহার অনাবৃত করপল্লব দুটি যেন শ্বেতপদ্মের খসা দুখানি পাপ্‌ড়ি! তিন সপ্তাহ!—সে যে অফুরন্ত অনন্ত! এই দীর্ঘকাল আমি ত নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে পারিব না, প্রাণপণ করিয়া তাহাকে খুঁজিতে হইবে। কিন্তু কোথায়, কোন্ সূত্র ধরিয়া?

অফুরন্ত প্রশ্নের নিরন্তর প্রবাহে অমীমাংসার দ্বিধায় আন্দোলিত হইয়া শের আলী সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটুও ঘুমাইতে পারিল না। সে ভোর বেলা উঠিয়া অপরিচিতার সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িল।

— ২ —

শের আলী এক সপ্তাহ ধরিয়া সম্ভব অসম্ভব নানাস্থানে চেনা অচেনা নানা লোকের কাছে সেই অপরিচিতা অবগুন্ঠিতা অদর্শনা রমণীর সন্ধান করিয়া কাটাইল। দ্বিতীয় সপ্তাহে সে একেবারে হতাশ হইয়া মুষড়িয়া পড়িল। তৃতীয় সপ্তাহে সে নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল আর কতকাল সে এই ছলনাময়ী অবলার হাতে ক্রীড়নক হইয়া ফিরিবে? সে হয়ত গোপনে অদৃশ্য থাকিয়া তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার মূঢ়তায় আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

সে যখন নিতান্ত হতাশ বিরক্ত হইয়া অপরিচিতার সহিত পুনর্দ্দর্শনের আশা একেবারে ত্যাগ করিতেছিল, এমন সময় একদিন তাহাকে আবার আশার ছলনায় উদভ্রান্ত করিয়া এই চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল—

"পাঁচ-হাজারী মন্‌সব্‌দার শের আলী সাহেব আগামী বৃহস্পতিবারে নবাব সর্‌বুলন্দ খাঁর প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে রাত্রি একটার সময় বৃক্ষবাটিকায় মর্ম্মরবেদিকার নিকটে উপস্থিত থাকিবার কথা ভুলিয়া যান নাই বোধ হয়।"

এই পত্র পড়িয়া শের আলীর নির্ব্বাপিতপ্রায় আশা পুনরায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে জল্‌সার নিমন্ত্রণে গিয়া রাত্রি একটার প্রতীক্ষায় শের আলী অস্থির উৎসুক হইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উৎসব-

মজ্‌লিসে কোনোমতে অপেক্ষা করিয়া সে চঞ্চল হইয়া বাগানে প্রবেশ করিল এবং বৃক্ষবাটিকার মধ্যে মর্ম্মবেদিকার উপরে বসিয়া অভিসারিকার আগমনের ঔৎসুক্যে ও প্রণয়বেদনার অধীরতায় অন্তরে অন্তরে পীড়িত হইতে লাগিল।

দীর্ঘ এক ঘণ্টার প্রতি মুহূর্ত্ত গণিয়া গণিয়া অপেক্ষা করার পর অবশেষে সেই অবগুণ্ঠিতার আবির্ভাব হইল। সে শের আলীর সম্মুখে আসিয়া মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া তাহাকে সেলাম করিল এবং শের আলী তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলে সে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বেদীতে বসাইয়া নিজে তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিল। শের আলী তাহার মনোহারিণীর সহিত পুনর্মিলনের প্রবল আনন্দে ও ভবিষ্যতের অফুরন্ত আশায় আত্মহারা হইয়া রমণীর রমণীয় কোমল বর্তুল বাহু ঈষৎ পীড়ন করিতে করিতে তিন সপ্তাহের তাহার উদ্বেগবিহ্বল সন্ধানের দুঃখ হতাশা ভয় ও অধীরতা বর্ণনা করিতে করিতে মুখর হইয়া উঠিল।

রমণী ধীর ভাবে শুনিতে শুনিতে হঠাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—তোমার চেয়ে আমার নসিব ভালো, কারণ তোমার সম্বন্ধে আমি যাহা জানিতে চাই তাহার সমস্তই জানিতে পারিয়াছি।

শের আলী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমার সম্বন্ধে?

—বেশক্! আমি সন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে তুমি

তোমার পরিচয় আমাকে যাহা দিয়াছিলে তাহার প্রতিবর্ণ সত্য ; অধিকন্তু জানিয়াছি যে তোমার মেজাজ অতি সুন্দর, তুমি লোকপ্রিয়, তোমার উপরওয়ালারা তোমার উপর বহুত খুশী। তোমার পরিচিত লোকদের ইহাও বিশ্বাস যে তুমি ইমান্‌দার্, শুদ্ধচরিত্র, তুমি স্ত্রীলোকের ইজ্জতের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, তুমি কোনও বিষয়ে জবান দিয়া প্রাণপণে পালন করিবে।

শের আলী অপরিচিতার মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া খুশী ও লজ্জিত হইয়া বলিল—এ-সব ত প্রত্যেক ইমান্‌দার্ পুরুষের কর্ত্তব্য। ওসব কথা থাক, আমার সৌভাগ্য ও সুখের কথা হউক......তুমি কি সত্যই আমাকে মনে করিয়াছিলে ? ইহা কি সম্ভব যে আমি তোমার মনে এতটুকু ছাপ রাখিতে পারিয়াছি যাহাতে আমি আশা করিতে পারি যে আমি তোমার স্মরণের বিষয়ীভূত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি !

রমণী উদাসভাবে বলিল—হ্যাঁ আমার মৎলবের বন্দোবস্তের জন্য আমাকে তোমার কথা ভাবিতে হইয়াছিল।

শের আলী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার মৎলবের বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কি ? আমি আশা করি এইবার আমি তাহা জানিতে পারিব।... ...ওগো দয়াবতী অবগুণ্ঠিতা, বলো তোমার সেই গোপন কথাটি, যে সৌভাগ্যবানের চঞ্চল হৃদয় একমাত্র কেবল তোমার প্রণয়লাভের জন্য ব্যাকুল ও লোলুপ হইয়া ধক্‌ধক্ করিতেছে এবং তোমার যে-পূজারী

তোমার একটি আদেশের প্রতীক্ষায় নিজেকে চিরতরে তোমার চরণতলে উৎসর্গ করিয়া দিতে উৎসুক হইয়া আছে, তাহাকে সেই তোমার গোপন কথাটি বিশ্বাস করিয়া শুনাও।

অবগুণ্ঠিতা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল—আফ্‌শোষ!

শের আলী নির্ব্বাক্‌। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—অয়ি অবিজ্ঞেয়া, আমাকে লইয়া এই নিষ্ঠুর খেলা আর খেলিও না। একক্ষণে দয়ায় প্রলুব্ধ করিয়া উচ্চে তুলিয়া পরক্ষণে অবহেলায় নীচে ফেলিয়া সন্দেহ-দোলায় আমাকে দোল খাওয়াইও না। নওরোজের উৎসব যে নয়া নসিব দিয়া আমাকে সৌভাগ্যবান্‌ করিয়াছে, নিষ্ঠুর নিয়তির ন্যায় তুমি তাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইও না; আজ যদি তোমার পরিচয় না পাই, তবে এ জীবনে সে সুযোগ আর কখনও মিলিবে না। অতএব আমি তোমাকে কিছুতেই হারাইতে পারিব না,—আমি তোমার ছায়ার মতন, দুঃস্বপ্নের মতন, দুর্ভাবনার মতন, পায়ের কাঁটার মতন, পূর্ব্বজন্মের অভিশাপের মতন, ভাবী জন্মের অদৃষ্টের মতন তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে পীড়া দিয়া ফিরিব; এবং তুমি আমার হৃদয়, আমার জীবন, আমার আশা, আমার আকাঙ্ক্ষা তোমার চরণতল হইতে তুলিয়া গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত আমি তোমাকে অব্যাহতি দিব না। অতএব তুমি আমাকে বলো—আমাকে লইয়া 'কি খেলা খেলাবে ওগো পরাণপ্রিয়!'

রমণী বলিয়া উঠিল—না, না, না, তোমার বুদ্ধি বিবেচনা

সতর্ক সাবধানতা সম্বন্ধে আরো পরিচয় না পাইয়া আমি আমার মৎলব প্রকাশ করিতে পরিব না। কতকগুলি সর্ত্ত তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে এবং তোমার ইমানের জবান আমাকে বাক্যে ও লেখাপড়া করিয়া তোমার সই দস্তখত শীলমোহর করিয়া দিতে হইবে। তার পরে......

প্রণয়-নিবেদনের মধ্যে ব্যবসাদারী লেখা-পড়া দলিল-দস্তাবেজের কথা এবং মহাজনী কারবারের পরম সাবধানতা দেখিয়া এবং সুরাস্রোতের টলটলায়মান নাচের মজ্‌লিস হইতে পলাতকা অভিসারিকার মুখে ইমান ও ইজ্জতের কথা শুনিয়া শের আলী বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়া রমণীর কথার মাঝ-খানে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—আমার ইমান! আমার জবান! আমার দস্তখৎ!

সে উৎসুক দৃষ্টিতে তাহার সঙ্গিনীর দিকে চাহিল, বুঝিতে পারিল সে তাহার ইঙ্গিতের তিরস্কারে কুণ্ঠিত চিন্তিত হইয়াছে, তাহার মনের চাপা উত্তেজনায় তাহার বক্ষ কম্পিত হইতেছে এবং সে কল্পনায় অনুভব করিতে লাগিল তাহার সঙ্গিনীর সুন্দর মুখ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে লজ্জায় কুণ্ঠায় লালিম হইয়া উঠিয়াছে। রমণীও সন্দেহ ও দ্বিধাভরে শের আলীর মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিল।

শের আলী অনুভব ও অনুমান করিল যে তাহার সঙ্গিনীর বর্ত্তমান দ্বিধার অবস্থায়, তাহাকে আর একটু পীড়াপীড়ি করিলেই সে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাই এই পরম সুযোগ

কাজে লাগাইবার আগ্রহে সে ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল—মনোহারিণী রহস্যময়ী, তোমার যাহা আদেশ তাহা আমি সমস্তই কবুল করিতেছি এবং গত মিলনের রজনীতে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি আমি তোমার আজ্ঞাবহ অনুগত বিনীত সাবধানী ভৃত্য হইয়া আমার জীবন মন হৃদয় দেহ তোমার চরণে সমর্পণ করিব। আমি না জানিয়া না শুনিয়া তোমার সকল সর্ত আগে হইতেই স্বীকার করিতেছি যদি তুমি অঙ্গীকার করো তাহার পরিবর্তে তোমার সহিত পুনর্মিলনের মধুর আশার দুর্লভ আনন্দ লাভ করিবার সুযোগ আমাকে দিবে এবং যে মনোরমাকে আমার লোলুপ বাহুপাশ......

রমণী অন্যমনস্কভাবে যেন তাহার নিজের মনের চিন্তা-রহস্যের মীমাংসা-স্বরূপ বলিয়া উঠিল—তাহাই হইবে।

কিন্তু শের আলী সেই বাক্যমাত্র শুনিয়া তাহারই কথার জবাব মনে করিয়া এমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে তাহার বুদ্ধি বিবেচনা সব লোপ পাইয়া গেল। সে আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল—আয় হুরী, আয় ফেরেশ্তা, এ কী খুশীর বাত! ওগো অদর্শনা, চলো আমরা এখান হইতে যাই, এমন কোনো জায়গায় চলো বা আমায় লইয়া যাইতে দাও যেখানে আমার সুখ ও আনন্দ পরিপূর্ণতার চরম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিবে; সেখানে তোমার চন্দ্রমুখের উপর করাল কুশ্রী রাহু-গ্রাসের মতন নীল ওড়নার অবগুণ্ঠন-যবনিকা অপসারণ

করিবার অনুমতি লাভ করিব এবং পীড়িত প্রণয়ীর শেষ ঋণ পরিশোধ করিয়াও ধন্য কৃতার্থ হইব।

শের আলী কথা বলিতে বলিতে রমণীকে বাহুবেষ্টনে কোমলভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধীরে নিজের অঙ্গের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করিল; কিন্তু রমণী তৎক্ষণাৎ নিজের দেহ সঙ্কুচিত করিয়া নিজেকে শের আলীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া শের আলীর হাত সরাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং তাহার স্বাভাবিক গর্ব্বিত মহীয়সী ভঙ্গিতে গ্রীবা বক্র করিয়া ধীর শান্ত স্বরে বলিল—শের আলী সাহেব, তোমার অদ্ভুত ভুল হইয়াছে; তোমার হঠকারিতা অভদ্র আচরণ এবং অশ্রাব্য প্রলাপ আমাকে আঘাত করিতেছে, ব্যথা দিতেছে। আমাকে বিশ্বাস করো, তুমি আমাকে যাহা বলিয়া ভাবিতে সাহস করিয়াছ আমি তাহা নই, আমি অধিকতর আব্রু অধিকতর ইজ্জত অধিকতর সংযম তোমার নিকট হইতে পাইবার দাবী রাখি। তোমার এই প্রথম অপরাধ আমি অগ্রাহ্য করিতেছি, কারণ আমি বুঝিতে পারিতেছি যে আমার নিজের অদ্ভুত ব্যবহার ও আচরণ তোমাকে পথভ্রান্ত করিয়াছে; কিন্তু আমি যাহা তোমাকে বলিব তাহা তোমাকে করিতে হইবে; কাল তুমি আমার নিকট হইতে সংবাদ পাইবে এবং তুমি জানিতে পারিবে কি কি সর্ত্তে তোমাকে কি করিতে হইবে; ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে ধৈর্য্য ধরিয়া সংযত হইয়া থাকিতে হইবে।

এই কথা বলিতে বলিতে রমণী অন্ধকার বৃক্ষচ্ছায়ায় অপসৃত লুক্কায়িত হইয়া পড়িল; কিন্তু শের আলী তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতে লাগিল—না না, এমন করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে দিব না, আমাকে এমন করিয়া ফেলিয়া পালাইও না। ওগো নিষ্ঠুর নারী, আমার হৃদয় হরণ করিয়া আমার কামনায় আগুন লাগাইয়া আমাকে এমন করিয়া পরিত্যাগ করিতে পাইবে না।

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমার পাল্কী আসিয়াছে কি না দেখ।

রমণীর কণ্ঠে গম্ভীর আদেশের স্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

শের আলী রমণীর হাত ধরিয়া অনেক বিলাপ প্রলাপ কাকুতি মিনতি করিল; কিন্তু রমণী অটল।

যেন অন্ধকার হইতে খানিকটা জমাট অন্ধকার বিচ্ছিন্ন হইয়া মূর্ত্তি ধরিয়া সেখানে আবির্ভূত হইল,—রমণীর হাবসী বান্দা অন্ধকার হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—হুজুর, পাল্কী হাজির।

রমণী চলিয়া যাইতে যাইতে শের আলীকে বলিল—কাল পর্য্যন্ত বিদায়। আমার অঙ্গীকারের উপর তুমি নির্ভর করিতে পারো।

শের আলী ব্যগ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল—তোমাকে তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবার হুকুম আমাকে করো।

রমণী পাল্কীতে উঠিয়াই বান্দাকে হুকুম দিল—পাল্কী উঠাও।

তাহার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল—পাল্কীর রক্ত-যবনিকা ঝুলিয়া পড়িয়া শের আলীর দৃষ্টি হইতে রমণীর রমণীয় মূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলিল এবং শের আলীর চক্ষুর সম্মুখ দিয়া দরিদ্রের আশার মতন পাল্কী দূরে ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া গেল।

— ৩ —

শের আলী যে অসহ্য অধীরতার সহিত প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল তাহা প্রকাশ করা অপেক্ষা অনুভব করা সহজ। অদর্শনা অপরিচিতার নিকট হইতে পত্র পাইবার প্রত্যাশায় সে ছট্‌ফট করিয়া প্রহরে শতেকবার ঘর ও বাহির করিতেছিল। অবশেষে তাহার ভৃত্য তাহার হস্তে একখানি জাফ্‌রান্‌-রঙা গোলাপী-আতর-বাসিত পত্র আনিয়া দিল। তখন তাহার আনন্দ দরিদ্রের নিধি-লাভের ন্যায় সাগরের চন্দ্র-দর্শনের ন্যায় উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পত্র পড়িয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পত্রে লেখা ছিল—

"গত কল্য কাবুলী ফৌজের পাঁচ-হাজারী মন্‌সব্‌দার শের আলী সাহেব নবাব সর্‌বুলন্দ্‌ খাঁর বাগানে হঠাৎ-দৃষ্ট অবগুণ্ঠিতা অদর্শনার পুনর্দ্দর্শনের জন্য বিশেষ উৎসুক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অনুগ্রহ লাভের জন্য তিনি সেই অপরিচিতার পদতলে তাঁহার সর্ব্বস্ব বলি দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এই

অনুগ্রহের নিষ্ক্রয়-স্বরূপ অপরিচিতা যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে তাহাই প্রদান করিতে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন।

"যে অনুগ্রহ তিনি অধীর ব্যাকুল হইয়া বারংবার প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা লাভ করিবার সর্ত্ত এই—

"১। আগামী কল্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার গৃহে তিনি অপেক্ষা করিবেন। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট একজন বিশ্বস্ত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং তাঁহাকে একখানি ভাড়াটিয়া একায় করিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষিতা অপরিচিতার সহিত পুণর্মিলনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে, কেবল আসিবার পূর্ব্বে শের আলী সাহেবের চোখের উপর কোমল রেশমের দামী কাপড়ের পটী বাঁধিয়া দিবে।

"২। তিনি তাঁহার পরিচালককে কোনও প্রশ্ন করিবার অথবা ঘুষ দিয়া বশ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন, কারণ তাঁহার সে-সব চেষ্টা নিরর্থক ব্যর্থ পণ্ডশ্রম হইবে। তিনি ধীর ও অনুগতভাবে তাঁহার পরিচালকের সকল উপদেশ মান্য করিয়া তদনুসারে চলিবেন।

"৩। তিনি কোনোরূপ শোরগোল করিবেন না এবং কুৎসা প্রচার করিবেন না। অদর্শনা অবগুণ্ঠিতার অবগুণ্ঠন যেস্থানে যে অবস্থায় উন্মোচিত অপসারিত হইবে তাহার সম্বন্ধে তিনি কোনো আপত্তি করিবেন না এবং এই মিলনের গভীর গোপন রহস্য সম্বন্ধে বৃথা প্রশ্ন করিয়া রসভঙ্গ করিবেন না।

"৪। পরদিন প্রত্যুষে যখন তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত পরিচালক

তাঁহাকে গত রাত্রির ন্যায় বদ্ধদৃষ্টি করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য লইয়া যাইবে, তখন তিনি কোথায় আসিয়াছেন, কোন্ পথ দিয়া যাইতেছেন, কাহার নিকট আসিয়াছিলেন ইত্যাদি জানিবার জন্য বৃথা কৌতূহল প্রকাশ করিবেন না। যতটুকু তাঁহার জানিবার ততটুকু তাঁহাকে জানানো হইবে।

"৫। যদি শের আলী সাহেব এই-সব সর্ত্ত স্বীকার করেন, তাহা হইলে এই দলিলের নীচে তাঁহার কবুল জবাব লিখিয়া দিয়া সহি মোহর করিয়া দিবেন, এবং একখানি খামে ভরিয়া তাঁহার সদর দরজার পাশের কুলুঙ্গিতে রাখিয়া দিবেন, অপরিচিতা অদর্শনা তাহা আনাইয়া লইবেন।"

শের আলী এই অসাধারণ অদ্ভুত দলিলের সর্ত্ত পাঠ করিয়া সীমাতীত বিস্ময়ের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া গেল এবং সহস্র বিরুদ্ধ ভাব-সংঘাতে তাহার চিত্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। অপরিচিতার এই অতি-সাবধান মিলন-আয়োজনের ব্যবস্থার সহিত তাহার সব-খোয়ানো প্রণয়ের উন্মত্ত ব্যাকুলতার বিশেষ গরমিল ঘটিতেছিল। সেই অপরিচিতার মহিমান্বিত আচরণ ও গর্ব্বিত সংযমের সহিত এই গোপন অভিসার-মিলনের মিল ঘটাইতে না পারিয়া শের আলী বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

শের আলী বারংবার নিজেকে বলিতে লাগিল যে এরূপ এক-তরফা সর্ত্তে রাজী হওয়া নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার এক-শেষ হইবে, এবং অনিশ্চিত আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান হওয়া

বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। কিন্তু তখনই সেই সুন্দরী অবগুণ্ঠিতার সুঠাম সুশোভন মনোহর তনুলতা তাহার মানস-দৃষ্টিতে আবির্ভূত হইল, সেই সুন্দরীর গর্ব্বিত কঠিনতা ও গোপন রহস্যময়তার দুর্ব্বলতা পরস্পরের বিরুদ্ধতায় তাহাকে মুগ্ধ করিতে লাগিল; এই-সমস্ত ব্যাপারের মনোহারিত্ব ও কল্পনাময়তা তাহার কৌতূহল উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল এবং সর্ব্বোপরি তাহার পৌরুষ ও সাহসের গর্ব্ব সেই অপরিচিতার অভিসারে যাইবার জন্য তাহাকে অতিষ্ঠ উৎপীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। এক-একবার তাহার মনে হইতেছিল এইরূপ এক-তরফা সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া অন্ধের মতন অপরিচয়ের অন্ধকার গহ্বরে অরক্ষিত অবস্থায় ঝাঁপ দেওয়াতে তাহার জীবনকে অনাবশ্যক বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তোলা হইবে। কিন্তু এই বিপদের সম্ভাবনাই তাহার সাহসিক মনকে অধিক আকর্ষণ করিতেছিল।

শের আলী আপন মনে বলিয়া উঠিল—না, এখন ফেরা কিছুতেই চলিবে না। অমন মহামূল্য পুরস্কার লাভ করিতে হইলে বিপদের সম্ভবনাকে ভয় করিলে চলিবে না।

শের আলী কলম লইয়া পত্রের পাদদেশে লিখিল—

"আমি সমস্ত সর্ত্ত পালন করিতে স্বীকার করিতেছি এবং আমার ইমান ও ইজ্জত জামিন রাখিতেছি। আমি কেবল আমার সঙ্গে তরোয়াল লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

শের আলী।"

পরদিন শের আলীর নিকট আর-এক পত্র আসিল—

"শের আলী সাহেব তরোয়াল লইয়া আসিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার দেহের জীবনের বা ইমান ইজ্জতের কোনোরূপ বিঘ্নের ভয় করিবার কারণ নাই।"

আর কখনো কাহারো কাছে দিন এত দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় নাই। অনেক প্রতীক্ষার পর সূর্য্য অস্ত গেল; তবু রাত আসে না। রাত্রি হইল; কিন্তু দ্বিপ্রহরের তখনও অনেক দেরী। শের আলী তাহার সেরা পোষাক পরিয়া ঝাড়া দুই ঘণ্টা নিজের ঘরে পাইচারি করার পর তাহার দরজায় গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ শুনিতে পাইল। আনন্দে ও অধীরতায় তাহার প্রাণ যেন লাফ দিয়া দেহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতে চাহিল। সে তাহার কোমরবন্দে লম্বিত তরোয়াল বাঁ হাতে তুলিয়া ধরিয়া এক এক লাফে দুই তিন সিঁড়ি পার হইয়া নীচে নামিয়া গেল। নীচে গিয়া দেখিল অপরিচিতার হাবসী বান্দা গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সে নম্র কায়দা-দুরুস্ত ভাবে সেলাম করিয়া শের আলীকে গাড়ীতে চড়িতে ইঙ্গিত করিল, এবং ভাঙা ভাঙা উর্দ্দুতে সম্ভ্রমের সহিত শের আলীর চোখে পটী বাঁধিয়া দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল।

শের আলী কিছুমাত্র আপত্তি করিল না।

খানিকক্ষণ বহু মোড় ঘুরিয়া কতক দূর যাওয়ার পর হাবসী গাড়ওয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিল, এবং শের আলীর

হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল। কয়েক কদম চলিবার পর তাহারা এক বাড়ীর সদর দরজার ধাপে উঠিতে লাগিল। শের আলী গন্ধের অনুভবে বুঝিল সে গাড়ী হইতে নামিয়া একটি ছোট বাগানের মধ্যেকার পথ দিয়া কোনো বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে। সদর দরজার পর আরো কয়েকটা দরজার চৌকাট পার হইয়া শের আলী সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিতে লাগিল; তাহাতে সে বুঝিতে পারিল চারটি ঘর পার হইয়া তার পর সিঁড়ি দিয়া তাহারা উপরে উঠিতেছে। উপরে উঠিয়া শের আলী অনুভব করিতে লাগিল সে একটা সুসজ্জিত বড় ঘরের মধ্য দিয়া আসবাবপত্রের ধাক্কা বাঁচাইয়া নীত হইতেছে; সেই ঘর উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা যে ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল সেই ঘরটি মৃদু খুশবুতে ভুরভুর। এই ঘরে প্রবেশ করিবার পর তাহার চোখের রেশমী পটী খুলিয়া দেওয়া হইল; দৃষ্টির বাধা অপসৃত হইবামাত্র সে তাহার চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া আগ্রহভরে দেখিয়া লইল সে কোথায় আসিয়াছে, তাহার আকাঙ্ক্ষিতা কোথায়? সে দেখিল—সে একটা অন্ধকার ঘরে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার একান্তে একটি মুক্ত দ্বার দিয়া অপর একটি স্তিমিত-আলোক অর্দ্ধপ্রকাশিত সুসজ্জিত কক্ষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে; মুক্ত দ্বার দিয়া দেখা যাইতেছে একটি শ্বেত-পাথরের খোদাই-করা স্তম্ভের উপর একটি শ্বেত-পাথরের প্রদীপ রূপসীর রসাবেশ-মুকুলিত নয়নের ন্যায় স্নিগ্ধ বিভায় জ্বলিতেছে।

হাব্‌সী বান্দা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদু স্বরে বলিল—ইমান্‌দারী, হুশিয়ারী, খামুশ!

এবং তাহার পর সেই অন্ধকারমূর্ত্তি ঘরের অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল।

শের আলী তাড়াতাড়ি কোমরবন্দ খুলিয়া তরোয়াল সেই অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দিয়া দ্রুত ব্যগ্রপদে সেই অল্প-আলোকিত কক্ষে প্রবেশ করিল। একটি রমণী,—তাহার অপরিচিতা অদর্শনা অবগুণ্ঠিতা প্রণয়িনী—আগের মতন ওড়নার ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া একটি গজদন্ত-নির্ম্মিত জহরাত-খচিত পালঙ্কের উপর মখ্‌মলের শয্যায় কিংখাবের তাকিয়ায় ভর করিয়া হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছে!

শের আলী তাহার আরাধিতা বন্দিতার চরণতলে বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—খুশ নশিব! আমি আজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখী। কিন্তু এখনো কেন তোমার মুখ আমার দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছ? তোমার করুণার দোহাই, আর রহস্যে নিজেকে আবৃত করিয়া রাখিও না, তোমার অবগুণ্ঠন মোচন করো!

এই কথা বলিতে বলিতে শের আলী তাহার অধীর হস্ত উত্তোলন করিল। কোনো প্রতিবন্ধক তাহাকে বাধা দিল না, কিন্তু অবগুণ্ঠন অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের প্রদীপটি অদৃশ্য কাহার মৃদু ফুৎকারে নিবিয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মতন সুখমিলনের শুভরাত্রি অবসান হইয়া গেল।

অতি প্রত্যূষে উষার আগমনের পূর্ব্বাভাস যখন মুক্ত বাতায়ন-পথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাত্রির গোপন রহস্যময় অন্ধকারকে ঈষৎ তরল করিয়া তুলিল, তখন শের আলী মোরগের ডাকে চেতনালাভ করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল তাহার অপরিচিতা পরিচয় না দিয়াই অদর্শন হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার শয্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিতেছে হাব্‌সী বান্দা! তাহার দিকে শের আলী চোখ ফিরাইতেই সে সসম্মানে বিনীতভাবে শের আলীর চোখের উপর পটী বাঁধিবার এবং শের আলীকে বাহিরে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল।

শের আলী ব্যথিত ও বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না, আমি তাহাকে না দেখিয়া কিছুতেই যাইব না··· যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি······

রমণীর রমণীয় কোমল মৃদুস্বর তাহার কথায় বাধা দিয়া পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল—ইমানদারো হুশিয়ারী খামুশ!

শের আলী তাড়িত-স্পৃষ্টের ন্যায় তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে ফিরিয়া সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীকে ধরিতে গিয়া দেখিল সেখানে মর্ম্মর-পাষাণের কঠিন দেওয়াল ছাড়া আর কিছু নাই। সে সেই দেওয়ালের উপর অন্ধের মতন হাত বুলাইতে বুলাইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া একটি বিপরীত-পৃষ্ঠে বদ্ধ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বুঝিতে পারিল সেই রুদ্ধদ্বারের ওপারে একটি সঞ্চারিণী দীপশিখা দূরে অপসৃত হইয়া যাইতেছে। শের

আলী আহত উন্মত্তের ন্যায় ক্ষুব্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—নিষ্ঠুর, এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াও, একটি কথা......

হাব্‌সী গম্ভীর দৃঢ়ভাবে মৃদুস্বরে বলিল—ইমান্‌দারী, হুশিয়ারী, খামুশ!

শের আলী বিষণ্ণ হতাশ কাতরভাবে বলিল—হাঁ, আমি ইমানের প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ, আমি নিরস্ত হইতেছি···আমি এইটুকু কেবল আশা করি আমি যেমন আমার ইমানের বন্ধন স্বীকার করিয়া লইলাম, অপর পক্ষও তেমনই তাহার কথার সম্মান ও বিশ্বাস রক্ষা করিবে!

শের আলীর চোখে পটী বাঁধা হইল এবং সে হাব্‌সী পরিচালকের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া ঘরের পর ঘর পার হইয়া, হেনা-চামেলীর গন্ধবিধুর বাগানের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে চড়িল। শীঘ্রই সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। তাহার নির্জ্জন গৃহে একমাত্র সঙ্গী স্মৃতির সহিত তাহার জীবনের এই পরম রজনীর সুধা-বিষে মেশা আনন্দ-দুঃখভরা ব্যাপারের আলোচনা করিতে করিতে তাহার মনে হইতেছিল—এই সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম! সে এই সুখমধুর স্বপ্নকে আরো কিছুক্ষণ উপভোগ করিবার আশায় শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

— ৪ —

দিনের পর দিন করিয়া এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু শের আলী তাহার অপরিচিতা অদর্শনা প্রণয়িনীর কোনোই সংবাদ পাইল না। ইহাতে তাহার যে উদ্বেগ ও দুঃখ বোধ হইতে লাগিল তাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু সেই রহস্যময়ী তাহার দুঃখ বিমোচনের কোনোই ব্যবস্থা করিল না। শের আলীর মন ক্রমাগত সেই স্বপ্নের মতন অনিশ্চিত ও অবিশ্বাস্য ব্যাপারের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে ক্লান্ত অধীর হইয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—শেষকালে কি একটা চঞ্চলচিত্তা অসচ্চরিত্রা রমণী আমার একনিষ্ঠতা কর্তব্য-বোধ ও ইমানের সুযোগ লইয়া নিজের একটা কুৎসিত খেয়াল চরিতার্থ করিয়া লইল? না, না, এরূপ চিন্তায় তাহার প্রতি অন্যায় করা হইবে, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে। আ[illegible]
মনে
এখনো আমার বুকের উপর তাহার ভয়কম্পিত বক্ষের [illegible]
ব্যাঘাত
অনুভব করিতেছি।......ওগো আমার প্রেয়সী, আমার
বলকে
হইতে কেন তুমি পলাইয়া বেড়াইতেছ? কেন [illegible]
নের
আনন্দের সৌভাগ্যের মণি-মিনারের উচ্চ চূড়ায় তুলিয়া অ[illegible]
।
ধরণীর ধূলায় নিক্ষেপ করিতেছ? যে ক্ষণকাল তোমার স[illegible]
সুখে যাপন করিবার আমার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তাহাতে
ত আমি আমার সমস্ত জীবন মন হারাইয়া ফেলিয়াছি; ইহা কি

সম্ভব যে সেই পরিচয়পত্রের প্রভাব তোমার জীবনে মনে একটুও রেখাপাত করিতে পারে নাই ?

শের আলী যখন এইরূপে তাহার অদর্শনা প্রেয়সীর সহিত মানসলোকে বিচরণ করিতে করিতে অন্তরবেদনা নিবেদন করিতেছিল তখন তাহার মিনতির প্রত্যুত্তরের ন্যায় একটি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। শের আলী পত্র-লেখিকার হস্তাক্ষর চিনিতে পারিয়া আনন্দ-কম্পিত হস্তে খামের মোহর ভাঙিয়া খাম খুলিয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল—

"কল্পনা মোহ মিথ্যা। আশা ছলনা মাত্র। সত্য কঠিন নিষ্করুণ। তুমি নিজেকে জয়ী মনে করিতেছ, কিন্তু বাস্তবিক তুমি বিজিত ; একজন অবলা রমণীর উপর তোমার অনিবার্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়া তুমি তাহাকে বশ করিয়াছ বলিয়া যে আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্ব তোমার মনে আবির্ভূত হইয়াছে তাহা মিথ্যা মোহ কল্পনা মাত্র ; তুমি দুর্ব্বল কামনা-পরবশ তাহার একজন অপরিচিতা রমণীর হুকুম মাত্র তামিল করিয়াছ। দুঃখভরা যে অপরিচিতাকে জানিবার জন্য এবং অদর্শনাকে হইতেছিল জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছ, সেই অবলার সে এই তোমার প্রবল ভাবাবেশ বিস্তার করিয়া তাহাকে অধিকতর আশায় ও বশীভূত করিবার দুরাশা পোষণ করিতেছ, তুমি রমণীর চিত্তের উপর তোমার প্রণয়-সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য আকাশ-দুর্গ রচনা করিতেছ, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা মাত্র নাই, সে দিন তোমার জীবনে কখনো আসিবে না,

তোমার ও তাহার মধ্যে কোনো সম্পর্কের সংযোগ আর থাকিবে না।

"যাহাই হউক, যে নিষ্ঠা ও ভব্যতার সহিত তুমি অপরিচিতার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছ তাহা আমার নিকট কিঞ্চিৎ পুরস্কার লাভের যোগ্য। তুমি আমার যে মংলবের বন্দোবস্তের কথা জানিবার জন্য উৎসুক কৌতুহলী হইয়াছিলে তাহা তোমাকে বিশ্বাস করিয়া জনাইব এবং আমার যে আচরণ তোমার চক্ষে বিসদৃশ অদ্ভুত বলিয়া ঠেকিতেছে তাহা তোমাকে বিশদ করিয়া বুঝাইব; ইহা ভিন্ন আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎকৃষ্টতর উপায় আর আমি খুঁজিয়া পাইলাম না; আমার বিশ্বাস, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আমাকে কখনো অনুতাপ করিতে হইবে না।

"একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির এক জানোয়ারের সহিত আমার বিবাহের ফলে আমি যৌতুক লাভ করিয়াছিলাম দুঃখ অপমান নিষ্ঠুরতা আঘাত অন্যায়; উদ্বাহবন্ধন আমার ভাগ্যে উদ্বন্ধনে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই নাগপাশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, যে বন্ধন দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করে, প্রবলকে সমর্থন করে, এবং অন্যায়কে প্রবর্দ্ধিত করে, সেই বন্ধনের উপর অদম্য বিরাগ ও ঘৃণা আমার মনকে ভরিয়া তুলিয়াছিল। আমার পঁচিশ বৎসর বয়সে ভরা যৌবনে বুকভরা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার দুর্নিবার বেদনা লইয়া যখন আমি নিজেকে মুক্ত স্বাধীন ধনৈশ্বর্য্যের অধীশ্বরী স্বয়ংপ্রভু দেখিলাম, তখন আমি

শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এ জীবনে আর কখনো বন্ধন স্বীকার করিব না; আমরণ স্বাধীন স্বয়ংপ্রভু থাকিব। কিন্তু আমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম যে আমার এই স্বাধীনতা প্রকৃতির মধুরতম সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে অগ্নি-মূল্যে আমি ক্রয় করিতেছি। যখন আমি আমার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, আমি দেখিলাম আমার ঐশ্বর্য্য আছে কিন্তু ভোগ করিবার কেহ নাই; আমার অতৃপ্ত বক্ষে স্নেহ প্রেম পুঞ্জিত হইয়া আছে, কিন্তু এমন কোনো লোক নাই যাহাকে যত্ন মমতা দেখাইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি; বুকভরা আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু আমাকে ভালোবাসিয়া বলিবার কেহ কেহ নাই ওগো তোমায় ভালোবাসি। আমার এই বন্ধ্য নিষ্ফল জীবন আমাকে ধিক্কার দিয়া পীড়া দিতে লাগিল, সন্তানহীনা বন্ধ্যানারীর জীবন অভিশাপের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহা আমার জীবনের প্রধান অসহ্য দুঃখ হইয়া উঠিল! আমার ধমনীর তাতারী রক্ত উষ্ণ প্রস্রবণের ন্যায় উৎসারিত হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার বাসনা উদ্দাম হইয়া উঠিল। এর বেশী আমি আর কি বলিতে পারি? তপ্ত তরল চিনির রস যেমন ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধিয়া মিশ্রীতে পরিণত হয়, আমার সেই অস্পষ্ট বাসনা ক্রমেই সুস্পষ্ট আকার লাভ করিল—আমি এই অদ্ভুত মৎলব স্থির করিলাম যে আমি মাতৃত্বের অনুপম আনন্দ লাভ করিব, কিন্তু কোনও ঘৃণ্য বন্ধন স্বীকার করিব না।...আমার এই অপূর্ব্ব সঙ্কল্পের কথা

শুনিয়া আমাকে দৃঢ়চিত্তা শক্তিশালিনী রমণী মনে করিও না, মনে করিও না যে সামাজিক সমস্ত বিধি-বন্ধনকেই আমি কুসংস্কার বলিয়া অবহেলা অগ্রাহ্য করিতে পারি। না, সামাজিক সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চিরাগত বিধি-নিষেধকে আমি যথেষ্ট সম্মানের সহিত স্বীকার করি। কিন্তু এই একবার মাত্র আমি সামাজিক একটি বিধি লঙ্ঘন ও ভঙ্গ করিতে সাহস করিয়াছি —আমাকে বিশ্বাস করো—এই একবার মাত্র একটি মাত্র বিধি অমান্য করিয়াছি, বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া প্রবল কারণের তাড়নে।

"আমার মৎলব প্রথমে ভয়ে ভয়ে কম্পিত চরণে আমার মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছিল, কিন্তু শীঘ্রই সে আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া জুড়িয়া বসিল; আমি স্বীকার করিতেছি যে আমার সেই মৎলবের মোহিনী মূর্তি ঘিরিয়া কবিত্ব-মাধুর্যের যে প্রভামণ্ডল মোহ বিস্তার করিতেছিল তাহা তাহাকে আমার চক্ষে অধিকতর লোভনীয় রূপে প্রতিভাত করিয়া তুলিল। শীঘ্রই এই মৎলব হাসিল্ করিয়া তুলিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাকে পাইয়া বসিল। সৌভাগ্যক্রমে সরবুলন্দ্ খাঁর প্রাসাদে নাচগানের মজ্‌লিসে শত শত পুরুষের জনতার মধ্যে তোমাকে দেখিতে পাইলাম; তোমার এমন একটি বিশেষত্ব আমার নজরে লাগিল যে সকল পুরুষ হইতে তোমাকে পৃথক্ স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইল। আমার বাঁদী ও বান্দাকে তোমার গতিবিধি পাহারা দিবার জন্য হুকুম দিলাম। আগ্রার সমস্ত

রইসের ভিড়ের মধ্যে দেখিলাম তুমিই আমার মৎলব হাসিলের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। তোমার সহিত মিলনের অদম্য আগ্রহে আমি অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই খবর পাইলাম তুমি জল্‌সার সভা ত্যাগ করিয়া একাকী প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছ। আমি তৎক্ষণাৎ তোমার অনুসরণ করিয়া অতি সহজেই তোমাকে জয় করিতে পারিলাম। তাহার পর কেমন করিয়া আমার মৎলব তোমাকে দিয়া হাসিল্ করাইয়া লইলাম তাহা তুমি জানো। আমার জীবনের প্রধান সুখের অভাব পরিপূরণের জন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার নিকট নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিব না এবং তোমাকে আমার স্মৃতি হইতে অপহৃত করিয়া ফেলিব; কিন্তু পরে আমার মনে হইল তোমার নিকট এই রহস্য ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। যদি আমার আশা পূর্ণ হয় এবং আমার মাতৃ-বাৎসল্যের পাত্রটি বড় হইয়া আত্মনির্ভরক্ষম হইবার পূর্ব্বেই আমি মৃত্যুমুখে পতিত হই, তাহা হইলে তাহার জীবন চরিত্র ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার স্বাভাবিক অধিকার যাহার তাহার সহিত অসহায় শিশুর পরিচয়ের পথ মুক্ত করিয়া রাখা আমার কর্ত্তব্য।

"তোমার কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের আহ্বানে তুমি যেখানেই থাকো না কেন, যখন সময় আসিবে তখন যথাকালে তুমি একটি আংটির অর্দ্ধেক ভাঙা টুক্‌রা পাইবে; সেই টুক্‌রার গায়ে

তোমার ঔরসজাত সন্তানের জন্মতারিখ খোদাই করা থাকিবে এবং সেই আংটিতে যদি হীরা বসানো থাকে তাহা হইলে তুমি বুঝিবে যে পুত্রসন্তান হইয়াছে, এবং চুনী বসানো দেখিলে বুঝিবে যে কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে। এই আংটির অপরার্দ্ধ আমার মৃত্যুর সময়ে আমার সন্তানকে দিয়া যাইব এবং তোমার পরিচয় ও তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সমস্ত সুলুক-সন্ধান তাহার নিকট রাখিয়া যাইব। অলক্ষিত অদর্শন থাকিয়া নিরন্তর তোমার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিব, তুমি নিরুদ্দেশ হইয়া হারাইয়া যাইতে পারিবে না। যখন ভাঙা আংটির দ্বিতীয়ার্দ্ধ তোমার হাতে পৌঁছিবে তখন পূর্ব্বপ্রেরিত অপরার্দ্ধের সহিত মিলাইয়া তুমি সেই আহ্বানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে; তুমি বুঝিতে পারিবে যে তোমার সন্তান মাতৃহীন হইয়া তাহার জনকের পিতৃত্ব প্রার্থনা করিতেছে। আমি তোমাকে যে-সব কারণে শ্রদ্ধা করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি অসহায় শিশুর সেই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইবে না।

"বিদায় বন্ধু, বিদায় হে একরাত্রির অতিথি! বিদায়; ইহ জীবনের জন্য বিদায়! খোদা হাফিজ! আমাকে সন্ধান করিবার চেষ্টা করিও না, নিরর্থক পণ্ডশ্রম হইবে, কারণ অল্পদিনের মধ্যেই আমি দূরে সুদূরে পলায়ন করিব। এই অদ্ভুত খেয়ালী রমণীকে তুমি ভুলিয়া যাইও, সে তোমার অপরিচিতা, অবিজ্ঞেয়া হইয়াই থাকিবে। একরাত্রির স্বপ্ন-কথা ভুলিয়া

যাইও, সে স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি হইবে না। সুখী হও, তুমি সুখে থাকো, তোমার সম্বন্ধে আমার এই একমাত্র প্রার্থনা, এবং যদি আমি জানিতে পারি যে আমার এই প্রার্থনা ও কামনা পূর্ণ হইয়াছে তাহা হইলে আমিও সুখী হইব।"

শের আলী ক্রুদ্ধভাবে পত্রখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—সুখ! সুখী হইব! উনি আমাকে পরম নিশ্চিন্ত-ভাবে খবর দিলেন যে উহাঁর সহিত আমার আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে না, আর উনি আশা করেন যে আমি সুখী হইব! সে উহার মৎলবের গোপন রহস্য আমাকে বিশ্বাস করিয়া জানাইয়া যে অপমান করিয়াছে, আমি যে অপূর্য্যমান ক্ষতির মহামূল্যে তাহার জঘন্য বিশ্বাস ক্রয় করিয়াছি, তাহার পরও সে আশা করে যে আমি সুখী হইব! কিন্তু মূঢ় সে, তাই সে মনে করিতেছে আমার সম্পর্ক চুকাইয়া সে ফারখৎ পাইয়াছে! আমার সহিত সম্পর্ক ও সম্বন্ধ অস্বীকার করিলেও সে অব্যাহতি পাইবে না; সে নিজে আমাদের উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন ঘটাইয়াছে, সে আমার,—অনিবার্য্যরূপে আমার! নিজের হাতে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া পরমুহূর্ত্তেই তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিবার শক্তি ও অধিকার তাহার নাই। সে যেখানেই থাক্ না কেন আমি তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিব, এবং সর্ব্বত্র অনুক্ষণ আমার দাবী তাহাকে ভুলিতে দিব না। সে কিছুতেই আমাকে পরিহার করিতে পারিবে না।……

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া শের আলী পুনরায় ভাবিতে লাগিল

—কিন্তু আমি ভুলিয়া যাইতেছি সে এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে। সে চিঠিতে লিখিয়াছিল তাহার ধমনীতে তাতারী রক্ত প্রবাহিত, হয় ত সে নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতেছে, কত দুর্লঙ্ঘ্য নদ নদী পর্ব্বতের ব্যবধানে।……হায় কম্‌বখ্‌ৎ আমি কেন মরিতে—মরার চেয়েও ভয়ানক সর্ব্বনাশ ইজ্জৎ খোয়াইতে —কাবুল হইতে আগ্রায় আসিয়াছিলাম! কেন আমি মগজ-শূন্য বেয়াক্কেল মূর্খের মতন অপরিচিতা অদর্শনা রমণীর কুহকে নিজেকে ধরা দিয়াছিলাম!

নিজের অসংযত দুর্ব্বলতার অনুতাপ এবং প্রিয়তমা রমণীর হৃদয়হীন চাতুরী ও বিচ্ছেদ তাহার আশাকে ও আত্মসম্মানকে এমন অকস্মাৎ নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াছিল যে তাহার বেদনায় শের আলী পীড়িত হইয়া পড়িল। কয়েক দিন শয্যাগত থাকার পর সে যেই আবার বাহিরে যাইবার মতন অবস্থা ফিরিয়া পাইল অমনি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর আগ্রহে সে সেই গোপন-চারিণী পলাতকার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু এই শহরে সে আগন্তুক অপরিচিত বলিয়া সন্ধানের সুযোগ তাহার অল্পই মিলিল, এবং শীঘ্রই সে নিরুপায় নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। সকল দুঃখের উপর এই নিরুপায় হইয়া পড়ার দুঃখ অধিকতর দুর্ব্বহ বোধ হওয়াতে তাহার প্রফুল্ল প্রসন্ন মূর্ত্তি বিষণ্ণ উদাস হইয়া উঠিল।

শের আলী ভদ্র ধার্ম্মিক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে শিক্ষা পাইয়াছিল এবং আদর্শ ও সহবতের যে প্রভাব তাহার

মনের উপর পড়িয়াছিল তাহাতে তাহার চরিত্র দৃঢ় সংযত ও নিষ্কলুষ হইয়াছিল, যৌবনের উদ্দাম আবেগ বিদ্যালাভের আগ্রহে পরিণত হইয়াছিল; তাহার স্নেহশীল প্রবৃত্তি কখনও রমণীপ্রণয়ের মাদকতার রসাস্বাদ পায় নাই, এবং সেইজন্যই এই তাহার প্রথম প্রণয়ের মধুর রঙীন অভিজ্ঞতা তাহার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। এই তাহার প্রথম প্রণয় এমন আকস্মিক এবং রহস্যঘন, এবং তাহার প্রণয়িনী অপরিচিতা অদর্শনা হইয়াও এমন মনোহারিণী এবং এমন অনধিগম্য যে তাহাতেই তাহার মন বিশেষভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে হয় ত পিতা হইতে যাইতেছে, কিন্তু তাহার পিতৃস্নেহ তাহার সন্তানের সন্ধান পাইবে না! জীবনের কোমলতম মধুরতম প্রবলতম সম্পর্ক-বন্ধনের দুটি লোকের সহিত সে অকস্মাৎ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহারা শুধু তাহার কল্পনাক্ষেত্রেই বিচরণ করিবে, তাহাদিগকে তথ্যের ক্ষেত্রে জানিবার সুযোগ তাহার জীবনে কখনও ঘটিবে না! এই তাহার নিয়তি!

এইরূপ চিন্তায় তাহার স্বস্তি শান্তি লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার পলাতকা প্রেয়সীর পত্র বারম্বার পড়িয়া তাহার মধ্যে ভবিষ্যতের ঈষৎ আশার একটু আভাসও যেন দেখিতে পাইতেছিল।

তাহার পলাতকা প্রেয়সীর সন্ধান লাভের সমস্ত আশা তখনও একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায় নাই; সেই রহস্যময়ীর

দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা সেই অর্দ্ধভগ্ন অঙ্গুরীয় আসিবার কথা আছে এবং তাহার আগমন তাহার জীবনের আর-একটি সুখ-দুঃখময় অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া যাইবে। সেই অদর্শনা রমণী তাহাকে জানাইয়াছিল যে তাহার সন্তানকে উহার পিতার সন্ধান করিবার সমস্ত উপায় সে সংগ্রহ করিয়া দিয়া যাইবে, ইহা শের আলীর নিকট একটি মহৎ আশাজনক সংবাদ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল, কারণ ঐ বাক্য সত্য হইলে ইহা নিশ্চিত যে সন্তানের পিতার সন্ধানের জন্য মাতা তাহার পরিত্যক্ত একরাত্রির পতির অদৃষ্ট ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে সমস্ত সন্ধান রাখিতে থাকিবে; সেই অদর্শনা অপরিচিতা যে তাহার খবর সদা সর্ব্বদা লইতে থাকিবে এই সম্ভাবনার চিন্তা শের আলীর চিত্তকে অধিকার করিয়া তাহার কল্পনাকে এমন রঙীন ও মধুর করিয়া তুলিল যে তাহার আনন্দের সান্ত্বনা তাহার অনেকখানি দুঃখ উপশম করিয়া তুলিল।

কিন্তু নূতনতর দুঃখ তাহার কপালে লেখা ছিল. শের আলীর নিকট হুকুম আসিল কাবুলে য়ুসুফজাই প্রভৃতি জাতি-দের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে সেখানে অবিলম্বে ফিরিয়া যাইতে হইবে; এই আদেশে সে পুনরায় নিরাশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া গেল, সে ভাবিতে লাগিল আগ্রা ছাড়িয়া গেলে অপরিচিতা অদর্শনার সহিত তাহার অদৃশ্য যোগসূত্রটি একেবারে ছিন্ন হইয়া যাইবে, এবং যাহাকে সে খুঁজিতেছে তাহার সন্ধানের আর কোনও উপায়

থাকিবে না ; একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে সহজেই সে স্মৃতি হইতেও অপসৃত হইয়া যাইবে ; স্নেহ-ব্যাকুল হৃদয়ে যে সংবাদের জন্য সে উন্মুখ অধীর হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে সেই সংবাদ হয় ত তাহার নিকট আর কিছুতেই পৌঁছিবার উপায় পাইবে না। কিন্তু সে নাচার নিরুপায়, যাওয়া ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর নাই, এবং সেই সুদূর দেশে যাত্রা তাহার নিকট নির্বাসনের ন্যায়ই ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল! শের আলীর বিষণ্ণ বদন বিষণ্ণতর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল।

যখন শের আলী তাহার সুদূর নির্ব্বাসনে অধীরচিত্তে ভাবিতেছিল কবে কেমন করিয়া সে তাহার অদর্শনা প্রণয়িনার অঙ্গীকৃত সংবাদ প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহার অপরিচিতা প্রেয়সী তাহার আগ্রার বাড়ীতে তাহার অদ্ভুত আচরণের পরিণামের প্রতীক্ষায় উৎসুক আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সমস্ত আনন্দ ও দুঃখ নূতন অপূর্ব্ব অনাস্বাদিত বলিয়া মনে হইতেছিল।

তাতারের মরুভূমিতে তাহার জন্ম, যাযাবর জাতির তাঁবুতে তাঁবুতে পরিভ্রমণ করিয়া তাহার যৌবন বিকসিত হইয়াছিল, তাহাকে তাহার পিতা-মাতার স্নেহ-শাসন ভিন্ন আর কোনও শাসনের অধীন হইতে হয় নাই, সুগঠিত সমাজের বিধি নিষেধ

তাহাকে সংযম শিক্ষা দিবার অবসর লাভ করে নাই। এই অবস্থায় তাহার সুঠাম সুস্থ দেহে পরিপূর্ণ যৌবনের লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য তাহার চারিদিকে যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়াছিল তাহাতে হিন্দুস্থানের ধনী সওদাগর রৌশন আলী আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া রোশেনারার পিতা-মাতার নিকট তাহার পাণি প্রার্থনা করিয়াছিল। এই বিদেশী সওদাগরের ধনৈশ্বর্য্য দেখিয়া রোশেনারার নিঃস্ব পিতা-মাতার চক্ষে এমন ধাঁধা লাগিয়াছিল এবং তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা এমন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা তৎক্ষণাৎ অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

রৌশন আলীর বয়স তখন চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পুরুষোচিত অঙ্গসৌষ্ঠব হইতে যৌবনশ্রী অপগত হইয়া যায় নাই; তাহার মুখশ্রী সুন্দর, কিন্তু তাহার চরিত্র যতদূর কুৎসিত ও ঘৃণ্য হওয়া সম্ভব ততদূর কদর্য্য। নিজে ভ্রষ্ট-চরিত্র হইয়াও তাহার মন সতত সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিত; তাহার ধর্ম্মজ্ঞানহীন গর্ব্বিত মন সুন্দরী রমণীকে লাভ করার সৌভাগ্যে অধিকতর গর্ব্বিত হইয়া উঠিল, এবং দরিদ্র পরিবারের কন্যাকে অগাধ ঐশ্বর্য্যের অংশীদার করিয়াছে এই অহঙ্কারে সে তাহার স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ ও ঈর্ষা প্রকাশ করা ভিন্ন আর কোনও-রূপ কোমলব্যবহার করিতে পারে নাই।

রোশেনারা অন্তঃপুরে বন্দিনীর ন্যায় বাস করিতে লাগিল; অন্দরে তাহাকে ঘিরিয়া বাস করিত অসংখ্য দাসী, কিন্তু কাহারও

উপর তাহার হুকুম খাটিত না, যে কেহ যতটুকু কাজ করিয়া দিত তাহা অনুগ্রহ লাভের মতন রোশেনারাকে কুণ্ঠিত করিয়া পীড়া দিত; দাসীদের অনেকেই তাহার সপত্নী-স্থানীয়া—কেহ বা অতীতের, কেহ বা বর্ত্তমানের; এইজন্য তাহারা প্রভুপত্নীকে অগ্রাহ্য করিতে এবং এমন কি তাহার উপর অত্যাচার পর্য্যন্ত করিতে সাহস করিত। রোশেনারার গর্ব্বিত অভিমানী হৃদয় গভীর বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং একজন মাত্র পুরুষের অপরাধে সে সকল পুরুষজাতিকে অপরাধী করিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

তাহার পিতা মাতা সুদূর মরুভূমির কোন্ প্রান্তে জীবিত বা মৃত তাহার সংবাদ রোশেনারা জানিত না; এবং তাহার স্বামী অনাচারের আতিশয্যে নিজের জীবনকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল।

পঁচিশ বৎসর বয়সে সুন্দরী রোশেনারা সর্ব্ববন্ধনমুক্ত ঐশ্বর্য্যময়ী স্বেচ্ছাচারিণী বিধবা হইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিল।

বিবাহিত জীবনে বিবিধ দুঃখ ভোগের মধ্যে সন্তানহীনতার দুঃখ রোশেনারাকে অধিকতর কাতর করিত; কিন্তু অল্পদিন পরেই তাহার স্বামীর চরিত্র ও আচরণের কুৎসিত বীভৎসতার সহিত যতই তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে লাগিল ততই এই স্বামীর ঔরসজাত সন্তান লাভের ভয় তাহার অভাবের দুঃখে সান্ত্বনা হইয়া উঠিল; স্বামীর যে-সব পাপাচরণ তাহার জীবনকে

তত্ত বিষময় করিয়া তুলিয়াছে তাহার উত্তরাধিকার লইয়া যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে তাহার দুর্ভাগ্য মাতা হইয়া চক্ষে দেখা অপেক্ষা নিঃসন্তান বন্ধ্যার দুঃখ অনেকাংশে শ্রেয়।

বৈধব্যের স্বাধীনতা লাভের প্রথম আনন্দোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নারী-জীবনের নিষ্ফলতার বেদনার নূতন আবেগ তাহার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল; একাকিনী নিরাত্মীয়া স্নেহ-সম্পর্কশূন্যা সে সহজেই বুঝিতে পারিল যে স্বাধীনতাই সুখের একমাত্র উপায় নহে, জীবনের আনন্দ কোনো একটা অবলম্বন আশ্রয় করিয়া লতার মতন বাঁচিয়া থাকে। সে তাহার পরিচিত নারীদের সন্তানদিগকে কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিয়া যে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিত, তাহাতেই তাহার প্রথম মনে হইয়াছিল পরের জিনিস ধার করিয়া যদি এত আনন্দ পাওয়া যায় তবে নিজস্ব স্নেহপাত্র হইতে না জানি কোন্ সুধাস্বাদ তাহার জীবনকে অমৃতরসে ভরিয়া তুলিবে। যতই তাহার সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষা নেশার ন্যায় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল, ততই সে সুখকল্পনার ইন্দ্রজালে বিমোহিত হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং অভাব পূরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরে অভিনব মংলবের আকারে ধীরে ধীরে রূপ ধরিয়া উঠিল।

ইহার পর শের আলীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া এবং তাহার চরিত্রের সততা ও নিষ্ঠায় নির্ভর করিয়া সে তাহাকে তাহার জীবনে এক রাত্রির অতিথিরূপে বরণ করিয়া আনিয়াছিল।

এবং এই ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে শের আলীর ন্যায় ইমান্দার আত্মসম্মানশীল ব্যক্তির দ্বারা কখনও তাহার কুৎসা প্রচারিত হইবে না।

সে তাহার উদ্যান-বাটিকায় শহরের উপান্তে একমাত্র বিশ্বাসী হাব্সী বান্দাকে সহায় করিয়া শের আলীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। এইরূপে তাহার দাস-দাসীরাও তাহার এক রাত্রির অভিসারের কাহিনীর সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিল। উদ্যানবাটিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই সে প্রচার করিয়া দিল যে তাহার বিবাহিত জীবনের বিলম্বিত আশীর্ব্বাদ এতদিনে লাভ করিবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

কিছুদিন পরে রোশেনারা একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিল। কী আনন্দের উদ্দাম আবেগে সে তার চিরাভিলষিত সন্তানকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল—তাহার মূর্ত্তিমতী আকাঙ্ক্ষা, তাহার জীবনের সমস্ত সুখের আধার, তাহার অন্তরের সমস্ত স্নেহ-মমতার কেন্দ্র এই সন্তান লাভ করিয়া তাহার জীবন ধন্য কৃতার্থ বোধ হইল! সে তাহার সদ্যোজাত সন্তানকে বক্ষে চাপিয়া বলিতে লাগিল—তুমি আমাকে খুব ভালোবাসিবে। আমি তোমাকে যে স্নেহ যত্ন ভালোবাসা অকাতরে ঢালিয়া দিব তাহার জন্যই তুমি আমাকে ভালোবাসিবে। আমি তোমার জন্যই বাঁচিয়া থাকিব এবং আমার প্রাণপণ যত্নের পরিবর্ত্তে তুমি কখনই আমার নিকট অকৃতজ্ঞ হইতে পারিবে না। তোমার সহিত আমার যে মধুরতম ঘনিষ্ঠতম যোগবন্ধন

ঘটিল তাহাতে আমার আনন্দ চিরকাল তোমার নিকট বন্দী হইয়া থাকিবে।

রোশেনারা যাহা হইতে এই নূতন আনন্দের মধুর রসাস্বাদ করিতে পারিয়াছিল তাহার কথাও তাহার আনন্দের মধ্যে স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক, সে চিন্তা করিতেছিল যে শের আলী যদি তাহার এই নবজাত সন্তানকে দেখিতে পাইত তাহা হইলে সে কতই না আনন্দিত হইত! এই চিন্তা তাহার মনে পড়াইয়া দিল যে সে শের আলীকে সন্তানজন্মের সংবাদ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও প্রতিশ্রুত হইয়া আছে।

রোশেনারা তাহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে একটি অঙ্গুরীয় গঠন করাইয়া এবং তাহাতে সন্তানজন্মের তারিখ খোদাই করাইয়া তাহার অর্দ্ধাংশ বিশ্বাসী হাব্‌সী বান্দার মারফতে কাবুলে প্রেরণ করিল। বান্দার উপর এই হুকুম রহিল যে সে যেমন করিয়া হউক শের আলীকে খুঁজিয়া বাহির করিবে ও নিজে হাতে হাতে তাহাকে এই আংটি দিবে, এবং শের আলী তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সে সেখান হইতে তেজী ঘোড়ায় সওয়ার্ হইয়া ঘোড়াকে ছাড়তক্ ছুটাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিবে।

হাব্‌সী তাহার মুনিবের এই হুকুম অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস বুদ্ধি ও তৎপরতার সহিত তামিল করিতে পারিয়াছিল।

— ৬ —

শের আলী দশ মাস হইল আগ্রা ছাড়িয়া আসিয়াছে; এই দশম মাস পড়িতেই সে উৎসুক হইয়া দিন গণিতেছিল কবে সে তাহার সন্তানজন্মের সুখবর পাইবে। দশম মাসও অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু সে কোনো সংবাদই পাইল না। সে অধীর হইয়া হতাশার হস্তে ক্রমে ক্রমে নিজের সমস্ত ভবিষ্যতের সুখ ও আনন্দ সমর্পণ করিয়া দিতেছিল। একদিন প্রাতঃকালে শের আলী তাহার অধীন সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ক্লান্ত ও বিষণ্ণ মনে শিবিরে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় সে তাহার পশ্চাতে ঘোড়ার দৌড়ের শব্দ শুনিতে পাইল; ঘাড় ঘুরাইয়াই ঘোড়সওয়ারকে সে চিনিতে পারিল— সে রহস্যময়ী অপরিচিতার তুল্য রহস্যময় হাবসী বান্দা! শের আলী বিস্ময় ও আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার-শব্দ বাতাসে বিলীন হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই হাবসী ঘোড়া ছুটাইয়া শের আলীর ঘোড়ার একেবারে পাশে আসিয়া ঘোড়া হইতেই বিনা ভূমিকায় বলিল—এই উপহারটি আপনাকে পৌঁছাইয়া দিবার হুকুম আমার উপর ছিল।

বাক্যসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান্ রেশমী কাপড়ে মোড়া গালা-মোহর-করা একটি ছোট বাকস্ শের আলীর হাতে গুঁজিয়া দিয়াই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শের আলী নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া উৎসুক দৃষ্টির দ্বারা অপস্রিয়মাণ অশ্বছবিকে অনুসরণ করিতে লাগিল। যদি তাহার হাতে সেই ব্রুকসটি না থাকিত তবে সে নিশ্চয় ভাবিত এই আকস্মিক ও ক্ষণিক ব্যাপার তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের মোহ মাত্র।

শের আলী সত্বর সেই বাক্স খুলিয়া ফেলিল, তাহার মধ্যে আধখানা আংটির সোনার বেড়ের উপর খোদাই করা আছে ২২শে রবি-উল্-আওয়াল্ চাহারশুম্বা ৯৯২ সাল। আংটির উপরে এক ফোঁটা তাজা রক্তের মতন একটি বড় চুনী জলজল করিতেছে।

আংটিটি হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে শের আলী ভাবিতেছিল—তাহা হইলে কন্যা জন্মিয়াছে। আমি তাহার পিতৃত্বের অধিকার-বঞ্চিত জনক!......কিন্তু কন্যার জননীর নিকট হইতে আমার জন্য একছত্র লেখা একটি কথাও আসে নাই। সে এখনও আমাকে লইয়া নিষ্ঠুর খেলা খেলিতেছে! এই বোধ হয় তাহার নিকট হইতে শেষের খবর পাইলাম, খুব সম্ভব এইখানে তাহার সহিত আমার একেবারে ফারখত হইয়া গেল, এবং হয়ত এ জীবনে তাহাকে দেখিতে পাওয়া ত দূরের কথা তাহার কোনো সংবাদও পাইব না। এই দুর্লভ দুর্বিজ্ঞেয়া যে রমণী আমাকে লইয়া তাহার ইচ্ছামত খেলা করিতেছে এবং আমার ভবিষ্যৎ নিয়তিসূত্র নিজের হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া আছে, তাহার সম্বন্ধে আমার

চিরজীবন কি এই একই প্রশ্ন করিতে হইবে—সে কে! সে কে! সে কে! সে নিজে অদর্শনা থাকিয়া আমার সন্ধান রাখে এবং এই সুদূর দেশে গোপন নির্ব্বাসন হইতে আমাকে খুঁজিয়া বাহির করে! ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হইলে আমার সন্ধান লয়, অথচ আমাকে পরিহার করিয়া চলে! আপয়া নওরোজ! দুর্লক্ষণ প্রণয়-মিলন!

শের আলী সংক্ষুব্ধচিত্তে এই চিন্তা হাজার বার হাজার রকমে উল্টাইয়া পাল্টাইয়াও তাহার জীবনের এই জটিল রহস্যের কোনো সমাধানই স্থির করিতে:পারিতেছিল না।

সুদীর্ঘ এক বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। পর বৎসর শীতের শেষে বসন্ত-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বত্য দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। আলস্য-অধীর সৈনিকেরা একটা কিছু করিতে পারিবার সম্ভাবনায় উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং নিজের নিজের হাতিয়ার শানাইয়া মারিবার ও মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল; সেনা-নায়কেরা বীরত্ব দেখাইয়া যশ পুরস্কার ও উন্নতিলাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

শের আলী যুদ্ধে ঝাঁপ দিবার জন্য অধীর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার কর্ম্মহীন অখণ্ড অবসর যে দুঃখস্মৃতিকে সযত্নে লালন করিয়া বলবান্ করিয়া তুলিতেছিল তাহার উৎপীড়নে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাদ্‌শাহের দপ্তর হইতে যখন তাহার দিল্লীতে বাদ্‌শাহের

প্রিয়পাত্র তোডর মল্লের অধীনস্থ ফৌজে সর্‌ত্তিব্‌-ই-আওয়ল্‌ নিযুক্ত হইয়া বদলীর খবর আসিল তখন তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তাহার মুরুব্বি ও প্রভু মহারাজা মানসিংহ যখন তাহাকে বাদ্‌শাহী পর্‌ওয়ানা দিয়া তাহার পদোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল এই পদোন্নতির জন্য তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। ইহা জানিতে পারিয়া শের আলীর বিস্ময় অধিকতর বর্দ্ধিত হইল, কারণ বাদ্‌শাহের প্রিয়পাত্র তোডর্‌ মল্লের সহিত অথবা তাঁহার ফৌজের প্রধান কোনো কর্ম্মচারীর সহিত তাহার পরিচয় মাত্র ছিল না, বাদ্‌শাহী দপ্তরেও তাহার এমন কোনও পরিচিত প্রভাবশালী লোক ছিল না যাহার সুপারিসে তাহার অকস্মাৎ এতখানি পদোন্নতি হইতে পারে। কিছুদিন হইতে তাহার জীবন যেন রহস্যজালে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে, অসম্ভব অবিশ্বাস্য উদ্ভট ব্যাপারের মধ্য দিয়া তাহার জীবনে নব নব বিস্ময়ের অভিজ্ঞতা লাভ হইতেছে। হঠাৎ এই বদলী হওয়াতে তাহার মন আনন্দে ও আশায় পূর্ণ হইয়া উঠিল; দিল্লীতে ফিরিয়া গেলে তাহার কুহকময়ী প্রণয়িনীর সন্নিহিত থাকিবার সম্ভাবনার কল্পনাতে তাহার আনন্দের অবধি থাকিল না। তাহার অদর্শনা প্রেয়সীর কথা স্মরণ হইতেই তাহার মনে হইল এই বদলী হওয়ার মধ্যেও হয়ত তাহারই গোপন হস্তের লীলাসঙ্কেত সে দেখিতে পাইতেছে। যাহার সুপারিসে তাহার এই আকস্মিক পদোন্নতি, দপ্তরখানার

নথিপত্রের সাক্ষীসাবুদের সূত্র ধরিয়া তাহার নাম ও ধাম আবিষ্কার করা হয়ত বিশেষ কঠিন নাও হইতে পারে।

শের আলী আনন্দচঞ্চল লঘু হৃদয়ে দিল্লীতে ফিরিয়া গেল এবং তাহার উপরওয়ালা দশহাজারী আমির-ই-তুমান্ জৈন্ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

নূতন পদের গুরুত্ব ও কর্ম্মবহুলতা কিছুদিন শের আলীকে এমন বিব্রত করিয়া রাখিল যে সে তাহার গোপনচারিণী পলাতকা প্রণয়িনীর নিষ্ফল সন্ধানে নিজেকে নিযুক্ত করিবার অবসর পাইল না। কিছুদিন পরে সে কার্য্যদক্ষতার ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার দ্বারা তাহার উপরওয়ালার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। তাঁহার বন্ধুত্ব ও অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া সাহস পাইয়া সে একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার এই অকস্মাৎ পদোন্নতি জন্য সে কাহার সুপারিসের কাছে ঋণী। ইহার উত্তরে যখন সে জানিতে পারিল যে কাবুল-যুদ্ধের রোজনামা হইতে তাহার বীরত্বের পরিচয় পাইয়া স্বয়ং তোডর মল্ল বাদ্‌শাহের নিকট তাহার বদলীর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাহার বিস্ময় বর্দ্ধিত হওয়া ছাড়া কম হইল না এবং তাহার মনের রহস্যঘন সন্দেহের উপর কিছুমাত্র আলোকপাত হইল না।

জৈন্ খাঁ তাহাকে এই সংবাদ দিয়া অবশেষে বলিলেন—একদিন তোমাকে রাজা তোডর মল্লের নিকট পরিচয় করাইয়া

দিতে লইয়া যাইব, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে তোমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইয়া আসিতে পারিবে।

জৈন্ খাঁর এই প্রস্তাবে শের আলী উৎফুল্ল-হৃদয়ে সম্মত হইল এবং তিনি কাহার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া তাহাকে নিজের ফৌজে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জানিবার ক্ষীণ সম্ভাবনার আশা তাহার মনে উঁকি মারিতে লাগিল।

কাবুলে পার্ব্বত্য জাতিদের সহিত মহারাজা মানসিংহের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে। বাদশাহ তাঁহার দুধভাই জৈন্ খাঁ ও পরম প্রিয়পাত্র বীরবলকে মহারাজা মানসিংহের সাহায্যের জন্য ফৌজ লইয়া কাবুলে যাইতে আদেশ করিয়াছেন, তোডর মল্লও শীঘ্রই যাত্রা করিবেন স্থির হইয়াছে। তোডর মল্লের বাড়ীতে যুদ্ধযাত্রী সেনানায়কদিগকে বিদায়-ভোজ দেওয়া হইবে। জৈন্ খাঁর সহিত শের আলীও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে। নিমন্ত্রণের মজলিসে দশ-বারোজন মেহমান্ সমবেত হইয়াছেন; নিমন্ত্রণ-সভার এক পার্শ্বে চিকের আড়ালে কতকগুলি মহিলাও সমবেত হইয়াছেন বুঝা গেল।

জৈন খাঁ তোডর মল্লের নিকট শের আলীর পরিচয় দিলে মামুলি কুশল-প্রশ্ন ও ধন্যবাদের পর তোডর মল্ল সমবেত অতিথিদের মধ্যে একজনের দিকে ফিরিয়া অনুরোধ করিলেন—হাঁ, আপনার যে গল্প সুরু করিয়াছেন তাহা শেষ করুন।

শের আলীর মনের মধ্যে যে কৌতূহল ও প্রশ্ন ব্যাকুল উন্মুখ হইয়া ছিল তাহা প্রকাশ করিবার সুযোগ না পাইয়া

শের আলী হতাশ বিষণ্ণ হইয়া পড়িল; তাহার প্রশ্ন গল্প-গুঞ্জনে চাপা পড়িয়া গেল; সে অপরিচিত লোকের অজানা গল্পের মাঝখান হইতে ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে বাধ্য হইল।

অভ্যাগতদিগের প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে নিজের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে নানাবিধ গল্প বলিতেছিল, কোনও গল্প অদ্ভূত আশ্চর্য্যজনক, কোনও গল্প হাস্যোদ্দীপক। একজনের গল্প শেষ হইতেই তোডর মল্ল শের আলীর দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে তাহাকেও নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ কোনও গল্প বলিতে অনুরোধ করিলেন। শের আলীর মন তাহার সম্প্রতিকার অদ্ভূত ব্যাপারের চিন্তায় একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল; সে অনুরুদ্ধ হইবামাত্র সেই কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল; কেবল সে নিজের নামের পরিবর্ত্তে তাহার পরিচিত এক বন্ধুর নামে সেই গল্প চালাইয়া দিল; কিন্তু সে এমন জীবন্ত ভাবে সেই কাহিনী বিবৃত করিল যে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে বক্তার মন তাহার কাহিনীর বিষয়ে একেবারে ওতপ্রোত হইয়া না থাকিলে কেহ তেমন হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিতে পারে না।

যখন তাহার বিস্ময়কর কাহিনী সমাপ্ত হইল তখন সভার মধ্যে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল। কেহ সেই রমণীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে অদ্ভুত ভ্রান্ত ধারণার নিন্দা করিতে লাগিল; কেহ বা তাহার অমার্জ্জনীয় স্বেচ্ছাচারিতার নিন্দা করিতে লাগিল; কেহ বা তাহার

সতীত্ব বিসর্জ্জনে ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিল, আবার কেহ বা সেই রমণীর ঐ খেয়ালের মধ্যে তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা, তাহার সন্তানের জনক নির্ব্বাচনে সাবধানতা ও বিচক্ষণতা, এবং তাহার চিত্তের কবিত্বময় কল্পনাকুশলতা দেখিতে পাইয়া তাহার তারিফ করিতে লাগিল, কেহ বা সেই গোপনচারিণী রমণী যে কৌশল অবলম্বন করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিল তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল, যুবকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে তাহারা নিজেদের সেই প্রতারিত পুরুষের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারিলে আনন্দিত হইত, কিন্তু তাহারা কিছুতেই সেই বোকা লোকটির মতন নিজেদের প্রতারিত হইতে দিত না, সেই রমণী কিছুতেই তাহাদিগকে ছেঁড়া জুতার মতন অবহেলা করিয়া পথে ফেলিয়া দিতে পারিত না, শত শপথেও তাহারা সেই সুন্দরী পলাতকার অবগুণ্ঠন উন্মোচন না করিয়া এবং তাহার পরিচয় না পাইয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিত না।

একজন যুবক বলিয়া উঠিল—বাস্তবিক যে রমণীর নিজের সতীত্ব সম্বন্ধে ধারণা এমন অদ্ভুত ও হীন, তাহার কাছে আবার ইমান্‌দারী কি?

অপর একজন যুবক বলিল—সত্য বটে তাহার চরিত্র ও আচরণ সমর্থন করা যায় না, কিন্তু পুনর্ব্বিবাহের সম্বন্ধে তাহার বিরাগের যে কারণ তাহাকেও তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না; তাহার সেই একরাত্রির অভিসার মাতৃত্বের

মধুর ও পবিত্র বাসনার একাগ্র আগ্রহেরই ফল বলিতে হইবে।

অপর একজন বলিল—কিন্তু সেই পুরুষ বেচারার উপর যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর উপদ্রব করা হইয়াছে তাহা ত তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

পূর্ব্বোক্ত বক্তা বলিয়া উঠিল—সেই রমণী সেই পুরুষের কি এমন ক্ষতি করিয়াছে?

শের আলী উষ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—কি ক্ষতি! যে মনোহারিণী রমণীর তনুলতার সৌষ্ঠব ও হিল্লোল মাত্র দেখিয়া এবং তাহার তেজস্বী মনের ভাববৈচিত্র্যের আভাস মাত্র পাইয়া তাহাকে সেই পুরুষ না চিনিয়া জানিয়াও প্রবল আবেগে ভালোবাসিয়াছিল, যাহাকে একরাত্রি নিজের বাহুবন্ধনে পাইয়া সে সুখের নেশায় মরিয়া যাইবার মতন হইয়াছিল, যাহার সুন্দর ও মধুর স্মৃতি প্রতিমুহূর্ত্তে পরম আনন্দ ও বিষম দুঃখের কারণ হইয়াছে সেই যাদুকরী তাহার গান্ধর্ব্ব বিবাহের স্বয়ংবৃত স্বামীকে নিজের খেয়ালের জেদে পরিহার করিয়া তাহার দৃষ্টি ও প্রণয় হইতে পলাইয়া বেড়াইতেছে, সে সেই পুরুষের কিছুই ক্ষতি করে নাই বলা চলে কি? সেই রমণী ঐ পুরুষের যৌবন-লালসা ও প্রণয়-পিপাসা উদ্রেক করিয়া দিয়া এবং তাহার একনিষ্ঠ সততার ও আত্মসম্মান-বোধের সুযোগ লইয়া নিজের বাসনা চরিতার্থ করিয়া সেই পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে পারিল, এবং সেই পুরুষের সঙ্গে সে এতটুকু যোগ রাখিয়া
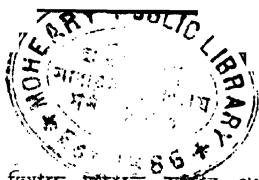
দিয়াছে যাহাতে তাহার প্রণয় ও স্মৃতি আমরণ সঞ্জীবিত থাকিবে অথচ তাহাদের চরিতার্থতা লাভের কোনো উপায় বা সুযোগ থাকিবে না। সেই পুরুষ পতিত্ব ও পিতৃত্ব লাভ করিয়াও স্বাভাবিক প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-দুঃখ ভোগ করিবে, কিন্তু তাহাদের সহিত মিলনের আনন্দ হইতে চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত থাকিবে। সে তাহাদের ঠিকানা জানে না, কিন্তু তাহার ঠিকানা তাহাদের জানা আছে এবং তাহারা তাহাকে খেয়াল-খুসী মত তাহার স্মৃতিকে খোঁচা দিয়া পীড়া দিতে থাকিবে। তাহার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যক্রমে সে পতিত্ব ও পিতৃত্বের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু পারিবারিক সুখ ও আনন্দ সম্ভোগ করা তাহার ভাগ্যে কখনও ঘটিবে না।

আর একজন যুবক বলিয়া উঠিল—এ-সমস্ত আপনার কবি-মনের ভাবুকতার বাড়াবাড়ি ও অত্যুক্তি! সে ত আবার বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার করিলেই পারে।

শের আলী বলিয়া উঠিল—কেমন করিয়া পারে? যতদিন সে অদর্শনাকে প্রণয়-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া স্মৃতির মন্দিরে পূজার্চনা করিবে ততদিন ত তাহার বিবাহের কথা উঠিতেই পারে না। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে তাহার ত্রিরাত্রির আবছায়াপাওয়া প্রণয়িনী তাহার মনের উপর যে অনির্ব্বচনীয় অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে কালে কালে তাহা ক্ষীণ হইতে হইতে অবশেষে অবলুপ্ত হইয়া যাইবে, তথাপি কি সে বিবাহ করিয়া ঘরকন্না পাতিতে পারে?

নিজের কাহিনী বেনামী বিবৃত করিতে করিতে শের আলী দেখিল চিকের পর্দ্দার আড়ালে একটি অবগুন্ঠিতা রমণীর ছায়ামূর্ত্তি অত্যন্ত চঞ্চল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই ছায়া-মূর্ত্তি দেখিয়াই শের আলীর মনে হইল ঐ তাহার প্রিয়া! কিন্তু পরের বাড়ীর নিমন্ত্রণ-সভায় পর্দ্দার আড়ালে কোনও রমণীকে দেখিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে অসভ্যতা ও অভব্যতা হইবে বলিয়া শের আলী স্বাভাবিক আত্মসংযমের দ্বারা সেই রমণীকে জানিবার দুর্নিবার আগ্রহ দমন করিয়া রাখিল; কিন্তু প্রত্যেক পর্দ্দার আড়ালে প্রত্যেক অন্তঃপুরে প্রত্যেক মহিলা-সভায় তাহার অপরিচিতা রহস্যময়ী প্রেয়সী আত্মগোপন করিয়া লুকাইয়া থাকিতে পারে এই সম্ভাবনা তাহার মনে স্পষ্ট ও প্রবল হইয়া উঠিল। তখন সে প্রবর্দ্ধিত আবেগে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—আর সেই যে আংটি তাহাকে ও তাহার সন্তানকে ভাগাভাগী করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভগ্ন হইলেও জগতের কঠিনতম শৃঙ্খলের চেয়েও দৃঢ় এবং তাহার বন্ধনে সে চিরজীবন আবদ্ধ হইয়া বন্দী হইয়া থাকিবে। সে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, একদিন হয়ত তাহার পিতৃস্নেহ ও পিতৃকর্ত্তব্য তাহাকে ডাক দিবে, সেই ডাকের প্রতীক্ষায় তাহাকে চিরজীবন উন্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে……সে চিরজীবন পরাধীন হইয়া অপরের আহ্বানের প্রতীক্ষায় থাকিবে, কিন্তু আর কেহ তাহার আহ্বানে সাড়া দিবে না! অধিকন্তু তাহার অদৃষ্টের রূঢ় নিয়তি এই যে

তাহার কন্যাকে যদি বা কখনও লাভ করিবার সম্ভাবনা ঘটে তবে কন্যার মাতাকে ইহজন্মের মতন হারাইয়াই তাহা ঘটিবে। সেই তাহার স্নেহপাত্রীর প্রথম দর্শন তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে তাহার প্রিয়তর অদর্শনা ইহজন্মের মতন অদর্শনাই থাকিয়া গেল! পিতৃত্বের আনন্দ তাহাকে লাভ করিতে হইবে পতিত্বের আনন্দকে বলি দিয়া!

তোডর মল্ল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—শের আলী সাহেব, আপনি আপনার বন্ধুর জীবনের যে করুণকাহিনী শুনাইলেন তাহা এমন সুস্পষ্ট যেন ইহা আপনার নিজের জীবনেরই ইতিহাস।

এই কথায় শের আলী অপ্রস্তুত ও বিব্রত হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত সকলে চুপচাপ। শের আলী দেখিল চিকের আড়ালে সেই আবছায়া মূর্ত্তি আবার চঞ্চল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। শের আলী বলিল--আমার দোস্তের দুর্ভাগ্যের এই কাহিনী আমার মনকেও অত্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; সেইজন্যই হয়ত আমার কথার মধ্যে ভাবাবেগ প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, লড়াই ত বাধিয়াছে, আমার বন্ধুর মন এইবার দুঃখ ভুলিবার অবসর পাইবে, যে জীবনে সুখের ও আনন্দের কোনো আশা বা সম্ভাবনা নাই তাহার গৌরবময় অবসান তাহার সকল মুস্কিলের আসান করিয়া দিবে।

এই কথা সমাপ্ত করিয়া শের আলী দেখিল চিকের আড়ালের সেই ছায়ামূর্ত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। পর-

ক্ষণেই একজন বাঁদী আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া তোডর মল্লকে নিবেদন করিল—অন্দর হইতে সকলে শের আলী সাহেবকে অনুরোধ জানাইতেছেন—যদি তাঁহার বন্ধুর উপর তাঁহার কিছুমাত্র প্রভাব থাকে তাহা হইলে তিনি যেন তাঁহার বন্ধুকে এই দারুণ আত্মহত্যার সংকল্প হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, এবং তাঁহাকে সম্ঝাইয়া দেন যে তাঁহার সন্তানের জন্য তাঁহার জীবন ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মহিলাদের এই অনুরোধ শুনিয়া তোডর মল্ল ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—মায়েরা সন্তানের পিতৃবিয়োগের সুদূর সম্ভা-বনার বেদনায় কাতর হইয়া আপনাকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন।

শের আলী বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিল—আমার দোস্ত্ কেবলই কি শুধু দিবে, এবং নিজের সর্ব্বস্ব দানের পরিবর্ত্তে একটুও কিছু পাইবে না! যাহারা তাহার জীবনকে এমন করিয়া পণ্ড ব্যর্থ করিতেছে, তাহাদের নিকট সে চিরজীবন কেবল কল্পনার ঋণেই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে! সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে বন্দুকের এক গুলিতে!

আনন্দ-সভা ক্রমে নিরানন্দ বিষণ্ণ ও করুণ হইয়া উঠিতেছে, যুদ্ধবিদায়ের ভোজে মৃত্যুর করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া তোডর মল্ল বলিলেন—আপনারা সকলে আহার করিতে চলুন, খানা প্রস্তুত।

পুরুষেরা বাহির হইয়া চলিয়া গেলে চিকের আড়ালে সেই

চঞ্চল ছায়ামূর্ত্তি আবার ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পার্শ্বের একটি মহিলা তাহাকে বলিল—এই তরুণ মনসবদারের চেহারা যেমন খুবসুরৎ তাহার দিলও তেমনই খুব উঁচু, তাহার গল্প বলিবার ভঙ্গীও তেমনই চমৎকার! এমন খাসা লোক যদি লড়াইয়ে খামখা একটা অজানা অদেখা খামখেয়ালী আওরতের জন্য আত্মহত্যা করে, তবে তাহা বড় আপশোস-কী বাৎ!

— ৫ —

তোডর মল্লের বাড়ীতে যুদ্ধবিদায়ের ভোজের সভায় চিকের আড়ালে যে ছায়ামূর্ত্তিকে দেখিয়া শের আলীর রোশেনারা বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল সে বাস্তবিকই রোশেনারা। সেই মজলিসে শের আলীর কথা শুনিয়া এবং তাহার পার্শ্বচারিণী রমণীর মন্তব্যের আঘাতে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই রোশেনারা ব্যাকুল চঞ্চল হইয়া উঠিল; তাহার মনের যে সঞ্চিত উদাসীনতা ও প্রশান্ত নিশ্চিন্ততার জন্য সে দর্প অনুভব করিত, তাহা সেই মুহূর্ত্ত হইতে অবলুপ্ত হইয়া গেল। নানা ব্যক্তির মন্তব্য ও বিচার শুনিয়া সে এখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল যে তাহার আচরণে কত নিষ্ঠুরতা কত বিপদ ও কত গুরুদায়িত্ব জড়িত হইয়া গিয়াছে, এবং শের আলীর অসাধারণ ও সুদুর্লভ প্রেমনিষ্ঠা চারিত্র ও সততার নিকট তাহার ঋণ কত বিপুল।

এই-সব কথা ক্রমাগত চিন্তা করিতে করিতে তাহার নিজের ও শের আলীর আচরণের তারতম্য তাহার মনের মধ্যে যতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল ততই শের আলীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল; যে ব্যক্তি তাহাকে দেবীর ন্যায় পূজা করে, যাহাকে সে ভালো না বাসিলেও ভালো লাগিয়াছিল বলিয়া তাহার সন্তানের জনক নির্ব্বাচন করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিকে সে দুঃখ দিয়াছে ও দিতেছে এই বোধ হইতে এবং যে দুঃখ বিপদ্ গৌরব ও যশের প্রভায় মণ্ডিত হইয়া পুরুষ রমণীর চক্ষে বরণীয় হইয়া উঠে সেই প্রভায় মণ্ডিত হইয়া শের আলী রোশেনারার নিকট অপরিহার্য্য এমন কি প্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল; যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা আশ্রয় করিয়া স্মৃতি ও প্রীতি প্রাণ ধারণ করে, শের আলীর অশুভ আশঙ্কায় সেই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা রোশেনারার অন্তরে যে ভাবোদ্গম করিতে লাগিল তাহা তাহার অভিজ্ঞতায় অভিনব বলিয়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল!

কাবুলে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়াই রোশেনারা তাহার কন্যার জনকের জীবনের আশঙ্কা করিয়া অনেক কৌশলে তাহাকে সেখান হইতে রাজধানীতে নিজের নিকটে বদলী করাইয়া আনিয়াছিল; কিন্তু এখানেও তাহার অব্যাহতি ঘটিল না, তাহাকে আবার যুদ্ধযাত্রা করিতে হইতেছে, এই চিন্তা রোশেনারার চিত্তকে ব্যথিত ও বিকল করিয়া তুলিতেছিল, একটা অস্বীকৃত অনাস্বাদিত বেদনার চঞ্চলতায় ব্যাকুল হইয়া

সে যে কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। মাত্র এক বৎসর আগে শের আলীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় তাহার মনের অবস্থার সহিত তাহার মনের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনায় পর্য্যালোচনা করিয়া রোশেনারা চমৎকৃত হইতেছিল।

সম্রাটের দুধভাই জৈন্ খাঁর স্ত্রী দিল্-আরা বেগম রোশেনারার স্বামীর নিকট-আত্মীয়া এবং তাহার নিজের সখী ও বন্ধু। সেই সখীর সুপারিসে ধনশালিনী সুন্দরী যুবতী আনন্দিতা রোশেনারা শীঘ্রই অতি সহজে রাজধানীর আমীর ওম্‌রাহ ও রৈসদিগের মহিলা-সমাজে প্রবেশ-অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিল; এবং তাহার সখীকে দিয়াই সুপারিস করাইয়া শের আলীকে কাবুল হইতে বদলী করিতে পারিয়াছিল; রোশেনারা সখীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল ঐ ব্যক্তি তাহার স্বামীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলিয়া উহার জন্য তাহার এত উৎকণ্ঠা, এবং তাহার সখী বুঝিয়াছিল বিধবা রোশেনারা স্বামীর অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে হয়ত শীঘ্রই স্বামী হইতে অভিন্ন করিয়া তুলিবে।

সখীর সহায়তায় সে শের আলীকে নিজের নিকটে আনিতে পারিয়াছিল; একটি মাত্র জাফ্‌রী-জালিকাটা চিকের ব্যবধানে তাহাদের উভয়ের মিলন ঘটিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে সে নিজের নিকটে নিরাপদে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, তাহাকে যে বিপদের মুখ হইতে কৌশল করিয়া সরাইয়া আনা হইয়াছিল নিষ্ঠুর বিধাতা মানুষের চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ

করিবার জন্য সকল কৌশল পণ্ড করিয়া শের আলীকে আবার মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া পাঠাইল এবং শের আলীও আগন্তুক মৃত্যুকে নিজের জীবনে আবাহন করিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইয়াই রোশেনারার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিল। নিয়তির এই ব্যবস্থা-বিপর্য্যয়ে রোশেনারার জীবন একেবারে উলটপালট হইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছিল।

নিজের যে নির্বুদ্ধিতার ফলে এই-সব অভাব্য অচিন্তিত ব্যাপার ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার জন্য রোশেনারা চিন্তিত হইয়া এবং নিজের উপর বিরক্ত হইয়া নিমন্ত্রণ-সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার কল্পনা-কুশল মন আসন্ন ভয়ানক বিপদের আশঙ্কায় কাতর হইয়া উঠিয়াছিল। সে যেন তাহার গৃহকোণের নির্জ্জনতায় লুকাইয়া বিপদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, এইরূপ ভাবে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। তাহার কন্যাকে দেখিবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাহাকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছিল; তাহার কন্যাকে দেখিবা মাত্র তাহার মনে হইল এই কয়েক ঘণ্টার বিচ্ছেদের মধ্যেই সে তাহার অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; এতদিন পর্য্যন্ত তাহার কন্যার মুখে যাহা সে দেখিতে পায় নাই, আজ তাহার মুখে আর-একজনের মুখের আদল ও সাদৃশ্য দেখিতে পাইল, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা মধুরতর স্নেহভরা নবীনতর চুম্বনে এই নূতন আবিষ্কারকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দিতে লাগিল।

রোশেনারা পূর্ব্বাপেক্ষা নিঃসঙ্গ একাকী অনুভব করিয়া

দ্বিগুণ আগ্রহে প্রিয় সন্তানের দৈনন্দিন বৃদ্ধি এবং নব নব লীলা পর্য্যবেক্ষণ ও উপভোগ করিতে লাগিল; প্রতি মাসে সেই কন্যা তাহার চক্ষে সৌন্দর্য্যে বুদ্ধিতে ক্রীড়াকুশলতায় নব নব রূপে প্রতিভাত হইতেছিল। রোশেনারা বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার প্রায়ই মনে হইত তাহার এই মাতৃত্বের আনন্দ ও আগ্রহের অংশীদার আর-একজন যদি তাহার পাশে থাকিত তাহা হইলে তাহার সুখের অবধি থাকিত না। সে মনে মনে চিন্তা করিত—উত্তম সামগ্রী কৃপণের মতন একা উপভোগ করিয়া তৃপ্তি নাই, আমার এই পরমানন্দের সহমর্ম্মী অংশীদার কেহ যে নাই ইহা দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে হইতেছে. আমার মনে হয় এই-সব ছেলেমানুষী রঙ্গ ও ছেলেখেলায় মাতা ও পিতা যত আনন্দ অনুভব করে অপরে তেমন করিতে পারে না; ইহার পিতা ইহার এই শৈশব-লীলা যদি দেখিত! কিন্তু হয়ত সেই স্বেচ্ছাচারী অরসিক পৌরুষ-গর্ব্বে ও কঠিন শাসনে নিজের পিতৃত্ব ও প্রভুত্ব জাহির করিতে গিয়া এই স্বচ্ছন্দ আনন্দ-বিকাশে পদে পদে বাধা ঘটাইত এবং আমার কন্যাকে আমি যে-ভাবে লালন পালন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে চাই সেই ব্যবস্থার সে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইত।… কিন্তু শের আলী নামে ও বিক্রমে শের হইলেও তাহার মেজাজ হিংস্র নয়, সে কখনও স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না।… তাহার মুখের কোমল শ্রী ও মধুর-হাস্য তাহার অন্তরের

মাধুর্য্যেরই প্রতিচ্ছায়া! তাহার দ্বারা পিতৃত্বের অমর্য্যাদা কখনও হইত না।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রোশেনারার বুকের গভীরতম প্রদেশ হইতে দীর্ঘনিশ্বাস হৃদয় শুষিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিত, কিন্তু তাহার অসামান্যতার দর্প ও অজেয়তার গর্ব্ব অতর্কিত আক্রমণে দীর্ঘশ্বাসের শ্বাস রোধ করিয়া নির্ম্মমভাবে বধ করিত।

পরক্ষণেই তাহার মনে হইত তাহার কন্যার জনক সুদূর বিদেশে যুদ্ধের বিষম বিপদের মধ্যে মৃত্যুর সন্ধানে ব্যগ্র হইয়া ফিরিতেছে এবং হয়ত বা এতদিনে সে মরিয়াই গিয়াছে; তখন তাহার সকল সুখকল্পনা বুদ্‌বুদের মতন বিদীর্ণ ও বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

রোশেনারা উদাসীন নিশ্চিন্ত সুস্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার বিশ্বাসী হাব্‌সী বান্দাকে যুদ্ধসীমান্তে একজন যোদ্ধার দৈনিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিয়া প্রেরণ করিল। একদিন তাহার নিকট হইতে সংবাদ না আসিলে রোশেনারার নিকট সমস্ত জগৎ বিষণ্ণ বিরস হইয়া উঠিত, এবং সংবাদ পাইলেই তাহার আনন্দময় গর্ব্বিত অবহেলার ভাব সে ফিরিয়া পাইত।

তাহার সখী দিল্‌-আরা বারংবার তাহাকে বিজন গৃহকোণ ছাড়িয়া বিবিধ আনন্দ-উৎসবে যোগ দিবার জন্য তাগাদা করিতেছিল; কিন্তু রোশেনারা তাহার পরম স্নেহের অথচ

পরম লজ্জার গোপনধন কন্যাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিতেছিল না এবং লোকের নিকট আপনার গুপ্তধন প্রকাশ করিতেও পারিতেছিল না। যতই সে কন্যাকে একান্ত আপনার বলিয়া অনুভব করিতেছিল ততই সে তাহাকে পরম আবেগে ব্যাকুল স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া ধরিতেছিল। এখন লোক-সমাজের আনন্দ-উসব ও উজ্জ্বল মজলিস তাহার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতিপ্রদ মনে হয় না; একজন কাহার অভাববোধ তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার জীবন বিস্বাদ উদ্দেশ্যহীন ও বিরক্তিকর করিয়া তুলিতেছিল; গৃহের বিজন কোণ ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিলেই তাহার অত্যন্ত একাকী বোধ হইত। এইরূপে সে অনুভব করিতেছিল যে কী দারুণ শূন্যতা ও নীরসতার মহার্ঘ মূল্যে সে তাহার এই স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন স্বতন্ত্রতা ক্রয় করিয়াছে।

ধনশালিনী যুবতী সুন্দরী বিধবার সন্ধান পাইয়া মধুলোভী মধুব্রতের মতন কত শত যুবক তাহার পাণিগ্রহের উমেদার হইয়া তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল; যে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য সে অসামান্য অসামাজিক হঠকারিতা করিয়া কুন্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া আছে এবং শত উমেদারের উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, সেই স্বাধীনতা অপেক্ষা একজনের সহচারিণী সহ-ধর্ম্মিণী—এমন কি অধীন হওয়াও এখন শ্লাঘ্য মনে হইতেছিল; শতজনের আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া সে বুঝিতে পারিতেছিল যে যে রমণীর রমণীয়তা ও লোভনীয়তা আছে তাহাকে লোলুপ পুরুষ-

দিগের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য এমন একজন রক্ষকের আশ্রয় লইতে হয় যে অপর সকলকে তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অলক্ষিত অজ্ঞাতসারে শের আলীর স্মৃতি তাহার নিকট উজ্জ্বলতর ও মনোরম হইয়া উঠিতে লাগিল।

কাবুল হইতে বিষম যুদ্ধের সংবাদ আসিল; যুদ্ধে বীরবল সসৈন্যে গিরিসঙ্কটে বন্দী হইয়াছেন এবং জৈন খাঁ সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিতাড়িত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, তোডর মল্ল ও মানসিংহ য়ুসুফজাই ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিদের সহিত মারাত্মক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

জৈন খাঁর পরাজয় ও পলায়নের সংবাদে অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানিবার জন্য রোশেনারা আগ্রা হইতে সত্বর দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল; সে তাহার বন্ধু দিল্-আরা বেগমের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল—অনেকগুলি মহিলা সমবেত হইয়া যুদ্ধের কথাই আলোচনা করিতেছেন; যে চিন্তায় তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া ছিল তাহারই আলোচনা শুনিবামাত্র তাহার সমস্ত অস্তিত্ব যেন শ্রুতিমাত্রে পরিণত হইয়া উঠিল! কথার মাঝখানে দিল্-আরা তাহার দিকে ফিরিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—সেই যে দশহাজারী মন্‌সব্‌দার সুন্দর যুবা শের আলী, যে সেদিন এক খামখেয়ালী রমণীর ও তাহার বন্ধুর গোপন অপরিচয় প্রণয়ের কাহিনী শুনাইয়াছিল, তাহার কথা মনে আছে ত? সে ত তোমার স্বামীর দোস্ত,

ছিল? যুদ্ধে সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করার পর তাহার আর কোনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, জীবিত বা মৃত কোনো দলেই তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; খুব সম্ভব সে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছে।

রোশেনারা বিস্ময়ে ও বিষাদে অভিভূত হইয়া চীৎকার করিতে গিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিল; তাহার কণ্ঠ হইতে যে অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল তাহা ভাগ্যক্রমে অপর কেহ বিশেষ লক্ষ্য করিল না, কারণ সকলেই নিজের নিজের পরিচিত ব্যক্তিদের ভাগ্য ও অবস্থা আলোচনা করিতেই ব্যস্ত ছিল। রোশেনারা স্তব্ধ হইয়া শের আলীর ভাগ্য সম্বন্ধে অপর সকলের অনুমান ও মন্তব্য শুনিতেছিল; সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা হিংস্র বর্ব্বর ক্রূর শত্রুর কবলে বন্দী হওয়া যে কত ভয়ানক দুঃখাবহ ও যন্ত্রণাদায়ক তাহারই আলোচনা যখন ক্রমে ক্রমে অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিতে লাগিল তখন রোশেনারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল যে তাহার উদাসীনতা ও অবজ্ঞার সকল গর্ব্ব এবং তাহার সকল সাবধানতার অহঙ্কার একজন লোক কেমন অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে; একজন পুরুষ তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ ও গতির নিয়ন্তা হইয়া তাহাকে কতখানি খর্ব্ব ও পরাধীন করিয়া তুলিয়াছে!

রোশেনারা আরও একমাস দিল্লীতে থাকিয়া যুদ্ধের সংবাদ

সংগ্রহে বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু শের আলীর অদৃষ্ট যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহার উপর আলোকপাত করিতে পারে এমন একটি সংবাদও সে সংগ্রহ করিতে পারিল না। নিরাশায় উদ্বেগ-কাতর হইয়া সে কন্যার নিকট আগ্রায় ফিরিয়া চলিল। তাহার সখীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; বিষাদে দুশ্চিন্তায় ও অনুতাপে তাহার মন এমন অভিভূত হইয়া গিয়াছিল যে সে লোকালয়ে নিশ্চিন্ত আনন্দের মুখোস পরিয়া অভিনয় করিতে অক্ষম বোধ করিতেছিল।

তাহার কন্যাকে দেখিয়া তাহার শোক উদ্বেল হইয়া উঠিল; তাহার মনে হইল—ইহার আপনার বলিতে এখন কেবল আমিই রহিলাম; যে একদিন আমার স্থান গ্রহণ করিয়া ইহার স্নেহের অভাব সম্পূরণ করিতে পারিত সে হয়ত আজ বাঁচিয়া নাই।

রোশেনারা তাহার হাব্সী চরের নিকট হইতে শের আলীর যাহা হউক কোনো একটা খবর পাইবার উৎসুক প্রতীক্ষায় দুই মাস কাটাইল; কিন্তু তাহার কোনও সংবাদই সে পাইল না।

— ৮ —

শের আলীর এই নিরুদ্দেশ হওয়া তাহার স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-বিলোপ ও আত্মবিসর্জ্জন বলিয়া রোশেনারার সন্দেহ ও আশঙ্কা হইতেছিল। শের আলীর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে বসিয়া তাহার সংবাদের প্রতীক্ষা করা অসহ্য বোধ হওয়াতে রোশেনারা পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহার হাবসী ভৃত্য তাহার জন্য একটি উদ্যান-বাটিকা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিল, রোশেনারা কন্যাকে লইয়া সেই গৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যাকালে গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানের এককোণে বসিয়া রোশেনারা তাহার কন্যার খেলা দেখিতেছিল এবং যাহার মুখে যে লোকের আদল সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল তাহারই কথা সে চিন্তা করিতেছিল।

হঠাৎ তাহার এক দাসীর কথা তাহার কানে গেল—বেগম সাহেবা তাঁহার কন্যার সহিত বাগানের কোথাও আছেন।

অপর একটি কণ্ঠ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—কন্যার সহিত !

রোশেনারা চিনিতে পারিল সেই স্বর তাহার সখী দিল্-আরা বেগমের !

দুই সখীর সাক্ষাৎ ঘটিল, এবং উভয়ে উভয়কে বাহুপাশে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

দিল্-আরা স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিল—তোমার জন্য দুশ্চিন্তায় আমি স্বস্তি পাই না; তোমার কি এক গোপন দুঃখ

তোমার মুখ আজকাল বিষণ্ণ কালিমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে; তোমার পত্র কি এক দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া যায়; তাহার কারণ ঠিক জানিতে না পারিয়া আমার অসুখের অবধি থাকে না; তোমার দুঃখের ভার লইয়া তোমার বিজনবাসে ক্লান্ত মনকে সঙ্গদানে উৎফুল্ল করিয়া তুলিবার আশায় আমিও এখানে আসিয়াছি।

রোশেনারা যখন তাহার সখীর স্নেহানুরাগ ও দরদের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছিল তখন তাহার সখী তাহার কন্যাকে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে দেখিতেছিল দাসীরা সেই শিশুকে প্রভুকন্যার উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত সমাদর করিতেছে এবং সেই কন্যাও শিশুসুলভ অকারণ আহ্বানে বারংবার রোশেনারাকে মাতৃসম্বোধন করিতেছে।

রোশেনারা সখীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—আমি তোমার বিস্ময় কৌতূহল জানিতে পারিতেছি। হাঁ বহিন্, আমি তোমার নিকটে একটি কথা এতদিন গোপন রাখিয়া আসিয়াছি, আমি সাহস করিয়া তোমাকে সে কথা জানাইতে পারি নাই। আজ আমি তোমার কাছে অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়িয়া গিয়াছি, আর কিছু গোপন রাখিবার আবশ্যক নাই। আজ তুমি বিশ্রাম করো, আমিও মনকে প্রস্তুত করিয়া তুলি, কাল প্রভাতে তোমাকে আমার গোপন কাহিনী শুনাইব এবং তাহা শুনিলেই তুমি আমার বিষণ্ণতার কারণ বুঝিতে পারিবে।

দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি সত্ত্বেও দিল্-আরা রাত্রিতে একটুও ঘুমাইতে

পারিল না; তাহার সখীর জীবনে যে রহস্যজাল জড়ীভূত হইয়া ছিল তাহা উদ্ঘাটন করিবার কৌতূহল তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া দিল্-আরা তাহার সখীর সন্ধানে গেল; রোশেনারাও প্রস্তুত হইয়া সখীর আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল, সখী আসিতেই তাহাকে লইয়া সে বাগানে চলিল। রোশেনারা নির্জ্জনে উদ্যানের একান্তে সখীর নিকট জীবনের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করিবে বলিয়া তাহার পাশে পাশে নীরবে চলিতেছিল এবং একটা অনভ্যস্ত কুণ্ঠা ও লজ্জা অনুভব করিতেছিল।

উদ্যানের একান্তে প্রস্তর-বেদিকার উপর উপবেশন করিয়া অবশেষে ঈষৎ ইতস্তত করিতে করিতে রোশেনারা বলিতে আরম্ভ করিল—আমার গোপন কাহিনী তোমাকে শুনাইবার জন্য কতবার ইচ্ছা ও আগ্রহ জন্মিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহা অনুমোদন করিবে না বুঝিয়া তোমাকে বলিতে এতদিন বিলম্ব করিয়াছি। যে কন্যা তোমার কৌতূহল ও বিস্ময়ের পাত্রী হইয়াছে সে আমারই ক্ষুধিত তৃষিত মাতৃহৃদয়ের অমৃতমধুর স্নেহের মহার্ঘ আধার........আমার অবলম্বনহীন মন একটি সন্তানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু যে উদ্বাহ-বন্ধন উদ্বন্ধনের ন্যায় একবার আমার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল সেই বন্ধন পুনরায় যাচিয়া গলায় পরিতে প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা হয় নাই।...

সখীর এই স্বীকারোক্তি শুনিয়া দিল্-আরা বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া অবাক্ হইয়া গেল; তাহার বিস্ময় সে গোপন করিয়া মুখভাবে অপ্রকাশ রাখিতে পারিতেছিল না। কিন্তু রোশেনারা তাহাকে কথা বলিবার অবসর মাত্র না দিয়া তাহাকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের হঠকারী উপায় বিবৃত করিয়া শুনাইতে লাগিল, এবং অবশেষে সে তাহার কন্যার জন্মকাহিনী বর্ণনা করিল। তখন দিল্-আরা অবেগাতিশয্য দমন করিতে না পারিয়া সখীকে বাধা দিয়া বলিল—এই উন্মত্ত অনাচারের মধ্যেও এত হিসাব ও এত সাবধানতা! কত ক্ষতির বিনিময়ে তোমার এই লাভ! ইজ্জৎ ও জান্ বিপন্ন করিয়া এ কী পাগ্লামির খেলা! এত ক্ষতি স্বীকার কিসের জন্য? যে অসম্পূর্ণ আনন্দ চিরকাল গোপন রাখিয়া কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইবে তাহারই জন্য! ভাবাবেগে ও কল্পনার মোহে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া যে আকাশকুসুম তুমি চয়ন করিয়াছ তাহা লোক-লোচনের সম্মুখে ধরিবার সাহস ও স্পর্দ্ধা তোমার যখন নাই তখন এই খামখেয়ালীর দাসত্ব করিয়া নিজেকে স্বাধীন প্রমুক্ত ভাবিবার মোহ তোমার কোথা হইতে জন্মিল! যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমার উপদেশ শুন, এই স্নেহের দুলালী কন্যার জনককে তাহার পিতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করো; তুমিও স্বাভাবিক স্নেহ প্রীতি অনুরাগের মধুর আস্বাদ এবং গৃহস্থালীর সুখকর আনন্দ হইতে আর বঞ্চিত থাকিও না।

রোশেনারা তাহার কণ্ঠবীণায় বিষণ্ণ হতাশার রাগিণী

বাজাইয়া বলিল—হায়, সে সৌভাগ্য এখন আমার আয়ত্তাতীত! আমি আমার ভ্রান্তি ও অহঙ্কারের যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করিতেছি; বিধাতার অমোঘ দণ্ড আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে গিয়া আমার সমস্ত সুখও চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে! তোমার স্বামীর সহকারী সেই নূতন দশহাজারী মন্‌সব্‌দার শের আলীর কথা তোমার মনে আছে বোধ হয়?

দিল্‌-আরা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—কী! শের আলীই এই ব্যক্তি? হায় হায়, তুমি এ কী করিয়াছ? তোমার জন্য আমার বিশেষ দুঃখ হইতেছে। এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে তোমার কি ভ্রান্তিতে তোমার সুখের ও মানসিক শান্তির এই সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে; যে শাস্তি ও দণ্ড তুমি ভোগ করিতেছ তাহা তোমার মূঢ়তার উপযুক্ত প্রাপ্য। এখন অতীত ভ্রম সংশোধন করিবারও আর কোনও উপায় নাই। তুমি কায়মনে যাহার স্ত্রী তাহার নামে নিজের পরিচয় দিবার উপায় পর্যন্ত তুমি রাখ নাই; তুমি মাতা, কিন্তু সেই গৌরব প্রকাশ করিবার সুযোগ তুমি হারাইয়াছ! যাহা করিয়াছ তাহা অকুতোভয়ে প্রকাশ করিবার সাহস ও স্পর্দ্ধা তুমি সংগ্রহ করিতে পার নাই, এখন আরও পারিবে না; প্রকৃতিগত হৃদয়ভাব ও গর্ব ও গৌরবের সম্পর্ক চিরজীবন গোপন রাখিয়া তোমাকে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া থাকিতে হইবে; স্ত্রীলোকের জীবনের মধুরতম আনন্দ—স্বামী ও সন্তানলাভের গৌরব হইতে সামান্যতম নারীও বঞ্চিত থাকে না, কিন্তু তুমি সুন্দরী প্রভাময়ী ধনশালিনী,

প্রকৃতি ও অদৃষ্টের দ্বারা প্রচুর পুরস্কৃতা হইয়াও তোমার নিজের উৎপথগামী খামখেয়ালী কর্ম্মদোষে তুমি নিজেকে করায়ত্ত সৌভাগ্য ও আনন্দ হইতে প্রবঞ্চিত করিয়াছ! কিন্তু এই ব্যাপারের মধ্যে শুধু মনোনীত স্বয়ংবৃত স্বামীকে প্রবঞ্চনা করার হীনতা মূঢ়তা মাত্রই নাই; আমি তোমার হৃদয়ের পরিচয় পাইতেছি;—তোমার গর্ব্ব চেষ্টা করিয়াও তোমার হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় তোমার নিজের নিকটে ও তোমার বন্ধুদের নিকটেও গোপন রাখিতে পারিবে না। তোমার হৃদয় আর তোমার বশে নাই, তুমি উহা অনিচ্ছাতে ও অজ্ঞাতসারে দান করিয়া ফেলিয়াছ, তুমি ভালোবাসিয়াছ.........

সখীর এই কথা শুনিয়া রোশেনারা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিল; তাহার আঙুলের ফাঁক দিয়া গলিয়া গলিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল।

দিল্-আরা সখীর নিকটে সরিয়া বসিয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকে চাপিয়া স্নেহবিগলিত করুণা-মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল—রোশেনারা, বহিন্, তোমাকে কাঁদিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি আমি তোমাকে এমন ভালোবাসি যে আমি তোমার বিচারক হইবার উপযুক্ত নই। যে ভুল সংশোধন করিবার উপায় ও সম্ভাবনা আছে তাহার জন্য আর বৃথা শোক করিও না; আশা করি শের আলী এখনও জীবিত আছেন এবং তোমার সকল ভ্রান্তি ও অপরাধ তিনি মার্জ্জনা ও ক্ষমা করিবেন।

সখীর শেষ কথা শুনিয়া রোশেনারার বিগলিত অশ্রুধারা স্থগিত হইয়া গেল, সে অহঙ্কার-দৃপ্ত স্বরে বলিয়া উঠিল—ক্ষমা! মার্জ্জনা! না পিয়ারী, ক্ষমা মার্জ্জনা দেওয়া ও লওয়ার ব্যাপারে আমি নাই। আমি স্বীকার করি আমি অন্যায় করিয়াছি, কিন্তু তাহা আমার মনের দুর্ব্বলতার জন্য নহে; আমি যাহা করিয়াছি তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া, বহুকাল দুঃখভোগের পর সেই দুঃখ বিমোচনের জন্য বিশেষ মৎলব মনে রাখিয়া। সত্য বটে যে-ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া আমার মৎলব হাসিল করিতে পারিয়াছি তাহার দুরদৃষ্টের জন্য আমার দুঃখ বোধ হইতেছে, এবং তাহার জীবনের স্বচ্ছন্দ শান্ত প্রবাহ যে আমার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং হয়ত অকালে সমাপ্ত হইয়াও গিয়াছে তাহার জন্য আমি অনুতপ্ত হইতেছি; যতদিন সন্ধান জানিতে না পারিতেছি যে সে জীবিত আছে ততদিন আমার মনের সুখ শান্তি ফিরিয়া পাইব না; কিন্তু তাই বলিয়া যে আমার মতি পরিবর্ত্তিত হইবে এবং আমি আমার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া পরের নিকট নিজেকে দুর্ব্বলচিত্ত অবলা রমণীরূপে পরিচিত করিব তাহা মনে স্থান দিও না।

দিল্-আরা দেখিল এখনই তাহার সখীর সংস্কার বা অহঙ্কার দূর করিবার চেষ্টা করা বৃথা; সে সেই মুহূর্ত্ত হইতে সখীর সহিত কেবলমাত্র শের আলীর বিষয়েই ক্রমাগত আলাপ করিতে লাগিল এবং শের আলীর প্রতি রোশেনারার মনে যে অস্পষ্ট অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহাকে তাহার অজ্ঞাতসারে

নিরন্তর আলোচনার দ্বারা উজ্জ্বলতর স্পষ্টতর ও বলবত্তর করিয়া তুলিতে লাগিল।

দিল্-আরা তাহার বিবাহিত জীবনের যে আনন্দোজ্জ্বল মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়া রোশেনারার সমক্ষে ধরিতেছিল তাহাতে ইঙ্গিতে এই বুঝাইতে চাহিতেছিল যে সেও ইচ্ছা করিলে এইরূপ সুখ ও আনন্দের রসাস্বাদ করিতে পারিত। রোশেনারা অন্তরে অন্তরে মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইতেছিল, কিন্তু তাহার সখীর উপদেশ শুনিলেই সে উপেক্ষাভরে হাস্য করিত এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহার চির-পোষিত মরীচিকা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার প্রস্তাবে বিরক্ত হইয়া উঠিত; সে বলিত—উহার জন্য সে যে এত ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে তাহা কি অবশেষে ত্যাগ করিবার জন্য! কিন্তু এক বিষয়ে উভয় সখীর মতের মিল হইয়াছিল—উভয়েই কামনা করিতেছিল যে শের আলী শীঘ্রই ফিরিয়া আসুক।

একদিন রোশেনারা ও দিল্-আরা একত্র বসিয়া তাহাদের প্রিয় প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিল। তখন একজন ভৃত্য আসিয়া তাহাকে খবর দিল যে একজন পথিকের ভৃত্য তাহার প্রভুর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে—তাহার প্রভু অত্যন্ত পীড়িত ও অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সে উটের গাড়ীতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক পরদুঃখকাতরতা ও করুণার বশে রোশেনারা তৎক্ষণাৎ হুকুম দিল যে পীড়িত বিপন্ন লোকটিকে

তাহার ভৃত্যের সহিত গৃহে আশ্রয় দিবার এবং শুশ্রূষার ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হোক, এবং ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সখীর সহিত মূর্ছিত অচেতন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য উঠিয়া চলিল।

পীড়িত ব্যক্তিকে ধরাধরি করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া তৃণবিরল ভূমির উপর শোওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, সে অচেতন নিস্পন্দ পাণ্ডুর-মূর্তি ও শোণিতাপ্লুত; তাহার ভয়ার্ত ভৃত্য বলিতেছিল তাহার প্রভুর ক্ষত উন্মুক্ত হইয়া আবার শোণিতস্রাব হইতেছে, আর তাঁহার বাঁচিবার কোনো আশা নাই।

ঠিক এই সময়ে রোশেনারা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার সম্মুখবর্তী ধূলিশয়ান নিস্পন্দ অচেতন মূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই সে ভয়ব্যাকুল আর্তকরুণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং সখীর স্কন্ধের উপর মুখ লুকাইয়া বাষ্পবিকৃত চাপা স্বরে বলিয়া উঠিল—এই সেই! সে আমার একেবারে চোখের সামনে মরিতে আসিয়াছে।

দিল্‌-আরা মৃদুস্বরে বলিল—খোদার দোহাই, বুকে জব্ বাঁধো, সাহস অবলম্বন করো, নিজেকে ধরা দিও না।

রোশেনারাকে প্রকৃতিস্থ করিবার পক্ষে সখীর এই কয়টি কথাই যথেষ্ট হইল; অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করিয়া রোশেনারা সকল বল সঞ্চয় করিয়া প্রকৃতিস্থ হইল, এবং সেই মূর্ছাপন্ন প্রিয় অতিথিকে তাহার গৃহে বহন করিয়া লইয়া যাইতে ভৃত্যদের আদেশ করিল।

শের আলীর চৈতন্য হইলে সে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল যে সে একটি শয্যায় শুইয়া আছে এবং একজন হকিম তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার ক্ষতমুখে ঔষধ-প্রলেপ দিয়া পটী বর্দ্ধন করিয়া দিতেছে; সে বুঝিতে পারিল দয়া ও মমতায় যাহা কিছু পাওয়া সম্ভব সে সমস্তের কিছুই তাহার অভাব নাই। সে তাহার ভৃত্যকে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, এবং ভৃত্যও কি কি ঘটিয়াছে তাহা বলিবার জন্য উৎসুক হইয়া বলিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু হকিম তাহাকে বাধা দিয়া তাহাকে নীরব থাকিতে আদেশ করিলেন এবং রোগীর যে বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক তাহা সকলকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

রোশেনারা পীড়িত ব্যক্তির সংবাদের জন্য উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল; যখন সে জানিল যে রোগী অত্যন্ত রক্ত ক্ষরণের জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং এই অবস্থায় তাহার জ্বর হইলে তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম তখন সে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। রোগীর মনে কোনোরূপ উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য না ঘটে, রোগী যাহাতে পূর্ণ বিশ্রাম ও শান্তি পায় তাহার জন্য হকিম বারবার সকলকে বুঝাইয়া দিয়া গেল।

স্থির হইল যে রোশেনারা রোগীর কক্ষে যাইবে না; কিন্তু

অন্তরালে থাকিয়া তাহার সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে অহর্নিশি ও অনুক্ষণ যত্নবতী থাকিবে।

পরদিন প্রত্যূষে রোশেনারা রোগীর কক্ষদ্বারে আসিয়া রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে তাহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল রাত্রে তাহার জ্বর হইয়াছে এবং রোগী প্রলাপ বকিতেছে। রোশেনারার মন অশুভ আশঙ্কায় ব্যাকুল ও হতাশ হইয়া উঠিল; তখন সে বুঝিতে পারিল যে শের আলী তাহার কতখানি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং তখন সে নিজের কাছেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে শের আলী ভিন্ন সে এ জীবনে কখনো সুখী হইতে পারিবে না। তাহার গর্ব ও মিথ্যা সংস্কারের আর কিছুই অবশেষ থাকিল না, তাহার সমস্ত মন প্রাণ শের আলীর বিপদের আশঙ্কায় আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া উঠিল। তাহার ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্য দেখিয়া দিল্-আরা আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিল, পাছে শের আলীর এই সঙ্কটময় অবস্থায় রোশেনারা তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া অনর্থ ঘটায়; সেইজন্য দিল্-আরা সমস্ত দিন তাহার সখীকে রোগীর কক্ষ হইতে দূরে রাখিয়া আগলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু রাত্রিকালে যখন গৃহের সকল লোক নিদ্রামগ্ন তখন রোশেনারা একাকিনী বিনিদ্র হইয়া নিশীথিনীর স্তব্ধ অন্ধকারে শের আলীর কথা চিন্তা করিতেছিল; সেই অন্ধকার রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা তাহার ভয় ও দুঃখ অসহ্য করিয়া তুলিল; সে তাহার দুশ্চিন্তার সহিত সংগ্রাম করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ

করিয়া উঠিল এবং সন্তর্পণে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে বারান্দা দিয়া শের আলীর কক্ষদ্বারে গিয়া উপনীত হইল। শের আলী জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছিল, এবং তাহার দুর্ব্বল কম্পিত কণ্ঠের যন্ত্রণাকাতর প্রলাপধ্বনি অসংলগ্নভাবে রোশেনারার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নিজের ব্যাকুলতা ছাড়া আর সব কিছু ভুলিয়া সে ধীরে ধীরে কপাট খুলিল এবং নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

শের আলীর ভৃত্য প্রভুর পালঙ্কের পার্শ্বে নিদ্রিত; সেই প্রহরের পালায় নিযুক্ত শুশ্রূষাকারিণী দাসীও বসিয়া বসিয়া ঘুমে ঢুলিতেছে। স্তিমিত প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে রোশেনারা দেখিল যে মুখশ্রী তাহার স্মৃতিপটে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে সেই মুখখানি মাত্র শুভ্র শয্যার উপর অনাবৃত দেখা যাইতেছে; শোণিতক্ষয়ে পাণ্ডুর শীর্ণ মুখ জ্বরের তাপে আলোহিত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং চোখ দু'টি লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে; জ্বরের প্রকোপে গুরু শ্বাস প্রশ্বাস বহিলেও তাহার দুর্ব্বল বক্ষের স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তাহার অঙ্গের লঘু কোমল রেশমী বস্ত্রাবরণ তাহার বুকের উপর যেন ভারী হইয়া চাপিয়া পড়িয়া আছে। দরজার পাশে একটি চৌকীতে রোশেনারা অবশ শিথিল হইয়া বসিয়া পড়িল এবং মুমূর্ষু প্রিয়তমের এই অবস্থা আর দেখিতে না পারিয়া দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া ফেলিল; আঙুলের ফাঁক দিয়া অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

রোশেনারার রুদ্ধ রোদনের ঈষৎ শব্দে শের আলীর অবসাদ-আচ্ছন্ন চেতনা ক্ষণিক-উত্তেজনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে প্রলাপ বকিতে লাগিল—সে কি আসিল? সে কি আসিবে? আমার ত মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাহাকে দেখিতে চাই। তাহাকে বলো আমি মরিতেছি। কিন্তু সে কোথায়? কোথায় তাহাকে পাওয়া যাইবে? তাহার ঠিকানা কে জানে? আমি ত তাহাকে হারাইয়াছি·· ···তাহাকে এ জন্মের মতন হারাইয়াছি!

শের আলী ক্লান্ত হইয়া একটু থামিয়া আবার প্রলাপ বকিতে লাগিল—আমার কন্যা......তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। আমি যখন মরিতে যাইতেছি তখনও কি সে আমাকে আমার কন্যার মুখ একটিবার দেখিতে দিবে না? হায় বেচারী শিশু, তোমার পিতাকে খুঁজিতে চেষ্টা করিও না, তোমার পিতা নাই। তোমার পিতা তাহার শেষ মুহূর্ত্তে শুভ আশীর্ব্বাদে তোমার সকল বালাই লইয়া যাইতে পারিল না এই দুঃখ!

রোশেনারার নিকটে এই বিলাপ একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শের আলী সেই ক্রন্দন-শব্দে চকিত চমকিত হইয়া মাথা একটু ফিরাইল, কিন্তু তাহার লক্ষ্যহীন দৃষ্টি কিছুই দেখিতে পাইল না। সে আবার প্রলাপ বকিতে লাগিল—সমস্তই রহস্যজালে আবৃত। অবগুণ্ঠিতার সহিত অন্ধকারে মিলন-অভিসার! তোমাকে আমার সমস্ত অন্তর দিয়া প্রার্থনা করিয়াছি, সমস্ত

দেহ মন দিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি, সর্ব্বস্ব দিয়া তোমার পূজা করিয়াছি; তোমাকে বাহুপাশে নিবিড় আলিঙ্গনে বক্ষে পাইবার সৌভাগ্য আমার জুটিয়াছে। কিন্তু ঐ অবগুণ্ঠন আমার সকল আনন্দ লুণ্ঠন করিয়া রাখিল!......ঘুচাও ঐ আবরণ, ছিন্ন করো এ রহস্যজাল! তুমি পলাতকা, তুমি আলেয়া, তুমি অদর্শনা হইয়াই থাকিবে? না না, তোমাকে আমি আর পলাইতে দিব না......

এই কথা বলিতে বলিতে শের আলী শূন্যে দুই হাত প্রসারিত করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রোশেনারা ছুটিয়া শের আলীর পালঙ্কের পার্শ্বে গিয়া ব্যাকুল ভীত স্বরে বলিয়া উঠিল—উঠিও না, তুমি উঠিতে চেষ্টা করিও না।

শের আলী চকিত ও চমকিত হইয়া দ্বিধা-ভরে এক মুহূর্ত্ত রোশেনারার দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিল; তাহার পর যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিল—উঃ! ক্রমাগত স্বপ্ন দেখিতেছি! একটু যদি ঘুম আসিত।

রোশেনারার চীৎকারে দাসীর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া অর্দ্ধোত্থিত শের আলীকে শয্যায় শোওয়াইয়া দিতে গেল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রোশেনারা শের আলীকে দুই বাহু দিয়া সন্তর্পণে কোমলভাবে স্নেহভরে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল; শের আলী সেই আলিঙ্গনের সুখস্পর্শে রোগ-

যন্ত্রণা ভুলিয়া পরম আরামে রোশেনারার উদ্বেগ-কম্পিত বক্ষের উপর ক্লান্ত মস্তক ন্যস্ত করিয়া স্থির হইয়া রহিল; তাহার পর ক্রমে ক্রমে শান্ত অস্বপ্ন নিদ্রায় তাহার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে দিল্-আরা সেই কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে প্রভাতে উঠিয়া রোশেনারাকে তাহার কক্ষে দেখিতে না পাইয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছিল; রোগীর গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে মুক্ত দ্বার দিয়া সে দেখিতে পাইল তাহার সখী রোগীকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া আছে। এই দৃশ্য দেখিয়া সে বিস্মিত ও ভীত হইয়া দ্রুতপদে কক্ষ-মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দেখিল রোগী রোশেনারার বক্ষে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রার শান্তি সম্ভোগ করিতেছে এবং রোশে-নারা শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া তাহার প্রিয়তমের মুখের উপর ঝুঁকিয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছে; উদ্গলিত অশ্রুধারায় তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া তাহার প্রিয়-দর্শনে ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল, কিন্তু সে চেষ্টা করিয়াও অশ্রুপ্রবাহ রোধ করিতে পারিতেছিল না। •

দিল্-আরা রোশেনারার পার্শ্বে দ্রুত নিঃশব্দ পদে অগ্রসর হইয়া গিয়া মৃদু স্বরে বলিল—এখানে কেন তুমি রোশেনারা? এ কী তোমার অবিবেচনা?

রোশেনারা বাষ্পসংরুদ্ধ ক্রন্দনকম্পিত মৃদু কণ্ঠে বলিল—আমাকে বিরক্ত করিও না। এই হতভাগ্যের আরোগ্য বা মৃত্যু যাহা হয় একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত কেহই কিছুতে

আমাকে ইহার শয্যা ত্যাগ করাইতে পারিবে না। আমি ইহাকে ভালোবাসি, আমি ইহার, ইহা যদি কেহ জানে ত জানুক, আমি আর কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। আমি যে-অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছি তাহার এই ন্যায্য দণ্ড। এ শুধু বাঁচিয়া উঠুক। আমি আর কিছু চাই না। আর কিছুকেই আমি ভয় করি না।

নিদ্রিত রোগীর শান্তি ভঙ্গ করিবার ভয়ে দিল্‌-আরা আর কিছু বলিতে পারিল না; রোশেনারাও নীরবে বসিয়া রহিল এবং শের আলী গভীর শান্ত নিরুপদ্রব নিদ্রায় অভিভূত হইয়াই রহিল।

অনেকক্ষণ নিদ্রিত থাকার পর শের আলী জাগ্রত হইয়া নিদ্রাভারাতুর অক্ষিপল্লব উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; চক্ষু অর্দ্ধ-উন্মীলিত করিয়াই তাহার দৃষ্টিতে পড়িল রোশেনারার সংরুদ্ধ আবেগে থরথর-কম্পিত মূর্ত্তি। শের আলী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল; আবার পরক্ষণেই চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দুর্ব্বল ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—আমি কোথায়?

শের আলী দেখিল যে একটি স্ত্রীলোক তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া আছে। সেই স্ত্রীলোককে দাসী বলিয়া ভ্রম করা কিছুতেই যায় না; তখন সে তাহার বুক হইতে মাথা নামাইয়া বালিশে রাখিবার জন্য চেষ্টিত হইল; ইহা দেখিয়া রোশেনারা ধীরে ধীরে তাহাকে শয্যায় শোওয়াইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি দরজার পাশে পর্দ্দার আড়ালে গিয়া আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইল। শের

আলীর দৃষ্টি এখন আর পূর্ব্বের মতন শূন্য লক্ষ্যহীন ছিল না, তাহার দৃষ্টিতে বিস্ময় ও সন্দেহ ভরিয়া তুলিয়া সে লুক্কায়িত রোশেনারাকে ভালো করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আবেগ-কম্পিত ক্ষীণস্বরে অতি কষ্টে সে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতে পারিল—এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম? তবে কি......

পর্দ্দার আড়ালে আরো সঙ্কুচিত হইয়া ভয়ে ও লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়া রোশেনারা মনে মনে ভাবিল—সে আমাকে চিনিতে পারিয়াছে!

শের আলী তাহার ক্লান্ত দৃষ্টি রোশেনারার দিকে নিবদ্ধ করিয়া তখনও বলিতেছিল—বারে বারে কত রঙে এ কী তোমার কৌতুকলীলা? যে ছবি হৃদয়ের উপর শোণিত-লেখায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে তাহারই আদল তাহারই প্রতিবিম্ব বারে বারে আমার দৃষ্টির সম্মুখে ভ্রান্তি রচনা করিতেছে! যেখানে সুন্দর যেখানে মমতা সেখানেই তাহাকে দেখিতেছি বলিয়া ভ্রম করিতেছি!

হকিম সাহেব ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—চুপ! চুপ! কোনো কথা নয়! একেবারে নিঃশব্দ নির্বাক হইয়া অবোলা শিশুর মতন শুইয়া থাকো। নড়া-চড়া পর্য্যন্ত নিষেধ, চিন্তা করাও বারণ। কেবল সাহস ও আশায় ভর করিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রা ও ভগবানের কোলে আপনাকে সমর্পণ করো।

হাকিম রোগীকে পরীক্ষা করিয়া প্রসন্ন বদনে বলিল—গত রাত্রে ঘুম হওয়াতে রোগীর অবস্থা অনেক ভালো ও আশাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে, জ্বর কমিয়া গিয়াছে, আর যদি জ্বর না বাড়ে তাহা হইলে রোগী এ যাত্রা রক্ষা পাইল জোর করিয়া বলা যাইতে পারিবে।

রোশেনারা নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া হকিমের আশাপ্রদ বাক্য যেন পান করিতেছিল। তাহার আনন্দের আতিশয্য সে অন্তরে গোপন রাখিতে পারিল না, তাহার রাত্রি-জাগরণ-পাণ্ডুর অশ্রুসিক্ত গণ্ডে আবার মনোহর লালিমা বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল।

রাত্রি আসিলে রোশেনারা কাহারো নিষেধ না শুনিয়া জেদ করিয়া শের আলীর গৃহের এক কোণে পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া জ্বরের মারাত্মক পুনরাক্রমণের আশঙ্কায় জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রিতে জ্বর আসিল না, রাত্রি ভালোয় ভালোয় কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে হকিম আসিয়া রোগীকে দেখিয়া বলিল—বিপদের কোনো আশঙ্কা নাই। কিন্তু সকলের ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে দীর্ঘ সময় লাগিবে, ক্ষত ধীরে ধীরে পূর্ণ হইবে, এবং ক্ষত সম্পূর্ণ জুড়িয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে বিরক্ত উত্তেজিত বা নাড়া-চাড়া করিলে দ্বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

রোশেনারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া কেবলমাত্র শান্ত সমবেদনার

ভাবে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিল; কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমাগত শুশ্রূষার দ্বারা শের আলীকে নষ্টপ্রায় জীবনে ও জীবনের নষ্ট সুখ ও আনন্দে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবার সম্ভাবনায় এবং শুশ্রূষার উপলক্ষ্য করিয়া শের আলীর সহিত মধুর ঘনিষ্ঠ প্রীতি বিনিময়ের আশায় তাহার অন্তর আনন্দের আবেগে উল্লসিত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল।

ইহার পর রোশেনারা ও তাহার সখী দিল্‌আরা কদাচ শের আলীর গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইত। তাহারা উভয়ে গল্প করিয়া হাসিয়া পুস্তক পাঠ করিয়া গান বাজনা করিয়া রোগীর মন প্রফুল্ল ও নিশ্চিন্ত রাখিতে চেষ্টা করিত। রোশেনারা প্রাণ মন নিবিষ্ট করিয়া রোগীকে পাহারা দিত, এবং তাহার অভাব মুখ ফুটিয়া বলিবার আগেই অনুমান করিয়াই তৎক্ষণাৎ পূরণ করিত; সে এত সহজ আগ্রহে এত খুটিনাটি বিষয়ে অবহিত হইয়া শের আলীর সেবা করিত যে তাহার আরামের কিছুমাত্র অভাব ঘটিত না, অথচ রোশেনারা সেবা উপলক্ষ্য করিয়া নিজেকেই প্রধান ও প্রকট করিয়া তুলিত না।

কথায় কথায় শের আলীর নিকট হইতে রোশেনারা জানিতে পারিল শের আলী কাবুলের যুদ্ধে মারাত্মক আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া ছিল, একটি স্ত্রীলোক তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া দয়া করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হইতে তুলিয়া নিজের গৃহে লইয়া যায় এবং গোপনে তাহাকে সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকে; সে আরোগ্য লাভ করিতেছিল, কিন্তু একদল শত্রু সেই

গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তাহাকে বাধ্য হইয়া তাহার আশ্রয়দাত্রীর গৃহ হইতে পলায়ন করিতে হয়। অনেকবার ধরা পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়া সে পেশোয়ারে আসিয়া পৌছিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পথের পরিশ্রমে ও অনিয়মে তাহার ক্ষতমুখ উন্মুক্ত হইয়া শোণিতস্রাব হওয়াতে সে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল।

এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রোশেনারা বুঝিতে পারিল যে তাহার হাব্‌সী ভৃত্য কেন এতদিন শের আলীর কোনো সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

— ১০ —

গৃহে নূতন অতিথির আগমনে একমাত্র শিশু শিরিন্‌ দুঃখ বোধ করিতেছিল এবং ইহাতে তাহার দুঃখিত হওয়া নিতান্ত অন্যায় বলা যায় না, কারণ সেই অতিথি আসা অবধি সে আর তাহার মাতার সহিত খেলিতে পায় না, তাহার মাসী দিল্‌-আরারও দেখা মেলা ভার হইয়া উঠিয়াছে ; তাহারা যে-ঘরে সদা সর্ব্বদা থাকে সেই ঘরে তাহার প্রবেশ নিষেধ, কারণ তাহার আনন্দোল্লসিত চঞ্চল আচরণে রোগীর মন চঞ্চল হইতে পারে এই আশঙ্কায় তাহাকে সযত্নে দূরে রাখা হয়। অধিকন্তু রোশেনারার মনে কি এক অহেতুক লজ্জা ও ভয় বোধ হইতেছিল, পাছে শের আলী শিরিন্‌কে দেখিয়া তাহাকে চিনিয়া ফেলে। শিরিন্‌কে দূরে রাখা হইলেও সে সদা সর্ব্বদা সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিত কোন্ ফাঁকে সে একবার ছুটিয়া গিয়া নিষিদ্ধ

কক্ষে উঁকি মারিতে পারিবে; সে আজন্ম মাতার নিরন্তর সাহচর্য্যে অভ্যস্ত; যে ব্যক্তি অকস্মাৎ মাতার সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে তাহার উপর শিরিনের একদিকে যেমন খুব রাগ হইতেছিল অপরদিকে তেমনই তাহাকে দেখিবার কৌতূহল ও আগ্রহ দুর্ণিবার হইয়া উঠিতেছিল।

একদিন সে তাহার সকল পাহারাওয়ালার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া আগন্তুক রোগীর কক্ষদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল, সে ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে কপাটে হাত দিল, একবার চারিদিকে চাহিল, তাহার কোমল করস্পর্শে ভেজানো দরজা ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল; সে তাহার সুন্দর মাথাটি সম্মুখে ঝুঁকাইয়া দরজার ফাঁক দিয়া ভিতরে উঁকি মারিল; তাহার ভয়চকিত কৌতূহলী চোখ দুটির বিস্মিত দৃষ্টি শয্যাগত রোগীর উপর গিয়া পড়িল; এই একটা লোক তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া যে এই ঘরে ঢুকিয়াছে তাহার পরে একদিনও একবারের তরেও সে বাহিরে আসে নাই, ইহা শিরিনের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত আশ্চর্য্য ও রহস্যময় বলিয়া বোধ হইত,—ইহাকে সে এতদিনের মধ্যে একদিনও দেখিতে পায় নাই। তাহার, মা ও মাসী দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া শের আলীর সহিত গল্প করিতেছিল; নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া গেলে তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই, কিন্তু শয্যায় শয়ান শের আলীর মুখ সেই দরজার দিকে ফিরানো ছিল বলিয়া দরজার ফাঁকে সুন্দর মুখখানি উঁকি মারিতেছে সে তাহা দেখিতে পাইল. দেখিবা

মাত্র সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—এই সুন্দর মেয়েটি কাহার? কোথা হইতে আসিল?

অপরিচিত লোকের মুখে এই বিস্ময়-প্রশ্ন উচ্চারিত হইবামাত্র শিরিন্ ভয়ে ও লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা সরাইয়া লইয়া পলায়ন করিল; কিন্তু তাহার মাতা মুখ ফিরাইয়া তাহার পলায়মান মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া স্পন্দিত-হৃদয়ে আরক্ত-গণ্ডে কম্পিত-কণ্ঠে তাহাকে অভয় দিয়া নিকটে ডাকিল, এবং সে নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে গিয়া ধরা পড়ার লজ্জায় এবং নূতনের সহিত পরিচয়ের কৌতূহলে ও সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হইয়া ধীরে ধীরে পা ঘসিতে ঘসিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাতার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল; রোশেনারা তাহাকে কোলে তুলিয়া শের আলীর কোলের কাছে বসাইয়া দিল।

এই সুন্দর মেয়েটিকে দেখিবামাত্র শের আলীর মনে স্মৃতির ঠেলাঠেলি লাগিয়া গেল এবং তাহার মন কেন যে অকস্মাৎ বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল তাহা সে স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও সে স্নেহভরে তাহার দিকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া চুম্বনে আদরে আচ্ছন্ন করিয়া দিতে লাগিল। কিছু পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া শের আলী রোশেনারাকে তাহার কন্যার জন্মের তারিখ জিজ্ঞাসা করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে অন্তরের আবেগ ও আগ্রহ গোপন রাখা গেল না।

রোশেনারা ধরা পড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়া বিব্রত হইয়া থতমত খাইয়া শিরিনের জন্ম-তারিখ এক বৎসর পিছাইয়া দিয়া একটা মিথ্যা দিন উল্লেখ করিল।

শের আলী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি ইহার বয়স একটু কম মনে করিয়াছিলাম।

এই কথা বলিয়া সে গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল।

শের আলী চিন্তান্বিত হইয়াছে দেখিয়া দিল্-আরা শিরিনকে তাহার নিকট হইতে সরাইবার অভিপ্রায়ে শিরিনকে খেলা করিতে যাইতে অনুরোধ করিল। এই অনুরোধ শুনিবামাত্র শের আলী চমকিত হইয়া শিরিনকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, শিরিনও শের আলীর আদরে লজ্জা ভয় ভুলিয়া গিয়াছিল, এখন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিল।

রোশেনারা অনাস্বাদিত নূতন সুখের হাসিতে তাহার সুন্দর মুখ উদ্ভাসিত করিয়া বলিল—এই শিশুর আগমনে আপনার মন অত্যন্ত চিন্তাকাতর হইয়া উঠিতেছে দেখিতেছি, ইহাকে আপনার নিকট ডাকিয়া আনা আমার উচিত হয় নাই; আপনাদের দুজনকে এখন ছাড়াছাড়ি করিতে হইবে।

শের আলী ক্ষুণ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল—হায় খানুম, আপনি যদি জানিতেন যে এই বালিকা আমাকে কাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে তাহা হইলে এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা করিতে পারিতেন না।

রোশেনারা ঈষৎবিকশিত মধুর হাস্যে বলিল—রাজা তোডর-

মল্লের গৃহে যুদ্ধবিদায়ের ভোজের সভায় চিকের আড়ালে সেনাপতিদের সহধর্ম্মিণীরাও নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন; সেই মহিলা-সভায় আমিও ছিলাম। সে দিন আপনি যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা এত শীঘ্র ভুলিবার নয়; সেই গল্পের নায়ক যদি আপনি হন তাহা হইলে আপনার চিন্তার কারণ আন্দাজ করা……

সেই নিমন্ত্রণ-সভায় চিকের আড়ালে যে ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া শের আলীর মনে তাহার অদর্শনা পলাতকা প্রেয়সী বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, সেই ছায়ামূর্ত্তি এই রোশেনারার বলিয়া এখন তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল। তাহার মনে বিতর্ক উপস্থিত হইল—সেই কি এই? এই কি সেই?—কিন্তু এই রোশেনারা এখনই বলিল সে সেখানে সেনাপতির সহধর্ম্মিণীর অধিকারে উপস্থিত ছিল। এই কথায় তাহার সমস্ত চিন্তাসূত্র জট পাকাইয়া গেল; সে কিছুতেই তাহার সন্দেহের ও সমস্যার জটিলতার সমাধান করিতে না পারিয়া হতাশ করুণস্বরে বলিল—হাঁ খানুম, সেই হতভাগ্য প্রতারিত ব্যক্তি আমিই। যদিও সে আমাকে প্রতারণা করিয়া স্বয়ম্বরের ছলনায় ভুলাইয়া অবশেষে ত্যাগ করিয়াছে, তথাপি আমি আমার বিরক্তি সত্ত্বেও সেই অদর্শনা পলাতকা অপরিচিতার স্বপ্নস্মৃতির নিকটে একনিষ্ঠার বিশ্বাস রক্ষা করিয়া আসিতেছি; ছায়ার জন্য শোক করিয়া মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া এখন না পারিতেছি মরিতে আর না পারিতেছি সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনটাকে ইহলোকে ধরিয়া রাখিতে।

রোশেনারা তাহার অশ্রু রোধ করিতে পারিতেছিল না, পাছে সে ধরা পড়িয়া যায় সেইজন্য ভয়ে ভয়ে সে বলিল- তবে আপনি এখনো সেই অপরিচিতাকে ভালোবাসেন ?

শের আলী বলিল—আমি ঠিক বুঝিতে পারি না যে আমি এখনো তাহাকে ভালোবাসিবার মতন দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া আছি কি না ; কিন্তু আমাদের মিলন, তাহার সঙ্গের অনির্ব্বচনীয় সুখ, তাহার মহিমান্বিতা শ্রী, এবং এমন কি তাহার খামখেয়ালী আচরণ পর্য্যন্ত আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া আছে ; সে আমার অন্তর ও আত্মাকে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, আমার জীবনের আনন্দ হরণ করিয়া তাহার স্বচ্ছন্দগতিতে সে বাধা দিয়াছে।

রোশেনারা হৃদয়-ভাঙা কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল—হায় ! এমন নিষ্ঠার এ জগতে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হওয়া উচিত। আপনি নিশ্চিত জানিবেন এমন একদিন শীঘ্রই আসিবে যেদিন সেই দর্পিতা গৌরবিনী নিজের হীনতা উপলব্ধি করিয়া বিনীত নম্র কোমল ভাবে আপনার নিকট নিজে যাচিয়া ফিরিয়া আসিবে এবং আপনার অন্তরে সে যে-আঘাত করিয়াছে তাহার বেদনা নিজের সমবেদনার অনুতাপ-প্রলেপে উপশম করিয়া আপনার ক্ষমা ও মার্জ্জনা লাভ করিবে।

শের আলী বলিল—অসম্ভব ! ……তিন বৎসর ধরিয়া সেই গর্ব্বিতা হৃদয়হীনা আমাকে এমন একটিও ইঙ্গিত জানিতে দিবার অনুগ্রহ প্রকাশ করে নাই যাহাতে আমি বুঝিতে পারি

আমার কথা এখনো তাহার মনে আছে। সে যে কোথায় আছে তাহাই আমি জানি না, হয়ত বা সে তাহার জন্মস্থান তাতার তুর্কীস্থানে চলিয়া গিয়াছে। সেই বিজয়িনী আমার মূঢ় বিশ্বাসপরায়ণতার জন্য উপহাস করিয়া হয়ত মনে মনে খুব হাসিতেছে। আমিও তাহাকে ভুলিতে চাই: সম্প্রতি আমার মনে হইতেছিল হয় ত বা আমার পক্ষে ইহা অসাধ্য নহে; আমার মনে হয় শীঘ্রই আমি এই অসাধ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইব।

—আপনি তাহাকে ভুলিয়া যাইবেন শের আলী সাহেব?

রোশেনারা এই কথা কয়টি বলিতে তাহার কণ্ঠস্বরে যে কোমল তিরস্কার ধ্বনিত হইয়া উঠিল তাহাতে চমৎকৃত হইয়া শের আলী তাহার দিকে তাকাইল; সে দেখিল রোশেনারার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। শের আলী এক মুহূর্ত্ত বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিল—হায় খানুম, আপনার এই করুণা আমার পরম আদরের, ইহা আমার দুর্লভ পুরস্কার! যদি আপনার প্রকৃতি তাহার হইত, আপনার মতন দরদী সহমর্ম্মিতা তাহার থাকিত! তাহা হইলে আমি আজ জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখী লোক হইতাম,...আমার কন্যা,—হয়ত আপনার কন্যার মতনই কোমল সুন্দর,—এখন আমার কোলে বসিয়া পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিয়া দিত!...এবং তাহার মাতা...আমার পার্শ্বে বসিয়া...প্রণয়ে মমতায়...

শের আলী ভাবাবেগে স্খলিত-বচন হইয়া তাহার দুর্ব্বলতায়

আক্লান্ত অবসন্ন পরিম্লান দৃষ্টি তুলিয়া রোশেনারার দিকে চাহিল।

রোশেনারা রুদ্ধ আবেগে কম্পান্বিত কলেবরে তাহার কন্যাকে শের আলীর কোলের কাছ হইতে তুলিয়া লইয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল—এই-সব স্মৃতি আপনার চিত্তকে ব্যথিত বিমথিত করিতেছে, ইহাতে আপনার স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। অতএব আপনার কাছ হইতে আমার কন্যাকে সরাইতে বাধ্য হইতেছি।

শের আলী ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—খানুম, আমার দুর্বলতা ক্ষমা করিবেন, আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! এত শীঘ্র কেন সেই সুখ-স্বপ্ন ভাঙিয়া দিলেন?

রোশেনারা শের আলীর আর একটি কথাও শুনিতে সাহস না করিয়া কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

সেই দিন হইতে শিশু শিরিন্ তাহার মাতার ন্যায় তাহাদের গৃহের অতিথি রোগীর পরিচর্যায় অভিনিবেশ সহকারে নিযুক্ত হইয়া গেল।

শের আলীও তাহার অদর্শন ক্ষণকাল সহ্য করিতে পারিত না, তাহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

শিরিন্ শের আলীকে দোস্ত্ বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং দোস্ত্‌কে কারণে ও অকারণে আদরে ও চুম্বনে অভিভূত করিয়া দিত এবং একদিকে তাহার মা ও একদিকে তাহার দোস্ত্‌কে লইয়া নিজে উহাদের মাঝখানে বসিবার জন্য

জেদ করিত। তাহার সরল অনুরাগের খেলায় মাঝে মাঝে সে তাহার মা ও দোস্তকে বিশেষ বিপন্ন ও বিব্রত করিয়া ফেলিত, তাহাতে রোশেনারা মনে মনে আনন্দ অনুভব করিত, কিন্তু শের আলী গম্ভীর ও নিরুৎসাহ হইয়া উঠিত।

শের আলী ক্রমে ক্রমে বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতেছিল; তাহার ক্ষত জুড়িয়া আসিতেছিল। সুখের ও আনন্দের দিন তাহার লঘু পক্ষ বিস্তার করিয়া দ্রুতগতিতে উড়িতে উড়িতে বহুদূর অতিক্রম করিয়া গেল। কাবুলে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, জৈন্-খাঁ তাঁহার সৈন্য সহ রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবেন, দিল্-আরাকেও সেই সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে। দিল্-আরার গমনের কথা শুনিয়া শের আলী তাহার সহিত যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল; তাহার চলিয়া যাইবার এই প্রস্তাব করিতে তাহাকে যে বিশেষ চেষ্টা করিয়া এই অপ্রিয় অনভিলষিত বাক্য উচ্চারণ করিতে হইয়াছে তাহা তাহার কণ্ঠস্বরে বেশ বুঝা গেল।

শের আলীর চলিয়া যাইবার এই অকস্মাৎ প্রস্তাবে রোশেনারা বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়া বিদায় দিতে আপত্তি জানাইল।

শের আলী বলিল—হায় খানুম্, দয়া করিয়া আমাকে যাইতে অনুমতি করুন; আমার পক্ষে দুর্লভ ও বিপদ্‌সঙ্কুল আনন্দে আমি অনেকদিন অবগাহন করিলাম; আপনার সকরুণ শুশ্রূষার মোহ ও আপনার কন্যার আদরের মায়া হইতে আমাকে পলায়ন করিতে দিন, এই পলায়মান আনন্দঘন দিনের নিকট হইতে আমাকে পলায়ন করিতে বাধা দিবেন না; যে

নির্জ্জন নিঃসঙ্গ একাকী জীবন আমার ভাগ্যে লেখা আছে তাহারই মধ্যে আমাকে নির্ব্বাসিত হইতে আদেশ করুন।

রোশেনারা বলিল—আগে হকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক্, তিনি যদি বলেন তবে ত…

শের আলী বলিল—হকিম-বৈদ্যের চিকিৎসা-শাস্ত্রের আয়ত্তাতীত বিপদ্ আমাকে ভয় দেখাইতেছে। যাহা কিছু লোভনীয় মনোহর মোহন তাহা হইতে পলায়ন করাই আমার ভাগ্য-লেখা! যাহা প্রিয়, যাহা প্রীতিকর তাহা হইতে আমার দূরে থাকাই নিয়তি!…আপনার এই বন্দীশালা হইতে অব্যাহতি পাওয়া আমার পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

রোশেনারা সখীর দিকে ফিরিয়া বলিল—বহিন্, আমার অতিথি আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে যখন এত উৎসুক হইয়াছেন তখন আমার অধিক বাধা দেওয়া অশোভন ও অনুচিত হইবে। আমার এই আহত অতিথিকে তোমার জিম্মায় আমানৎ করিতেছি, ইহার নির্ব্বিঘ্নতা সম্বন্ধে এখন তুমি দায়ী।

রোশেনারা যে এত সহজে তাহাকে বিদায় দিতে স্বীকৃত হইল তাহাতে শের আলী একটু আশ্চর্য্য ও ব্যথিত হইয়া নিজের বিদায়ের বন্দোবস্ত করিতে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গম্যমান শের আলীকে দৃষ্টি দিয়া অনুসরণ করিতে করিতে রোশেনারার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দিল্-আরা রোশে-নারাকে বলিল—এই নূতন কৌতুক অভিনয়ের কারণ কি? ইহা

ত স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শের আলী সাহেব তোমার ভয়ে তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিতেছেন ; পাছে তিনি তোমাকে ভালো বাসিয়া ফেলেন এই ভয়েই না তাঁহার পলায়ন ! তবে তোমার আবার বিলম্ব কেন ও অপেক্ষা কিসের ? তুমি কেন আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমার এই অনাবশ্যক দীর্ঘকালস্থায়ী মূঢ়তা ও ভ্রান্তির অবসান করিতেছ না ? এইরূপ নব নব উপায়ে সে বেচারাকে উৎপীড়ন করিয়া ও দুঃখ দিয়া তোমার এ কী নিষ্ঠুর আনন্দলীলা !

রোশেনারা হাসিয়া বলিল—হায় সখী, তুমি বুঝিতেছ না নিজে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী সতীন্‌ হওয়া কী লোভন কী মোহন ! যাহাকে দেখিবামাত্র ভালো লাগিয়াছিল, যাহাকে দেখিতে দেখিতে ভালো-বাসিয়াছি, তাহাকে দুবার দুই বিভিন্ন ছদ্মবেশে জয় করিবার দুর্ণিবার ও দুর্লভ আনন্দ ত্যাগ করিবার মতন নিস্পৃহতা আমার নাই। আমার স্বামীর পরকীয়ানুরাগের মধ্যেও আমারই প্রতি তাহার অনুরাগ, নিষ্ঠাহানির মধ্যেও তাহার আমারই প্রতি একনিষ্ঠতা আমাকে যে অনির্ব্বচনীয় অনির্ণেয় অসীম সুখ ও আনন্দ দিতেছে তাহা প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিবার খানিক অবসর আমার চাই। তাহার নিষ্ঠা আত্মমর্যাদা চরিত্র-গৌরব এত সুকুমার যে সে আমার ভয়ে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে পাছে সে আমারই নিকট অবিশ্বাসী অপরাধী হয় ! সে আমাকে পূর্ব্বে ভালোবাসিয়াছিল, এখনও সে আমাকেই ভালোবাসে ! এ যে আমার অসহ্য অপূর্ব্ব সুখ !

দিল্‌-আরা বলিল—কিন্তু বেচারা শের আলী! কবে তুমি তাহার সুখের কথা মনে স্থান দিবে? বহিন্‌, কথা শোনো, তোমার যাহা বলিবার আছে তাহা বলিয়া চুকাইয়া ফেল, এবং চলো আমরা সকলে একসঙ্গে পরমানন্দে দিল্লীতে ফিরিয়া যাই। সেখানে গিয়া তুমি নির্ভয়ে শের আলীকে বিবাহ করিতে পারিবে আশা করি।

রোশেনারা বলিল—না, আমার মাথায় আর-একটা মৎলব আছে, তুমি উহাকে লইয়া আগে রওয়ানা হও, আমি তোমাদের পিছে পিছে যাইতেছি।

দিল্‌-আরা বলিয়া উঠিল—রোশেনারা, রোশেনারা, এখনও অদ্ভুত খেয়াল, এখনও পাগ্‌লামি!

রোশেনারা বলিল—আর এই একবারটি মাত্র; এই শেষ; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি।

সেই সময়ে শের আলী সেখানে ফিরিয়া আসিল. তাহাকে উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন দেখাইতেছিল। তাহার যাত্রার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে।

দিল্‌-আরা সখীর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াও আর কিছু বলিবার সুযোগ না পাইয়া নিজের যাত্রার আয়োজন করিতে প্রস্থান করিল।

যখন যাত্রার সময় আসিল তখন বিচ্ছেদের শোকে সকলেই অভিভূত ও কাতর হইয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। রোশেনারা কাঁদিতে কাঁদিতে সখীর হাত ধরিয়া তাহার আহত দুর্ব্বল

প্রিয়তমের পরিচর্য্যা করিতে অনুরোধ জানাইল। শের আলী উটের গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া পাণ্ডুর গম্ভীর মূর্ত্তিতে আবেগ-সংরুদ্ধ স্বরে বারংবার রোশেনারার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। সে গাড়ীতে চড়িতে যাইতে যাইতেও বার বার ফিরিয়া আসিয়া শিরিন্‌কে চুম্বন করিয়া বিদায় লইতেছিল। শিরিন্ তাহার দোস্ত্ চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া চীৎকার করিয়া আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিতেছিল।

দিল্-আরা রোশেনারার নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল—বহিন্, এখনও সময় আছে।

রোশেনারা একমুহূর্ত্ত দ্বিধাভরে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—না, এমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করা বড় কঠিন; আমি অন্য এক উপায়ে এই অসাধ্যসাধন করিব।

দিল্-আরা তাহার শিবিকায় ও শের আলী তাহার গাড়ীতে হতাশ বিষণ্ণ মনে আরোহণ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

— ১১ —

পুনরায় একাকী হইয়া রোশেনারা তাহার নির্জ্জনবাস অসহ্য বোধ করিতে লাগিল; সম্প্রতি সে যে-সুখ ও আনন্দের অভিনব আস্বাদ লাভ করিয়াছে তাহারই জন্য তাহার অন্তর ক্ষুধিত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে শক্তি তাহাকে অতুল

সুখসম্পদের অধিকারিণী করিয়া তাহাকে অভিনব অভিজ্ঞতা দান করিয়াছে, যে তাহার জীবনের স্বামী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত পুনর্ম্মিলনের চিন্তায় তাহার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

সপ্তাহ খানেক পরেই রোশেনারা দিল্লীতে ফিরিয়া গেল, এবং তাহার আগমনবার্ত্তা তাহার সখী দিল্-আরাকে জানাইয়া অপর কাহাকেও জানাইতে নিষেধ করিয়া দিল।

দিল্-আরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সে শের আলীর নিকটে কি করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে সেই মৎলব প্রকাশ করিয়া বলিল। দিল-আরা সখীর কল্পনা-রঙীন রঙ্গবিচিত্র মৎলবের কথা শুনিয়া প্রীত হইয়া সখীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রস্থান করিল।

নওরোজের উৎসব সমাগত হইয়াছে। আবার আগ্রায় সরবুলন্দ্ খাঁর গৃহে উৎসবে যোগ দিবার জন্য শের আলীর নিকট বিশেষ অনুরোধভরা নিমন্ত্রণপত্র আসিল। শের আলী সেই পত্র তৎক্ষণাৎ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, যে উৎসবে গিয়া তাহার জীবনের আনন্দ-উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যাহার জ্বালায় তাহার জীবন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সেই উৎসবকে সে মনে মনে ঘৃণা করে, এবং সেই উৎসব-ক্ষেত্রে আর সে কখনও পদক্ষেপ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সেই পত্রের পর সে দিল-আরার নিকট হইতে উৎসবে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ-পত্র পাইল। দিল্-আরার স্বামী জৈন্ খাঁও তাহাকে যাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ

জানাইয়াছেন। একদিকে রোশেনারার সখী ও তাহার শুশ্রূষা-কারিণী দিল্-আরার অনুরোধ, অপর দিকে তাহার হিতৈষী মুরুব্বি ও বন্ধু উপরওয়ালার অনুরোধ শের আলী অবহেলা করিতে পারিল না।

উৎসব-মজ্লিসে প্রবেশ করা শের আলীর পক্ষে বেদনা ও কষ্টের ব্যাপার বোধ হইতে লাগিল; তাহার মানস-সমুদ্রের উপর দিয়া স্মৃতির ঝড় তুফান বহিয়া যাইতে লাগিল।

মজ্লিসে প্রবেশ করিয়া শের আলী অগ্রসর হইয়া যাইতেছে, এমন সময় একটি কিশোর বালক অগ্রসর হইয়া আসিয়া শের আলীর হস্তে একখানি পত্র দিল। কি হাতে দিল তুলিয়া দেখিয়া কে দিল দেখিতে গিয়া শের আলী দেখিল পত্রবাহক জল্সার জনতার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। শের আলী বিস্মিত হইয়া মজ্লিসের এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া ঝাড়ের আলোতে পত্র খুলিয়া দেখিল তাহা রোশেনারার পত্র। আনন্দে তাহার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রোশেনারা লিখিয়াছে—দোস্ত্, সখী দিল্-আরার নিকট শুনিলাম আপনি উৎসবে আসিবেন। তাই আমিও আসিয়াছি। বহুকাল দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া রাত্রি বারো ঘড়ীর সময় প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে আসেন তাহা হইলে আপনার সহিত ক্ষণিকের জন্য হইলেও একবার সাক্ষাৎ হইতে পারে।

পত্র পড়িবামাত্র শের আলীর মুখ উৎসব-মজ্লিস অপেক্ষাও উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার মুখ
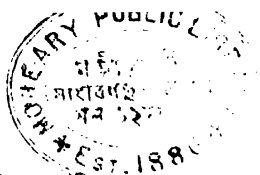
নিষ্প্রভ মলিন হইয়া আসিল—আবার সেই অলক্ষণ অপয়া বাগানে সাক্ষাতের নিমন্ত্রণ! রোশেনারা ত জানেন এই উদ্যানের সহিত তাহার কি বেদনাময় স্মৃতি বিজড়িত হইয়া আছে; তবে কেন তাঁহার এই নিষ্ঠুর আদেশ? ইহা কি তাহার প্রণয়ের পরীক্ষা?

শের আলী দুঃখসুখের ঘাতপ্রতিঘাতে আন্দোলিত হইতে হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বেই উদ্যানে আসিয়া প্রবেশ করিল। উদ্যানে আসিয়া তাহার মনে হইল তাহার জীবনের সুখশান্তির গোরস্থান সেই মর্ম্মরবেদী একবার দেখিয়া আসে। সে মর্ম্মরবেদিকার নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় বৃক্ষ-কুঞ্জের অন্তরাল হইতে অকস্মাৎ কাহার মিঠা আওয়াজে তাহার ধমনীতে ধমনীতে রক্তধারা চঞ্চল হইয়া নৃত্য করিয়া উঠিল।

—আ হা বিশ্বাসঘাতক, তুমি ধরা পড়িয়াছ! আজ নওরোজের উৎসব-ক্ষেত্র হইতে তোমার এই অভিসার আমার সহিত মিলনের অভিপ্রায়ে নহে; তুমি অপরের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত গণিতেছ!

রমণীকণ্ঠের আকাশবাণীর দিক্ অনুসরণ করিয়া শের আলী সত্বর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—তাহার সম্মুখে ও কে! তাহার অদর্শনা অপরিচিতা রহস্যময়ী স্বয়ং! সেই শুভ্র রেশমের পরিচ্ছদ, সেই আকাশের মতন নীল ও মৃত্যুর যবনিকার মতন দুর্দর্শ ওড়্নার অবগুণ্ঠন, সোনার কোমরবন্ধে সেই হীরকমণি-

খচিত বড় খামা, তাহার চরণে জরীর জুতায় চুমকীর কাজের ভিতর মণি-মাণিক্যের চকমকানি—সব সেই আগের মতন হুবহু !

শের আলী বিস্মিত হইয়া অপরিচিতার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি ! তোমাকে আবার দেখিতে পাইলাম ? যাহাকে দেখিতেছি, যাহার হাত ধরিয়া আছি সে কি বাস্তবিকই তুমি ? কোন্ অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য অতিপ্রাকৃত মন্ত্রবলে……

অবগুণ্ঠনবতী মৃদুস্বরে বলিল—আমার আবির্ভাব কি এতই আশ্চর্য্যজনক ? কিন্তু আমার অলৌকিক শক্তির পরিচয় ত তোমার জানা আছে। কিন্তু যাহা অতীত তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই ; যাহা ভবিষ্য ও আগন্তুক তাহার ভিতর অলৌকিক বিস্ময়ের অন্ত নাই। তুমি আবার আমার যাদুগরীতে ধরা দিয়াছ, এখন অসামান্য অসাধারণ ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকিও। তোমার অদৃষ্ট আমার হাতে, তোমার ভাগ্যলিপি এইবার শুভফল দান করিবে।

শের আলী তাহার অদর্শনার প্রথম দর্শনে যে অকস্মাৎ আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তাহার কথা শুনিতে শুনিতে একটা ক্রমবর্দ্ধমান হতাশা সেই আনন্দকে চাপিয়া ঢাকিয়া অবসন্ন করিয়া দিতে লাগিল। সে উহার লঘু তরল অথচ উদ্ধত প্রভুত্বপরায়ণ স্বর শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও আহত হইল ; তিন বৎসর সম্পূর্ণ বিস্মরণের পর প্রথম সাক্ষাতে এই সম্ভাষণ ! তাহার নিকট হইতে সে যে-সমস্ত দুঃখবেদনা লাভ করিয়াছে,

তাহার নিষ্ঠুরতার জন্য যে-সমস্ত কঠিন কথা এই সুদীর্ঘকাল শের আলীর মনের মধ্যে জমা হইয়া ছিল এখন তাহারা খোঁচা-খাওয়া সাপের মতন সহস্র ফণা ধরিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শের আলী উৎসাহশূন্য স্বরে বলিল—হায় খানুম্, 'আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে ওগো পরাণপ্রিয় ?' কি নূতন মৎলব তোমার মগজে উদ্ভাসিত হইতেছে ? আমাকে বন্দী করিয়া যন্ত্রণা দিবার আবার কোন্ নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতেছ !

অবগুণ্ঠনবতী বলিল—মাত্র তিন বৎসরে পুরুষের কত পরিবর্ত্তনই বা না হয়! এই শের আলীই না তিন বৎসর আগে এই উৎসবের রজনীতে এই উদ্যানে পরম আগ্রহে কোমল দরদী কথায় আবেগভরে আমার নিকট নিষ্ঠা ও বশ্যতার বড়াই করিয়াছিল ?

শের আলী অবগুণ্ঠিতার তিরস্কারে লজ্জিত না হইয়া সহজ স্বরে বলিতে লাগিল—হায়, আমার যদি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তবে সে কাহার দোষে ওগো নিষ্ঠুর নিষ্করুণা ? ইহা ত তোমারই কীর্ত্তি! পুরুষের হৃদয় জয় করিবার সকল প্রকার মোহিনীশক্তি ও ইন্দ্রজাল প্রয়োগ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া, আমার ইজ্জত নষ্ট করিয়া আমাকে অবহেলাভরে পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র দয়া বা মনস্তাপ বোধ হয় নাই! যে অমূল্য সম্পত্তি তুমি আমার নিকট হইতে প্রতারণা

করিয়া ঠকাইয়া লইয়া তাহার কিস্মত আমাকে ভালোমতে সমঝাইয়া দিয়াছ, তাহার জন্য পূরা তিন বৎসর হায় হায় করিয়া অনুতাপ ও বিলাপ করিতে আমাকে কি তুমি নির্ব্বাসিত কর নাই? এই তিন বৎসরে তোমাকে যতখানি ভুলিতে পারি তাহার জন্য তুমি কি বিধিমত চেষ্টা ও আয়োজনের কিছুমাত্র ত্রুটি রাখিয়াছিলে?

অবগুণ্ঠিতা কুণ্ঠিতা হইয়া মৃদুমর্ম্মরস্বরে বলিল—শের আলী সাহেব, তুমি অত্যন্ত কঠিন নিষ্ঠুর বিচারক। এই আমি আবার তোমার নিকটে ফিরিয়া ধরা দিতে আসিয়াছি; আমি তোমার যাহা কিছু ক্ষতি করিয়াছি তাহা সম্পূরণের জন্য এবং যাহার জন্য তুমি এতদিন দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া অনুশোচনায় দিন যাপন করিতেছিলে সে-সমস্তই তোমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত তোমার নিকটে ফিরিয়া ধরা দিতে আসিয়াছি।

শের আলী হতাশাবিদ্ধস্বরে বলিল—হায়! তোমার কথায় প্রত্যয় করিতে পারিবার মতন বিশ্বাস আমি হারাইয়াছি। হয়ত তুমি দুই এক মুহূর্ত্ত পরে আমার দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, তোমাকে খুঁজিয়া পাইবার মতন পদচিহ্নও হয়ত ধরণীর ধূলি হইতে মুছিয়া লুপ্ত করিয়া দিয়া যাইবে; কেবল পিছনে রাখিয়া যাইবে আমার হৃদয়ে তোমার জ্বালাময়ী স্মৃতি ও অসহ্য বিরহ-বেদনা! তুমি হয়ত আবার নূতন কোনো ছল……

অবগুণ্ঠিতা শের আলীর কথায় বাধা দিয়া বেদনাবিদ্ধ নম্রমধুর মৃদুস্বরে বলিল—না, আর ছলনা নয়, আর গোপন নয়, আর রহস্য নয়·····হায় প্রিয়তম, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তুল্যদুঃখ ভোগ করিয়াছি। যে ভ্রান্তি ও ছলনার পালা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। তুমি এখন তোমার সহধর্ম্মিণী স্ত্রীকে জানিবার ও অধিকারের দাবী করিবার স্বামিত্ব লাভ করিয়াছ।

শের আলী বলিল—কিন্তু তুমি ত আমার স্ত্রী হইতে অস্বীকার করিয়াছিলে......

অবগুণ্ঠনবতী বলিল—সত্য বটে, কিন্তু আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে, এখন আমি তোমার প্রণয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

শের আলী বলিল—একদিন তুমি আমার হৃদয়ভরা পবিত্র অনন্ত প্রণয় ঘৃণাভরে অবহেলা করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে। কোন্ নূতন খেয়ালের প্ররোচনায় আজ আবার সেই প্রত্যাখ্যাত অবহেলিত অপদার্থ সামগ্রী দাবী করিতে আসিয়াছ? যাহা অবহেলা করিয়াছিলে তাহা যে এখনও তোমার জন্যই সঞ্চিত রক্ষিত হইয়া আছে তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? যে খামখেয়ালী অপরিচিতা অদর্শনা রমণী আমাকে অপদার্থ তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিয়া অনায়াসে অক্লেশে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল তাহারই জন্য আমাকে উন্মাদ অনুরাগ এতদিন পর্য্যন্ত সযত্নে পোষণ করিয়া রাখিতে হইবে? কেমন করিয়া তুমি জানিলে

যে আমার অন্তরে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে নাই? যে বন্দীদশার শৃঙ্খলবন্ধন তোমার নিকট ঘৃণ্য অগ্রাহ্য বোধ হইয়াছিল, সেই বন্ধন আমি আজ কিসের জন্য গ্রহণ করিব? আমিই বা কেন আমার স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা অক্ষুণ্ণ অটুট রাখিতে অভিলাষ করিব না? ইহাতে তোমার চেয়ে আমার ক্ষতির নিন্দার ও লজ্জার ভয় অনেক কম।

এই-সমস্ত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর বাক্য রোশেনারার মর্ম্মে গিয়া বিদ্ধ হইল। যে আনন্দ ও মূঢ় আশায় পূর্ণ হইয়া সে এই উৎসবে আসিয়াছিল তাহার সমস্তই শের আলীর কঠিন বাক্যের জ্বালাময় ফুৎকারে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। প্রগল্‌ভ বাগ্‌বিদগ্ধা রোশেনারা আত্মদান করিতে আসিয়া যে অপ্রত্যাশিত তিরস্কার লাভ করিল তাহা যে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য তাহা মনে মনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া সে হতগর্ব্বা বিপ্রলব্ধা নায়িকার ন্যায় কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল, যেন তাহার সমস্ত সাহস ও শক্তি তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

শের আলী দেখিল অবগুণ্ঠনবতীর সর্ব্বাঙ্গ বাতান্দোলিত বেতসলতার ন্যায় থরথর করিয়া কম্পিত হইতেছে, তাহার অবশ চরণ তাহার দেহভার আর যেন ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, সে বুঝি এখনই ভূমিতে পড়িয়া যাইবে। শের আলী তাহাকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া বেদীর উপর বসাইয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। যে অন্তর্গূঢ় অপ্রকাশ্য ঘন বেদনায় তাহার

অন্তর পুটপাকের ন্যায় দগ্ধ হইতেছিল তাহা শের আলীর স্পর্শে রোশেনারার সৌভাগ্যক্রমে অশ্রুধারার ঘন বর্ষণে অনেকখানি শীতল হইয়া গেল।

শের আলী অবগুণ্ঠিতাকে অকৃত্রিম অনুশোচনায় রোদন করিতে দেখিয়া করুণার্দ্র হইয়া বলিল—তুমি আমাকে ক্ষমা করো। ওগো অনন্ত-রহস্যময়ী, তোমার লীলা আমি বুঝিতে অক্ষম, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি যে অস্থানে আমার রূঢ়তা প্রয়োগ করিয়াছি তাহার জন্য আমি নিজের উপর ক্রুদ্ধ বিরক্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার এত অবহেলা ও উদাসীনতার পরিচয় পাওয়ার পরে আমি কেমন করিয়া জানিব বলো যে তুমিও একেবারে অজেয় নও?

তখন শের আলী অবগুণ্ঠিতার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া অদর্শনাকে দেখিবার ও রহস্যময়ীকে জানিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। প্রথমে রোশেনারার মনে লোভ হইতেছিল যে শের আলীর অনুরোধ পালন করিয়া তাহাকে এমন একখানি মুখ দেখায় যাহার যাদুতে শের আলীর সকল দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এক নিমিষে বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু আর-এক পরীক্ষায় তাহাকে যাচাই করিয়া লইবার বাসনায় রোশেনারা আত্ম-প্রকাশ করা হইতে বিরত হইল। তাহার অবগুণ্ঠন অধিকতর নিবিড় করিয়া টানিয়া দিয়া এবং কণ্ঠস্বর অধিকতর সঙ্গোপন করিয়া সে বিষণ্ণ স্বরে বলিল—ঘোমটা খুলিয়া কি হইবে? তোমার নিকট হইতে আমি চারিদিক্ দেখিয়া সাবধান হইতে

শিখিলাম। যে রমণীকে তুমি আর ভালো বাসো না, তাহাকে জানিয়া কি হইবে? তোমার এই নিরুদ্যম নিরুৎসাহ উদাসীনতার কারণ আমি জানি; আমি জানি কোথায় তুমি স্বাস্থ্যলাভের জন্য আশ্রয় লইয়াছিলে, এবং কাহার হস্তের সেবা-শুশ্রূষার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তুমি শীঘ্র রোগমুক্তিতে আনন্দের বদলে দুঃখ অনুভব করিয়াছিলে!

শের আলী গম্ভীর হইয়া বলিল—খানুম্, তুমি যখন এত কথাই জানো তবে বোধ হয় ইহাও জানো যে সেই শুশ্রূষা-কারিণীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ কত গভীর ও কত প্রবল। এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে আমি একটুও কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না। তিন মাস ধরিয়া যে মহিলার মহনীয় চরিত্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পলে পলে মুগ্ধ হইয়াছি, যাঁহার নিরন্তর সাহচর্য্যে ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি, যাঁহার সহমর্ম্মিতা সহানুভূতি দরদ ও বিচক্ষণ নিপুণতা মহিলা-যোগ্য মহিমায় ও সহৃদয়তায় মণ্ডিত ও ভূষিত হইয়া আমাকে তাঁহার গুণগরিমার পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যও অন্যের তুলনায় অসাধারণ অপরূপ ও অনুপম হইলেও তাহাই তাঁহার প্রধান মোহিনীশক্তি হইয়া উঠে নাই। এমন রমণীকে কি আমি কখনও ভুলিতে পারি?

শের আলীর এই স্বীকারোক্তি শুনিয়া রোশেনারা আনন্দে বিহ্বল আত্মহারা হইয়া অনুভব করিতে লাগিল যে সে যদি আর ক্ষণকাল অপেক্ষা করে তাহা হইলে তাহার শত চেষ্টা

সত্ত্বেও সে আর আত্মগোপন করিয়া রাখিতে পারিবে না। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িয়া আনন্দ-সংরুদ্ধ চেষ্টাকৃত গম্ভীর স্বরে বলিল—তবে তুমি সুখী হও·········তোমার সুখে আমিও সুখী হইব···তোমার সুখ আমারই সুখ হইবে··· আমি নিজের কথা আর উত্থাপন করিব না। আমি তোমার কাছে যাহা পাইবার তাহা চূড়ান্ত পাইয়াছি, আর আমি কিছু চাহি না। তোমাকে মুক্তি দিলাম।······কিন্তু তোমার কন্যাকে তুমি কি একবার দেখিতে চাহ না?

শের আলী উৎসুক ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল—চাহি না আবার? ইহাতে আবার সন্দেহ কি?

অবগুণ্ঠিতা রোশেনারা উচ্ছল আনন্দ বুকে চাপিয়া আর্দ্র স্বরে বলিল—তবে কাল আমার বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল।

রোশেনারা তাহার নাম না জানাইয়া কেবল তাহার ঠিকানা দিয়া বলিল—আমার বাড়ীর সকল লোক তোমাকে খুব ভালো রকমই চিনে; তাহারা তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবে।

রোশেনারা এই ব্যাপারে একেবারে মোহিত হইয়া বিবশ ভাবে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। বিশ্বজোড়া আনন্দের মধ্যেও অতীত সম্ভাবনার এই ভয়টুকু তাহার বুকের এক কোণে উঁকি মারিতে লাগিল—যদি আমি আমার প্রিয়তমের প্রণয় ও শ্রদ্ধা অন্যরূপে অর্জ্জন করিবার সুযোগ না পাইতাম তাহা হইলে আমার না জানি কী দুর্গতি ঘটিত, তাহা হইলে আমি কি করিতাম!

— ১২ —

উৎসব অবসান হওয়া পর্য্যন্ত শের আলী উদ্যানে রোশেনারার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু রোশেনারার দর্শন আর মিলিল না; পত্র লিখিয়া সঙ্কেত-স্থানে ডাকিয়া আনিয়া সে কেন আসিল না এই চিন্তা মনে হইতেই শের আলীর সন্দেহ আশঙ্কায় পরিণত হইয়া উঠিল হয়ত সে আসিয়া শের আলীকে অবগুণ্ঠিতার সহিত প্রণয়-কলহে তন্ময় দেখিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়াছে। এই দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত হইল। তাহার এই দুশ্চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল যে হয়ত রোশেনারা তাহাকে এখনও অবগুণ্ঠিতা অদর্শনার প্রতি অনুরক্ত অনুমান করিয়া খণ্ডিতা হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে! রোশেনারার জন্য সে অবগুণ্ঠিতাকে একরকম প্রত্যাখ্যানই করিল, এবং অবগুণ্ঠিতার জন্য রোশেনারা হয়ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া গেল! তাহার অদৃষ্টের এ কী পরিহাসলীলা! অবশেষে যখন তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল তখনই তাহার ভাগ্যবিধাতা জীবনব্যাপী অনুশোচনার বরাদ্দ করিয়া দিলেন! আর অল্পক্ষণ পরেই সে অপরিচিতার পরিচয় পাইবে, অবগুণ্ঠিতার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইতে দেখিবে, অদর্শনাকে দর্শন করিতে পাইবে। সে তাহার না-দেখিয়া-ভালো-বাসা কন্যাকে দেখিতে পাইবে...সেই কন্যা না জানি কাহার মতন

দেখিতে হইয়াছে? অনেক কল্পনা করিয়াও সে যে তাহার মূর্ত্তি মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। এখন তাহার স্বামী ও পিতার অধিকার গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে সন্দেহ নাই; যে পদবী লাভের জন্য সে এতদিন উৎসুক হইয়া ছিল, তাহা হয়ত তাহার আয়ত্তাধীন হইয়া আসিয়াছে! কিন্তু তথাপি রোশেনারার স্মৃতি-ছবি এই সুখদুঃখের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া অপরিচিতা অদর্শনার আলেখ্য নিষ্প্রভ আবছায়া ঝাপসা করিয়া তুলিতে লাগিল। রোশেনারার সহিত তুলনার যোগ্য রমণী এ জগতে তাহার চক্ষে ত একটিও পড়ে নাই।

পরদিন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে শের আলী অপরিচিতার ঠিকানা খুঁজিয়া তাহার বাড়ীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমেই তাহার দৃষ্টিতে পড়িল তাহার জীবনের রহস্যময় সুখ-দুঃখের সহিত বিজড়িত সেই মিশ কালো হাবসী বান্দা। সে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করিয়া শের আলীকে গৃহে অভ্যর্থনা করিল।

সেই বাড়ীর সম্মুখে বিচিত্র নক্সায় কেয়ারী করা ফুলের বাগান; ফুলের বাগান পার হইয়াই বাড়ীতে উঠিবার কয়েক ধাপ শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ির ধাপে পা দিয়াই শের আলীর মনে হইল এই বাড়ীতেই সে এক রাত্রির অতিথি রূপে মোহান্ধের ন্যায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল।

কালো হাবসী তাহাকে কতকগুলি সুসজ্জিত সুবিন্যস্ত কক্ষের ভিতর দিয়া দ্বিতলে লইয়া গেল। দ্বিতলের একটি কক্ষের ভেজানো দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া দিয়া হাবসী খুব নত

হইয়া সেলাম করিল এবং সেই ঘরের মধ্যে শের আলীকে প্রবেশ করিতে বলিয়া সসম্মান ভব্যতার সহিত সেখান হইতে অপসৃত হইয়া গেল।

শের আলী অগ্রসর হইয়া প্রায়-অন্ধকার সেই ঘরের মধ্য হইতে সেই ঘরের অপর পার্শ্বে আর-একটি আলোকিত কক্ষের সুসজ্জিত শোভা দেখিয়াই তিন বৎসর আগেকার আর-একদিনের দৃশ্য তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল। বিচিত্র খিলান্-করা প্রকাণ্ড দ্বারের সম্মুখে চালচিত্রের কোলে দেবী-প্রতিমার ন্যায় একটি রমণী তিন বৎসর আগের মতন একই ভঙ্গীতে একই ছন্দে একই পরিচ্ছদে হেলান দিয়া বসিয়া আছে, পৃথক্ কেবল এই যে এবার তাহার কোলের কাছে বসিয়া আছে দেবশিশুর তুল্য সুন্দর একটি কন্যা! কিন্তু আজ সেই রমণীর মুখে কোনও অবগুণ্ঠন না থাকিলেও রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে!

দূর হইতেই শের আলী চীৎকার করিয়া উঠিল—এ কী তাজ্জব! এ কী বিস্ময়! এ আমি কী দেখিতেছি? রোশেনারা, এত সুখ কি সম্ভব! হায়, ইহা যদি তোমার কোনও নিষ্ঠুর খেলা হয়, তবে দোহাই তোমার, নিরস্ত হও, অথবা তোমার চোখের সম্মুখে আমার মৃত্যু দেখ!

শের আলীর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ঘন আনন্দের টুক্‌রার মতন ছোট শিরিন্ মার কোলের কাছ হইতে ছিট্‌কাইয়া ছুটিয়া শের আলীর নিকটে আসিল। শের আলী শিরিন্‌কে কোলে তুলিবার জন্য আনন্দ ও স্নেহের ভারে অবনত হইবামাত্র